চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 284 Wednesday, 13 September, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৮৪ সংখ্যা ✱ ২৬ ভাদ্র, ১৪৩০, বুধবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

মঙ্গলবার সকালবেলা বালিগঞ্জের ১২ নম্বর রোনাল্ড রোডে গাছ কাটার অভিযোগ পেয়ে সরেজমিনে তা খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রাজ্যপাল বোস। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। সিমেন্ট বোঝাই একটি লরি স্থানীয় এক মোটরবাইক আরোহীকে চাপা দেয় বলে অভিযোগ। ...বিস্তারিত পাতা ৫

মরক্কোয় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে প্রায় তিন হাজার। উদ্ধারকাজ যত এগোচ্ছে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা। ...বিস্তারিত পাতা ৬

পিভি সিন্ধুর ওপর এশিয়ান গেমসে প্রত্যাশা রাখতে মানা করছেন খোদ ভারতীয় দলের কোচ! অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

সাড়ে ৬ ঘণ্টা পর সিজিও থেকে বেরলেন নুসরত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বরঃ ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় সামনে এসেছিল তাঁর নাম। ডেকে পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট বা ইডি। ৬ ঘণ্টা ২৯ মিনিটের ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ শেষ পর্যন্ত সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের হতে দেখা গেল তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহানকে। এদিন সকাল ১০টা ৪২ মিনিট নাগাদ তিনি সিজিও কমপ্লেসে আসেন, বিকাল ৫টা ১১ মিনিট নাগাদ তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের হতে দেখা যায়। তবে এদিন যেভাবে তিনি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসেন তাতে তাঁকে বেশ আত্মবিশ্বাসীও দেখায়। তবে তাঁকে ফের ডাকা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বিশেষ কিছু বলতে চাননি। তবে তিনি এটা জানিয়েছেন, তাঁকে যে প্রশ্ন করা হয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি তদন্তে সহযোগিতা করেছেন। অন্যদিকে ইডি সূত্রে পাওয়া খবর, তদন্তে সহযোগিতা করেছেন তিনি। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি যে সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে সেই সংস্থায় ডিরেক্টর হিসাবে তাঁর কী ভূমিকা ছিল, কীভাবে তিনি ডিরেক্টর হয়েছিলেন, কোনওভাবে তিনি আর্থিকবাবে লাভবান

হয়েছিলেন কিনা তাও জানতে চেয়েছেন তদন্তকারীরা। অভিযোগ উঠেছে, প্রতারণার দু'কোটি টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন নুসরত। তা নিয়েও এদিন নুসরতকে নানা প্রশ্ন করা হয় বলে খবর। ফ্ল্যাট কেনার টাকার উৎস সম্পর্কিত যাবতীয় নথি নুসরত ইডির কাছে জমা দিয়েছেন বলে খবর। জমা দিয়েছেন আয়-ব্যয়ের হিসাব, ব্যাঙ্ক ডিটেলস। সেই সমস্ত নথি দেখেই রাকেশ সিং ও রূপলেখা মিত্র সহ ওই সংস্থার বাকিদের জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন ইডির আধিকারিকার। তারপর ফের যদি নুসরতকে ডাকার প্রয়োজন হয় তাহলে তা করা হতে পারে বলে ইডি সূত্রে খবর।

'নিজের এলাকাতেই সর্বহারা অধীরবাবু'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বরঃ একদিকে দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেস যখন কাছাকাছি, তখন বঙ্গ-যুদ্ধ কিন্তু চলছেই। সম্প্রতি এ রাজ্যের দু'টি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমনটা বলাই যায়। এক, পুরুলিয়ার ঝালদা পুরসভা। দুই, রানিনগর পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠন। এবার এ নিয়ে মুখ খুললেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এক হাত নিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকেও। পুরভোটের পর থেকেই ঝালদা পুরসভায় টানাপোড়েন। এই কংগ্রেস বোর্ড গড়ল, আবার দল ছেড়ে কেউ তৃণমূলে যেতেই, ঘাসফুলের পাল্লা ভারী। এসবের মধ্যে বোর্ড গড়েছিল কংগ্রেস। সম্প্রতি চার কংগ্রেস কাউন্সিলর-সহ মোট ৫ জন চলে আসে তৃণমূলে। এরপরই রাজ্যের একমাত্র পুরসভা, যেখানে কংগ্রেস ছিল ক্ষমতায়, তাও হাতছাড়া হয়ে যায়। যা নিয়ে অধীর বলেছিলেন, লুঠ, জবরদখলের সংস্কৃতি তৃণমূলের। সেই সংস্কৃতির শিকার ঝালদা। যদিও ফিরহাদ হাকিমের দাবি, একটা ছোট্ট পুরসভা। সেখানে কে কার সঙ্গে ঝগড়া করছে, কে কখন চলে আসছে এভাবে বলা মুশকিল। তৃণমূলে ছিল, কংগ্রেসে গেল, আবার ফিরে এল। এসব নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল। মুর্শিদাবাদের রানিনগরে পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠনকে কেন্দ্র করেও কংগ্রেস তৃণমূলের দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। কংগ্রেস বোর্ড গঠনে বাধা দানের অভিযোগ তোলে। যা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা পর্যন্ত হয়।

ওরা বারবার আসে, আমরা কেউ যাই না

স্পেনে যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে বললেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যবাসীকে ভাল থাকার বার্তা দিয়ে স্পেনের উদ্দেশে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছন মমতা। সঙ্গে ছিলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মমতার সঙ্গেই এদিন গাড়ি থেকে নামেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সকলে ভাল থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।'' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, স্পেনের ম্যানুফ্যাকচারিং ও অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি বেশ ভাল। তাদের আমন্ত্রণেই এই সফরে যাচ্ছেন। বলেন, ''দেখা যাক কী কী হতে পারে। আমাদের এখানে বিজনেস সম্মেলন আছে ২১ থেকে ২৩। ওরা বারবার আসে। কিন্তু আমরা কেউ যাই না। সেই জন্যই এই ছোট্ট দেশটাকে বেছে নেওয়া। দুবাইয়েও একটা বিজনেস সামিট আছে। সঙ্গে প্রবাসীদের মিটিং। সবটাই সময় মতো আপনাদের জানিয়ে দেবো।'' তাহলে কি এই সফর ঘিরে নতুন চমক আসতে চলেছে? মমতার অবশ্য জবাব, চমক কনফারেন্সে থাকে। কনফারেন্সে এসে ঘোষণা করে। তিনি বলেন, ''প্রদীপ জ্বালার আগে তোমাকে তো প্রদীপে তেলটা ভরতে হবে, সলতেটা ভরতে হবে। সেই জন্যই যাওয়া। দেখো না কী হয়।'' মুখ্যমন্ত্রী জানান, মাদ্রিদে তাঁর সঙ্গে থাকবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। লা লিগার সঙ্গেও বিশেষ বৈঠক আছে মুখ্যমন্ত্রীর। মমতার এই সফরে তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন, মোহনবাগান, ও মহামেডান স্পোর্টিংয়ের একজন করে প্রতিনিধি। বিনিয়োগের পাশাপাশি খেলাধূলা জগতেও নতুন কোনও খবর আসতে পারে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর থেকে। আগামী ২৩ তারিখ কলকাতায় ফিরছেন তিনি। এদিকে এই বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে দু'ঘণ্টা দেরিতে সফর শুরু হয় মুখ্যমন্ত্রীর এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি দলের। আজ, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ দুবাইগামী বিশেষ বিমান ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু তা অন্তত ২ ঘণ্টা দেরি ছাড়তে হয়। সুতরাং ১২টা নাগাদ বিমানটি ছাড়তে হয়েছে। তবে এই বিমান বিলম্বের কারণ নিয়ে বিমানবন্দর থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি। তাই একটু অপেক্ষাও করতে হয় তাঁকে। এদিন দেখা যায়, মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ব বাংলার স্টলে যান। সেখানে সবকিছু ঘুরে দেখেন। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেন এবং বিদেশ যাত্রার আগে রং ছুঁইয়ে দেন দুর্গা মূর্তিতে।

সোমে মন্ত্রিসভা, মঙ্গলে প্রশাসনে!

মমতার বিদেশ যাত্রার আগে ফের রদবদল করল সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বরঃ মঙ্গলবার সকালেই বিদেশ সফরে রওনা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এদিনই রাজ্যের আমলা স্তরে বড়সড় রদবদল। রাজ্যজুড়ে আইএএস-দের বদল করা হচ্ছে। বদলি করা হয়েছে একাধিক জেলার জেলাশাসককে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সম্মতি মিলতেই বদলি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল নবান্ন। সামনেই লোকসভা নির্বাচন রয়েছে, তার আগে রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমলা স্তরে এই ব্যাপক রদবদল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। একনজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন জেলায় জেলাশাসক বদল হল। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক করা হল তনভীর আজমলকে। পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক হিসেবে কর্মরত এস অরুণ প্রসাদকে এবার নদিয়ার জেলাশাসক করা হয়েছে। প্রীতি গোয়েল এতদিন উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন, এবার তাঁকে দার্জিলিঙের জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হল। অন্যদিকে দার্জিলিঙের জেলাশাসক হিসেবে কর্মরত পুননাবলম এস-কে এবার

পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক করা হয়েছে। হাওড়ার জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পি দীপাপ্রিয়াকে। তিনি এতদিন ছিলেন হুগলির দায়িত্বে। আর হাওড়ার জেলাশাসক হিসেবে কর্মরত মুক্তা আর্যকে পাঠানো হল হুগলির জেলাশাসক করে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসক হিসেবে কর্মরত সিয়াদ এন-কে এবার বাঁকুড়ার জেলাশাসক করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসক শামা পারভিনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জলপাইগুড়ির জেলাশাসক হিসেবে। আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক হিসেবে কর্মরত সুরেন্দ্রকুমার মিনাকে এবার উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক করা হল। উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা এবার থেকে কোচবিহারের দায়িত্ব পালন করবেন। কালিম্পংয়ের জেলাশাসক করা হয়েছে টি বালাসুব্রমনিয়ানকে। কালিম্পং-এর জেলাশাসক হিসেবে কর্মরত আর বিমলাকে এবার পাঠানো হয়েছে আলিপুরদুয়ারের দায়িত্বে। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক করা হয়েছে পূর্ণেন্দু মাজিকে, তিনি এতদিন ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের দায়িত্বে। জেলাশাসকদের পাশাপাশি পুলিশেও বড় রদবদল। গত আগস্ট মাসেই চার শীর্ষ পদাধিকারী পুলিশ আধিকারিককে বদলি করা হয়। এবার রাজ্যে একাধিক আইপিএস বদলি। ৩১ জন আইপিএস বদলি করা হল। নবান্ন সূত্রে খবর, অখিলেশ কুমার চতুর্বেদী, যিনি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার ছিলেন তাঁকে আইজি জলপাইগুড়ি রেঞ্জ করা হল। মুকেশ ছিলেন ডিআইজি বাঁকুড়া, তাঁকে ডিআইজি মুর্শিদাবাদ করা হল। সি সুধাকর ছিলেন জলপাইগুড়ির ডিআইজি। তাঁকে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার করা হল। রশিদ মুনির খান, ডিআইজি মুর্শিদাবাদ ছিলেন। তাঁকে ডিআইজি হেড কোয়ার্টার করা হল। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বারুইপুরের এসপিকেও। বারুইপুরের এসপি পুষ্পাকে কলকাতা পুলিশের কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটেলিয়ন টু-তে পাঠানো হয়েছে ডিসি করে। পুষ্পার জায়গায় আনা হয়েছে ডায়মন্ড হারবারের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পলাশ চন্দ্র ঢালিকে। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকে যেভাবে ভাঙড়ের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি হয়েছিল, তাতে বারবার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকে অশান্তির যে অধ্যায় শুরু হয়েছিল, তা চলছিল ভোট পরবর্তী পর্যায়েও। গণনার রাতেও তিন জনের মৃত্যু হয়। ভাঙড়ে ১৪৪ ধারা জারি করতে হয়। এরপর ভাঙড়ের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব কলকাতা পুলিশের আওতায় আনা হয়।

ফের ম্যাথু স্যামুয়েলকে কলকাতায় তলব করল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বরঃ ঠিক সাত বছর আগে বাংলার রাজনীতি তোলপাড় করে দিয়েছিলেন সাংবাদিক ম্যাথু স্যামুয়েল। তাঁর সংস্থা নারদ নিউজ এমন কিছু ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এনেছিল, যা সাড়া ফেলে দিয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। তৎকালীন প্রথম সারিতে থাকা রাজনীতিকরা ঘুষ হিসেবে নগদ টাকা নিচ্ছেন, এমন অভিযোগই সামনে এনেছিলেন তিনি। যে দৃশ্য তাঁর সংস্থার স্টিং অপারেশনে ধরা পড়েছিল বলে দাবি করা হয়। সেই ঘটনার ৭ বছর পর ফের তৎপর সিবিআই। নারদ কর্তাকে তলব করা হল কলকাতায়। আগামী সোমবার নিজাম প্যালেসে তাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এবার বেঁকে বসেছেন ম্যাথু। বিমানযাত্রার খরচ না দিলে আসতে পারবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। আগামী সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় হাজির হওয়ার নোটিস দেওয়া হয়েছে ম্যাথুকে। সূত্রের খবর, নারদ মামলায় তিনি আগে যে সব তথ্য দিয়েছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই তথ্য সঠিক কি না, তা যাচাই করতেই ম্যাথু স্যামুয়েলকে তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে ম্যাথুর দাবি, তাঁকে যাতায়াত ও কলকাতায় থাকার খরচ দিতে হবে সিবিআই-কে। তবেই তিনি হাজিরা দেবেন। নারদ-এর আগে তেহেলকা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ম্যাথু। সেই পত্রিকাতেও একটি স্টিং অপারেশন নিয়ে মামলা হয়েছিল।

সেই সময় ২০০৭ থেকে ২০২২-এর মধ্যে হাজিরা দেওয়ার জন্য সিবিআই তাঁকে ২৩ হাজার টাকা দিয়েছিল বলে জানিয়েছেন ম্যাথু। তবে নারদ মামলায় কলকাতা ও দিল্লি মিলিয়ে সিবিআই দফতরে ১০-১২ বার হাজিরা দিলেও কানাকড়ি পাননি তিনি। ম্যাথুর দাবি, এই বিষয়ে কলকাতার সিবিআই আধিকারিকদের সঙ্গে কথা হলে তাঁরা জানিয়েছেন, ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ট্রেনে কলকাতা আসতে ও ফিরে যেতে তাঁর মোট ৬ দিন সময় লেগে যাবে। একজন সাংবাদিক হিসেবে ওই সময় দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন ম্যাথু। আপাতত জট কাটিয়ে তিনি হাজিরা দেন কি না সেটাই দেখার। অন্যদিকে, প্রশ্ন উঠেছে, এত বছর পর নারদ মামলায় আবার কেন এমন তৎপরতা? সেই সময় ভিডিয়োতে যাঁদের দেখা গিয়েছিল, তাঁদের মধ্যেই অনেকেই তৃণমূলও ছেড়েছেন ইতিমধ্যে। সেই তালিকায় থাকা শুভেন্দু অধিকারী বর্তমানে বিরোধী দলনেতা, দল ছাড়েন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও মুকুল রায়ও। এতদিন পর আবার কি কোনও নতুন তথ্য বেরিয়ে আসবে? সেই অপেক্ষায় রয়েছে রাজনৈতিক মহল।

'শুভেন্দুর মতো শিরদাঁড়া বিক্রি করেননি অভিষেক, তাই ইডি-সিবিআইকে দিয়ে হেনস্থা,' দাবি তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বরঃ একুশের বিধানসভা ভোটে জেতা ধূপগুড়ি বিধানসভা উপ নির্বাচনে ধরে রাখতে পারেনি বিজেপি। ধূপগুড়ির ভোটে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই ধূপগুড়ির হারের রাগ থেকেই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের দিনই ফের অভিষেককে ইডির তলব বলেই দাবি তৃণমূলের। মঙ্গলবার দুপুরে তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এমনটাই দাবি দলের দুই মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং পার্থ ভৌমিকের। তাঁদের বক্তব্য, ''ধূপগুড়ির সিটটা ছিল বিজেপির। বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন অভিষেক। এই হারটা সহ্য করতে না পারার জন্যই অভিষেকের ওপর রাগ।'' এই প্রসঙ্গেই একদা তৃণমূলের নেতা, বর্তমানে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন পার্থ ভৌমিক। তাঁর দাবি, ''আসলে অভিষেকের শিরদাঁড়া সোজা, শুভেন্দুর মতো শিরদাঁড়া বিক্রি করেননি। সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্তাদের মেরুদণ্ড সোজা রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন পার্থ। তৃণমূল নেতার কথায়, ''ইডি, সিবিআই কর্তাদের বলছি, খামোখা নিজেদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হতে দিচ্ছেন কেন? আর তো ৬ মাস, তারপর তো ভোট!'' একই সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের প্রতি তাঁর অনুরোধ, ''এভাবে 'মিডিয়া ট্রায়ালে'র নামে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রকে ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করবেন না।'' তৃণমূল নেতৃত্বর দাবি, ২০২২ সালে অভিষেকের নেতৃত্বে টিএমসিপির সমাবেশ রাজনৈতিক মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এমনকী গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে অভিষেকের নেতৃত্বে নবজোয়ার কার্যত জনজোয়ারে পরিণত হয়। তারপর থেকেই অভিষেককে টার্গেট করেছে বিজেপি। সেকারণেই অভিষেকের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এজেন্ডার সময়ই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

সেকারণেই বারেবারে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ওঁকে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির দিনগুলোতে জিজ্ঞাসাবাদের নামে ডেকে বিব্রত করার চেষ্টা হচ্ছে।'' সর্বভারতীয়স্তরে বিজেপিকে ঠেকাতে গঠিত হয়েছে ইন্ডিয়া জোট। জোটের কমিটির অন্যতম সদস্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, বুধবার দিল্লিতে জোটের বৈঠকে যোগ দেবেন না অভিষেক। পরিবর্তে ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হবেন তিনি। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সেই ইঙ্গিত দিয়ে পার্থ ভৌমিক বলেন, ''উনি (অভিষেক) তদন্তের মুখোমুখি হতে ভয় পান না। সেটা আগামীকাল আবারও প্রমাণ হয়ে যাবে।'' এই প্রসঙ্গেই ইডি, অভিষেক একা নন, তাঁর স্ত্রী, পুত্রকেও বিজেপি হয়রানির হাত থেকে রেহাই দিচ্ছে না বলে এদিন অভিযোগ করেছেন পার্থ। জি-২০ সম্মেলনের প্রসঙ্গ টেনে শশী পাঁজা বলেন, ''জি-২০ সম্মেলনের জন্য বাজেটে ৯৯০ কোটি বরাদ্দ ছিল, অথচ ৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হল। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ নষ্টের জবাব দেবে কে? এতে ভারতের কী শিল্পোন্নতি হল? বাংলার বাড়ি প্রকল্প, ১০০ দিনের কাজের বেলায় টাকা নেই, অথচ এসবে খরচ করার টাকা আছে! বিজেপি এভাবে যত বাংলার সঙ্গে বঞ্চনা করবে ধূপগুড়ির মতো প্রতিটা ভোটে বাংলার মানুষ তার জবাব ফিরিয়ে দেবে।''

অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে, কিন্তু কড়া পদক্ষেপ নয় । হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বরঃ প্রাথমিক দুর্নীতি মামলায় আদালতে স্বস্তি অভিষেকের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমন পাঠানো হলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নয়। আদালতে মৌখিক আশ্বাস দিল ইডি। কিছু তথ্যের জন্যই সমন, মন্তব্য ইডির আইনজীবীর। বিচারাধীন মামলায় পদক্ষেপ না করার পরামর্শ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। এদিনের সওয়াল-জবাব চলাকালীন ইডির বিরুদ্ধে লাগাতার তোপ দাগেন অভিষেকের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। তিনি বলেন, ''ইডির অভিসন্ধি আছে। সেই অভিসন্ধি নিয়েই সমন পাঠাচ্ছে। কোনও তথ্যই নেই। তাও সমন পাঠানো হচ্ছে।'' এরপরই ইডির তরফে আইনজীবী রাজু বলেন, ''আমরা বলিনি গ্রেফতার করা হবে। কোনও কড়া পদক্ষেপ নয়। আমরা কিছু প্রশ্ন করতে চাই তথ্য জোগাড় করার জন্য।'' এরপরই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের মন্তব্য, ''কোনও পদক্ষেপের আগে একটু অপেক্ষা করার পরামর্শ দেব। সমন দেওয়ার অধিকার আছে। রেইড করারও অধিকারও আছে। তবে আদালতে বিচারাধীন বলে পরামর্শ কোনও কড়া পদক্ষেপ যেন না করা হয়।'' প্রসঙ্গত, ১৯ সেপ্টেম্বর এই মামলার শেষ শুনানি। ওদিন লিখিত বক্তব্য দেবেন উভয় পক্ষের আইনজীবীরা। তারপর রায় দেবেন বিচারপতি। এদিকে ১৩ সেপ্টেম্বর রয়েছে ইন্ডিয়া জোটের কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রথম বৈঠক। সেখানে হাজির থাকার কথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেদিনই তাঁকে তলব করছে ইডি। যা নিয়েই শোরগোল চলছে নানা মহলে।

রাজ্যপাল উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত বিল আটকে রেখেছেন!

রাজভবনের থেকে হলফনামা চাইল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বরঃ উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য ও রাজভবন সংঘাত চলছে। এই টানাপড়েনের মধ্যেই উপাচার্য নিয়োগ বিল সংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের হল হাইকোর্টে। এক আইনজীবী মামলা দায়ের করে অভিযোগ করেছেন, রাজ্যপাল উপাচার্য নিয়োগ বিল আটকে রেখেছেন। সই করছেন না। এই মামলায় রাজভবনের কাছে হলফনামা চাইল হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন

মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলা হয়। সেই মামলার শুনানিতে আবেদনকারী আইনজীবী লক্ষ্মী গুপ্ত অভিযোগ করেন, উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের কাছে তিনটা বিল পাঠানো হয়েছে। এখনও সেই বিলে সই করেননি তিনি। এদিকে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদের সময়সীমা শেষ হয়ে আসছে। অযথা সময় নষ্ট করছেন রাজ্যপাল। মামলাকারী জানান, ৭ জুন বিধানসভায় পাস হয়েছে। ১৫ জুন সেই বিল রাজভবনে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই বিলে এখনও সই করেননি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মামলার শুনানিতে বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল জবাবদিহি করতে পারেন না। শোকজ হতে পারেন না। কিন্তু যখন সাংবিধানিক সঙ্কট থাকে তখন আদালত কি রাজ্যপালকে সিদ্ধান্ত নিতে বলতে পারে কি না তা জানা প্রয়োজন। তবে বিষয়টি নিয়ে বসে থাকলে সাংবিধানিক সঙ্কট দেখা দেবে। সিদ্ধান্ত তো নিতেই হবে। সময়টা অবশ্যই ব্যাপার। রাজ্যপালের পক্ষের আইনজীবী শুনানিতে বলেন, ''এই মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আবেদনকারী তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্য। রাজ্যপালের উপাচার্য নিয়োগের অধিকার আছে। সাংবিধানিক অধিকার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে।'' যা শুনে বিচারপতি বলেন, ''আমরা রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে ওয়াকিবহাল নয়, আদালত সাংবিধানিক কাজ নিয়ে ওয়াকিবহাল।'' আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানি। তার আগেই রাজভবনকে হলফনামা জমা দিতে হবে।

আগে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা, বললেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বরঃ বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয়কারী দলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। এ বার সেই সমন্বয় বৈঠকের আগের দিনই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বললেন, 'আগে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা। মানুষের কাছে নিজের ভাবমূর্তি যথাযথ রাখত হবে।' এই বার্তাই দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়া জোটের একাধিক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলেছিলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ জোট বৈঠক ছেড়ে অভিষেক কেন তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হচ্ছেন? আরও কয়েকদিন সময় নিলেই তো পারতেন। এর পাল্টা জবাব দিয়েছেন অভিষেক। অভিষেক বলেছেন, ''আগে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা।' পাশাপাশি এটাও, জানানো হয়েছে, পঞ্চায়েত ভোটের সময় বাদ দিয়ে, এর আগে তাঁকে যতবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে, ততবারই তিনি হাজিরা দিয়েছেন, কখনও অনুপস্থিত থাকেননি।

আমাদের সাংসদরা! এখন মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ ৩৮.৩৩ কোটি টাকা, চন্দ্রশেখরের এমপিরা কুবের

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বরঃ জনপ্রতিনিধি যাঁরা তাঁরা কজন সাধারণ জন! মঙ্গলবার একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে বর্তমানে যে ৭৬৩ জন সাংসদ রয়েছেন, তাঁদের মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ গড়ে ৩৮.৩৩ কোটি টাকা। এমনকি আম আদমি পার্টির সাংসদরাও একেবারেই আম নয়, বরং খাস। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের সাংসদের মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ গড়ে ১১৯.৮৪ কোটি টাকা। আর সবচেয়ে ধনী হলেন কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সাংসদরা। তাঁদের মোট ১৬ জন সাংসদের মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ গড়ে ৩৮৩.৫১ কোটি টাকা। অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রিসার্চ তথা এডিআর ওই সমীক্ষা প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে- ● লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে বর্তমানে মোট ৭৬৩ জন সাংসদ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩০৬ জন তথা ৪০ শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধমূলক মামলা রয়েছে। ● ১৯৪ সাংসদের বিরুদ্ধে খুন, খুনের চেষ্টা, অপহরণ, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ইত্যাদির মতো সিরিয়াস অভিযোগ রয়েছে। ● যে সব

সাংসদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে তাঁদের মাথাপিছু গড় সম্পদের পরিমাণ ৫০.০৩ কোটি টাকা। যাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা নেই তাঁদের গড় সম্পদের পরিমাণ মাথাপিছু ৩০.৫০ কোটি টাকা। ● তেলেঙ্গানা রাজ্যের সাংসদরা সবচেয়ে ধনী। রাজ্যে মোট ২৪ জন সাংসদ রয়েছেন। তাঁদের মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ গড়ে ২৬২.২৬ কোটি টাকা। ● দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, তৃতীয় স্থানে পাঞ্জাব। অন্ধ্রে সাংসদদের মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ ১৫০.৭৬ কোটি টাকা। পাঞ্জাবের সাংসদদের মাথাপিছু গড় সম্পদের পরিমাণ ৮৮.৯৪ কোটি টাকা। ● লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে বিজেপির ৩৮৫ জন সাংসদ রয়েছেন। তাঁদের মাথাপিছু গড় সম্পদের পরিমাণ ১৮.৩১ কোটি টাকা। ● কংগ্রেসের ৮১ জন সাংসদ রয়েছেন দুই কক্ষ মিলিয়ে। তাঁদের মাথাপিছু গড় সম্পদের পরিমাণ ৩৯.১২ কোটি টাকা। ● তৃণমূলের ৩৬ জন সাংসদের সম্পদের পরিমাণ গড়ে মাথাপিছু ৮.৭২ কোটি টাকা। ● ৭৬৩ জন সাংসদের মধ্যে ৫৩ জনই হলেন বিলিয়নিয়ার। অর্থাৎ তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা বা তার বেশি। ● বিজেপির ৩৮৫ জন সাংসদের মোট সম্পদের পরিমাণ ৭০৫১ কোটি টাকা। ● ১৬ জন ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সাংসদের মোট সম্পদের পরিমাণ ৬১৩৬ কোটি টাকা। ● ৮১ জন কংগ্রেস সাংসদের মোট সম্পদের পরিমাণ ৩১৬৯ কোটি টাকা। ● অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের ১১ জন সাংসদের মোট সম্পদের পরিমাণ ১৩১৮ কোটি টাকা।

শিলচর মেডিক্যালে জুনিয়র ডাক্তারদের হাতে প্রহৃত ড্রাগ ইনস্পেক্টর

শিলচর (অসম), ১২ সেপ্টেম্বর ঃ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন জনৈক ড্রাগ ইনস্পেক্টর। সোমবার রাতে হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। ড্রাগ ইনস্পেক্টর বনরাই রংমাইকে মারধর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় মেডিক্যাল কলেজে। বনরাই রংমাই এখন ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে।জানা গেছে, ড্রাগ ইনস্পেক্টর বনরাই রংমাইয়ের জনৈক আত্মীয় মেডিসিন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। গতকাল রাতে চিকিৎসাধীন আত্মীয়কে দেখতে মেডিক্যালে গিয়েছিলেন বনরাই। রোগীর বিভিন্ন রিপোর্ট সম্পর্কে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। তখন কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। বাকবিতণ্ডার মধ্যেই বনরাই রংমাইয়ের ওপর দলবদ্ধ হামলা চালান জুনিয়র ডাক্তাররা।এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে মেহেরপুরের (শিলচর) নাগাপুঞ্জি থেকে প্রহৃত রংমাইয়ের আত্মীয়-স্বজন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে হাজির হন। এতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর যায় ঘুংগুর পুলিশ ফাঁড়িতে। ফাঁড়ি থেকে পুলিশের দল গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

এশিয়ান গেমসে ভারতের সাফল্য

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বরঃ১৮ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা এবং পালেম্বাং-এ অনুষ্ঠিত ২০১৮ এশিয়ান গেমস। এটি ভারতের এশিয়ান গেমসে অষ্টাদশ অংশগ্রহণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, ভারতের পতাকা বাহক ছিলেন বর্শা নিক্ষেপকারী নীরজ চোপড়া। অন্যদিকে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকাবাহক ছিলেন মহিলা হকি দলের অধিনায়ক রাণী রামপাল। মোট পদকের সংখ্যা অনুযায়ী, এটি ভারতের সর্বাধিক সফল এশিয়ান গেমস। ৮ বছর আগে চিন-এর গুয়াংঝাউতে অনুষ্ঠিত ২০১০ এশিয়ান গেমস-এর পদক-প্রাপ্তিকে ছাড়িয়ে এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ৬৯টি পদক জয় করে ভারত। ক্রীড়া-অনুযায়ী, সবথেকে বেশি পদক এসেছে অ্যাথলেটিক্স-এ। এছাড়াও এবারেই প্রথম কুরাশ ও সেপাক টাকরো তে প্রথম পদক আসে ভারতের ঘরে। এছাড়াও স্বর্ণ-পদক আসে, এবারের গেমসে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত ব্রিজ খেলা থেকেও পদক আসে। বর্শা নিক্ষেপকারী নীরজ চোপড়া, বর্শা নিক্ষেপ খেলাতে প্রথমবারের মত স্বর্ণ-পদক এনে দেন দেশকে। রাহি স্বর্নাবত, এশিয়ান গেমসে স্বর্ণ-পদক বিজয়ী প্রথম ভারতীয় মহিলা শ্যুটার।

ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৪০ জন

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বরঃবিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪০ জন। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৫০৫ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০২৭।কেঃদ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট

ভূমিধসের জেরে অবরুদ্ধ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

শ্রীনগর, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ভূমিধসের ফলে জম্মু -শ্রীনগর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।জম্মু ও কাশ্মীর ট্রাফিক পুলিশ মঙ্গলবার জানিয়েছে, কিশতওয়ারি, পাথের এবং বানিহালে ভূমিধসের কারণে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ রয়েছে। এরফলে মহাসড়কের দুই প্রান্তে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রদ্রশাসিত অঞ্চলের ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে একটি পরামর্শ জারি করে জানানো হয়েছে যে হাইওয়েতে যাতায়াতের আগে ট্রাফিক কন্ট্রোল ইউনিট থেকে অনুমতি নিয়ে তারপর জাতীয় সড়কে যাতায়াত করা যাবে।জেকে ট্রাফিক পুলিশ এক্স-য়ে পোস্ট করে জানিয়েছে, কিশতওয়ারি পাথের বানিহালে ভূমিধসের কারণে জম্মু শ্রীনগর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ রয়েছে। দুই প্রান্ত থেকে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। জনসাধারণকে জাতীয় সড়ক-৪৪ দিয়ে যাতায়াতের আগে ট্রাফিক পুলিশের থেকে অনুমতি নিতে হবে। উল্লেখ্য, আগস্ট মাসের শুরুতে রামবান জেলার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ভূমিধসের ফলে জম্মু থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত অমরনাথ তীর্থযাত্রা স্থগিত করা হয়েছিল।

বিশ্বকে নতুন পথ দেখানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময় একবিংশ শতাব্দীঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বকে নতুন পথ দেখানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় একবিংশ শতাব্দী। জি-২০ শিখর সম্মেলনে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত শনিবার সকালে দিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপমে জি-২০ শিখর সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এখনই সেই সময় যখন পুরানো সমস্যাগুলি আমাদের কাছ থেকে নতুন চ্যালেঞ্জগুলি খুঁজছে এবং সেজন্য আমাদের মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজস্ব দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত...আমরা যদি কোভিড-১৯-কে পরাজিত করতে পারি, তাহলে যুদ্ধের জন্য যে আস্থার ঘাটতি হয়েছে তাও জয় করতে পারি।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সি দেশের ভিতরে ও বাইরে ''সবকা সাথ''-এর অন্তর্ভুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। এটি ভারতে জনগণের জি-২০ হয়ে উঠেছে। কোটি কোটি ভারতীয় এর সাথে যুক্ত। দেশের ৬০টিরও বেশি শহরে ২০০ টিরও বেশি সভা হয়েছে। ''সবকা সাথ'' অর্থে ভারত প্রস্তাব করেছিল যে আফ্রিকান ইউনিযনকে জি-২০-এর স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া হবে। আমি বিশ্বাস করি যে আমরা সবাই এই প্রস্তাবে একমত। জি-২০ সম্মেলনের শুরুতে মরক্কোতে ভূমিকম্পে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি আরও একবার বলেন, ওই দুঃখের সময় মরক্কোর জনগণের পাশে রয়েছে ভারত।

রাহুলের দাবি খন্ডন করলেন লাদাখের উপ-রাজ্যপাল, বললেন চিন এক বর্গ ইঞ্চি জমিও দখল করেনি

লেহ, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর দাবি খন্ডন করলেন লাদাখের উপ-রাজ্যপাল ব্রিগেডিয়ার (ডাঃ) বি ডি মিশ্র (অবসরপ্রাপ্ত)। রাহুল দাবি করেছিলেন, লাদাখের একটা বড় অংশ চিনের দখলে রয়েছে। রাহুলের এই দাবির প্রেক্ষিতে সোমবার উপ-রাজ্যপাল ব্রিগেডিয়ার (ডাঃ) বি ডি মিশ্র (অবসরপ্রাপ্ত)-কে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা, তখন তিনি বলেন, চিন এক বর্গ ইঞ্চি জমিও দখল করেনি।লাদাখের উপ-রাজ্যপাল ব্রিগেডিয়ার (ডাঃ) বি ডি মিশ্র (অবসরপ্রাপ্ত) বলেছেন, আমি কারও বক্তব্য নিয়ে মন্তব্য করব না। তবে আমি আসল কথাই বলব, কারণ আমি নিজে দেখেছি। এখানে (লাদাখ) এক বর্গ ইঞ্চি জমিও চিনারা দখল করেনি, আসল বক্তব্য হচ্ছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত।

কৌশিকী অমাবস্যা ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে তারাপীঠ ধামে

দুরন্ত বার্তা,১২সেপ্টেম্বর ঃ কৌশিকী অমাবস্যার কারনে ইতিমধ্যেই দলেদলে ভক্ত সমাগম হয়েছে তারাপীঠ ধামে, আবার কেউ কেউ তারাপীঠের উদ্দেশ্য রওনা দেবেন বলে প্রস্তুত , শুধু তারাপীঠ পৌঁছালেই তো হবে না, একতা ঠিকঠাক থাকার জায়গার ও ব্যবস্থা ও করতে হবে। ইতি মধ্যেই লক্ষাধিক ভক্তের ভিড় সামাল দিতে তপর প্রশাসন। দফায় দফায় প্রশাসনের তরফ থেকে বৈঠক চলছে। সব দিক বিচার করে হোটেল ব্যবসায়ীরাও সব শ্রেনীর মানুষের কথা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হোটেল ভাড়া স্তির করেছেন যাতে ভক্তদের থাকা নিয়ে বিপাকে পড়তে না হয়। অনুমান করা হচ্ছে এই বছর ৭ থেকে ৮ লক্ষের ভক্তের সমাগম হতে পারে তারাপীঠে। আর সেই নিয়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে,গোটা তারাপীঠ এলাকায় বসানো হয়েছে ওয়াচ টাওয়ার, ১৪০টিরও বেশি সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে তৈরী করা হয়েছে মেডিক্যাল ক্যাম্প, কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়ন থাকবে দমকলবাহিনী। দর্শনার্থীদের কথা মাথায় রেখে প্রত্যহ ব্যবস্থা থাকবে ৭ লক্ষ জলের পাউচের।এছাড়াও হোটেল সংক্রান্ত যে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে হোটেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একটি হেল্প ডেস্ক নম্বর খোলা হবে যেখানে পুণ্যার্থীদের হোটেল সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ পাওয়া গেলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবে হোটেল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে প্রশাসন।কৌশিকী অমাবস্যার পুণ্যতিথিতে দ্বারকা নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে যদি কেউ সমস্যার সম্মুখীন হন, তার জন্য ডুবুরির ব্যবস্থা করা হয়েছে নদীর প্রত্যেকটি ঘাটে। মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় জানান পুজোর দিন গুলিতে ভিড় সামাল দিতে ওয়াচ টাওয়ারের পাশাপাশি অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী ব্যাবস্থা করা হয়েছে মন্দিরের তরফ থেকে।

স্বনামধন্য সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর ১৩০- তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই

নিজস্বসংবাদদাতা,১২সেপ্টেম্বরঃ (১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ - ১লা নভেম্বর, ১৯৫০)--তিনি মূলত উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। পথের পাঁচালী ও অপরাজিত তাঁর সবচেয়ে বেশি পরিচিত উপন্যাস। অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে আরণ্যক, আদর্শ হিন্দু হোটেল, ইছামতী ও অশনি সংকেত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিত্ রায় পরিচালিত চলচ্চিত্রটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। ১৯৫১ সালে ইছামতী উপন্যাসের জন্য বিভূতিভূষণ পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার রবীন্দ্র পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ করেন।বিভূতিভূষণ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কাঁচরাপাড়ার নিকটবর্তী ঘোষপাড়া-সুরারিপুর গ্রামে নিজ মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর গ্রামে। তার পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। পাণ্ডিত্য এবং কথকতার জন্য তিনি শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। মাতা মৃণালিনী দেবী। পিতামাতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে বিভূতিভূষণ ছিলেন সবার বড়।১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়ায় দ্বারকানাথ হাইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় বসিরহাটের মোক্তার কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা গৌরী দেবীর সাথে বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের এক বছর পরই গৌরী দেবী মারা যান। স্ত্রীর শোকে তিনি কিছুদিন প্রায় সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করেন। পরে ১৩৪৭ সালের ১৭ অগ্রহায়ন (ইংরেজি ৩ ডিসেম্বর, ১৯৪০) তারিখে ফরিদপুর জেলার ছয়গাঁও নিবাসী ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে রমা দেবীকে বিয়ে করেন। বিয়ের সাত বছর পর একমাত্র সন্তান তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাকনাম বাবলু) জন্মগ্রহণ করেন।১৯২১ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) প্রবাসী পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় উপেক্ষিতা নামক গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। ভাগলপুরে কাজ করার সময় ১৯২৫ সালে তিনি পথের পাঁচালী রচনা শুরু করেন। এই বই লেখার কাজ শেষ হয় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। এটিই বিভূতিভূষণের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ রচনা। এর মাধ্যমেই তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। চাঁদের পাহার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছন বহু বছর আগে। অথচ আজও পড়লে সেটাকে কিন্তু আধুনিক অভিযান কাহিনী বলেই মনে হয়।এরপর অপরাজিত রচনা করেন যা পথের পাঁচালীরই পরবর্তী অংশ। উভয় উপন্যাসেই তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিত্ রায় পথের পাঁচালী উপন্যাসের কাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপদানের মাধ্যমে তার চলচ্চিত্র জীবনের সূচনা করেছিলেন। এই চলচ্চিত্রও দেশী-বিদেশী প্রচুর পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছিল। এরপর অপরাজিত এবং অশনি সংকেত উপন্যাস দুটি নিয়েও সত্যজিত্ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। এর সবগুলোই বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। পথের পাঁচালী উপন্যাসটি ভারতীয় ভাষা এবং ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।১৯৫১ সালে ইছামতী উপন্যাসের জন্য বিভূতিভূষণ পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার রবীন্দ্র পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ করেন।

রাষ্ট্রপতি কৃষকদের অধিকার নিয়ে প্রথম বিশ্ব সম্মেলনের উদ্বোধন করেন

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিজ্ঞান পরিসরে কৃষকদের অধিকার নিয়ে প্রথম বিশ্ব সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ৫৯টি দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও কৃষকরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্বের কৃষক সম্প্রদায়ই শস্য বৈচিত্র্যের প্রকৃত অভিভাবক। এ দিকে কৃষকদের রয়েছে অসাধারণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব। তিনি অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রজাতি রক্ষা ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কৃষকদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত একটি বিশাল বৈচিত্র্যের দেশ। যদিও এর আয়তন বিশ্বের মাত্র ২.৪ শতাংশ, বিশ্বের জৈবিক প্রজাতির ৭ থেকে ৮ শতাংশ এখানে রয়েছে। ভারতের সমৃদ্ধ কৃষি-জীববৈচিত্র্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে একটি ধন। তিনি বলেন, আমাদের কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম ও উদ্যোক্তার মাধ্যমে স্থানীয় জাতের গাছপালা সংরক্ষণ করেছেন। দেশীয়ভাবে উপযোগী বন্য গাছপালা তৈরি করা এবং ঐতিহ্যগত জাতের চারা লালন করা।রাষ্ট্রপতি বলেন, কৃষি গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে ভারত ১৯৫০-৫১ সাল থেকে খাদ্যশস্য, উদ্যানপালন, মৎস্য, দুধ এবং ডিমের উপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য এর সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে কৃষি-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষক এবং পরিশ্রমী কৃষক, বিজ্ঞানী এবং নীতি নির্ধারকদের প্রচেষ্টা, সরকারি সহায়তার সাথে মিলিতভাবে, দেশে বেশ কয়েকটি কৃষি বিপ্লব পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি আস্থা ব্যক্ত করেন যে, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ঐতিহ্যগত জ্ঞানের কার্যকর সংরক্ষণকারী এবং বর্ধক হিসেবে কাজ করে যাবে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯১ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯১ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৮ ডলার। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ছিল ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা । মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা। কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা। চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল ৯৪.২৪ টাকা।সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ০.৩৫ বা ০.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৯০.৯৯ ডলারে লেনদেন করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেলও ব্যারেল প্রতি ৮৭.৭০ ডলারে লেনদেন করছে যা ০.৪১ বা ০.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে কর্মরত সকল চুক্তিবদ্ধ চিকিৎসক ও কর্মচারিদের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল ত্রিপুরা সরকার

আগরতলা, ১২সেপ্টেম্বর ঃ জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে কর্মরত সকল চুক্তিবদ্ধ চিকিসক ও কর্মচারিদের বেতন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। বর্ধিত বেতন এপ্রিল, ২০২৩ থেকে কার্যকর হবে। সচিবালযের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য সচিব ড. দেবাশিস বসু এ সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, বেতন বৃদ্ধির ফলে রাজ্যের ২,০৫১ জন চিকিৎসক ও কর্মচারি উপকৃত হবেন।স্বাস্থ্য সচিব আরও জানান, বেতন বৃদ্ধির ফলে বছরে ১৬.৭৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে। রাজ্য সরকার চুক্তিবদ্ধ চিকিৎসক এবং কর্মচারিদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে আন্তরিক অবদানের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কাছে এক প্রতিনিধিদল তৈরি করে বেতন কাঠামো তৈরি করার জন্য অনুরোধ জানায়। এই অনুরোধে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের এনএইচএসআরসি-র আধিকারিকদের নিয়ে এক প্রতিনিধিদল রাজ্যে এসে বেতন কাঠামোর খসড়া তৈরি করেন। পরে এই বেতন কাঠামো কার্যকর করার অনুমোদন দেয় রাজ্য সরকার। প্রতিনিধিদলটি বেতন কাঠামো তৈরি করার ক্ষেত্রে চিকিৎসক সহ অন্যান্য কর্মচারিদের চাকরি ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা, কর্মক্ষেত্রে কাজের পরিসরের মাপকাঠি ইত্যাদি গুরুত্ব সহ পর্যবেক্ষণ করেন। সেই অনুসারে কর্মচারিদের বেতন হার বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডি কে চাকমা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মেম্বার সেক্রেটারি ডা. নূপুর দেববর্মা প্রমুখ।

আধিকারিকদের বৃষ্টি-বিধ্বস্ত জেলাগুলিতে ত্রাণ পাঠানোর নির্দেশ যোগীর

লখনউ, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর আধিকারিকদের বৃষ্টি-বিধ্বস্ত জেলাগুলিতে ত্রাণকার্য পাঠানোর নির্দেশ দেন।উত্তরপ্রদেশ সরকার ১২ সেপ্টেম্বর বিবৃতি দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী, আধিকারিকদের প্রতিকূল আবহাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের জন্য ত্রাণ সরবরাহ করার নির্দেশ দেন। যোগী সরকার সরকারী বিবৃতি দিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন যে যেসব জায়গায় বৃষ্টির ফলে জল জমে রয়েছে সেখানে জল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা দ্রুত গতিতে করতে হবে। এছাড়াও নদীগুলি বিপদসীমার ওপর দিয়ে যাচ্ছে কিনা সেগুলিকে সবসময় নজরে রাখারও নির্দেশ দেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। ভারী বৃষ্টির ফলে ফসলের যে ক্ষতি হয়েছে, তারজন্য কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলা পরিদর্শন করেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সমীক্ষা করার নির্দেশ দেন। লখনউতে সোমবার সকালে অবিরাম বৃষ্টির ফলে বেশ কয়েকটি এলাকায় জল জমে যায়। তারফলে সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা।

পুতিনের সঙ্গে দেখা করতে রাশিয়ায় কিম জং উন

সিউল, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করতে মঙ্গলবার রাশিয়া এসে পৌঁছেছেন উত্তর কোরিয়ার স্বৈরচারি শাসক কিম জং উন ।দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনীর প্রেস ব্রিফিংয়ে বলা হয়েছে, কিম জং উন রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করবেন। রবিবার বিকেলে রাজধানী পিয়ংইয়ং থেকে একটি বিশেষ ট্রেনে রাশিয়ার উদ্দেশে রওনা হন কিম। তার সঙ্গে সামরিক কর্মকর্তারাও রাশিয়া পৌঁছেছেন। এই ট্রেনটি মঙ্গলবার ভোরে রাশিয়ায় প্রবেশ করেছে। মার্কিন আধিকারিকরা একটি প্রতিবেদনে দাবি করেছে, প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উত্তর কোরিয়ার কাছে অস্ত্র সহায়তা চাইতে পারেন।মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, কিমের প্রতিনিধি দলে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো সান হুই, কোরিয়ান পিপলস আর্মি মার্শাল রি পিয়ং চোল এবং পাক জং চোন সহ শীর্ষ সামরিক আধিকারিকরা রয়েছেন। পূর্ব রাশিয়ার ভ্লাদিভোস্টক শহরে কিম ও পুতিনের দেখা হওয়ার কথা। ২০১৯ সালেও কিমের সঙ্গে পুতিনের প্রথম বৈঠক একই জায়গায় হয়েছিল। কোভিড-১৯ মহামারীর পর এটাই কিমের প্রথম বিদেশ সফর।

আমিনগাঁওয়ে প্রায় ১৮ কোটি টাকার হেরোইন বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার ছয়

গুয়াহাটি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ গুয়াহাটির পার্শ্ববর্তী কামরূপ জেলার অন্তর্গত আমিনগাঁওয়ে প্রায় ১৮ কোটি টাকার হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। মাদক পাচারের অভিযোগে বহিঃরাজ্যের গ্রেফতার ছয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সন্ধ্যারাতে এসটিএফ-এর ডিআইজি পার্থসারথি মহন্ত ও কামরূপের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণকুমার পাঠকের নেতৃত্বে জেলা পুলিশের যৌথ দল মাদক পাচারকারীদের পাকড়াও করতে অভিযান চালান। রাতের দিকে এএস ০১ এফএম ৭৮০০ নম্বরের দামি থার কারের গতিরোধ করে তাতে তালাশি চালিয়ে গাড়ির গোপন চেম্বার থেকে মোট ১৭০টি সাবান কেস থেকে ২.২ কিলোগ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছেন অভিযানকারীরা। কালোবাজারে বাজেয়াপ্তকৃত হোরোইনগুলির বাজারমূল্য প্রায় ১৮ কোটি টাকা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত মণিপুরে তিন বাসিন্দা সহ ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মাদক পাচারের মূল পাণ্ডা খলিলুর রহমান (বাড়ি কামরূপ জেলার মুক্তাপুর), ইনামুল আলি (দরং জেলার কলিতাপাড়া), আব্দুল আলি (কামরপ জেলার মুক্তাপুর) এবং মণিপুরের গোগো দোংমো, গোগো হৌকিক ও রণ মার বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।ধৃতদের বয়ানের উদ্ধৃতি দিয়ে এসটিএফ-এর ডিআইজি পার্থসারথি মহন্ত জানান, হেরোইনগুলি মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর থেকে বিলাসী থার গাড়িতে গোপন চেম্বার তৈরি করে অসমে পাচার করছিল তারা। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারার মামলা রুজু করা হয়েছে, জানান তিনি।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মণিপুর থেকে আন্দামান

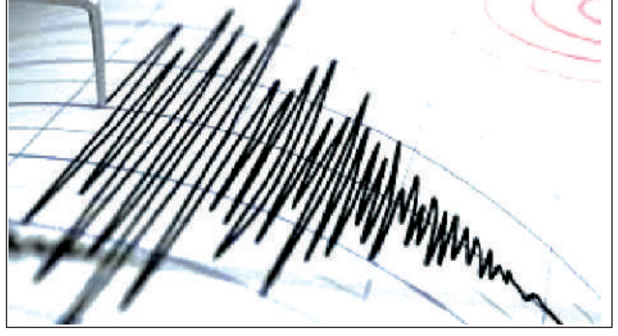

ইম্ফল, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুর থেকে দক্ষিণে আন্দামান সাগর। মণিপুরে মাঝারি মানের ভূমিকম্প হয়েছে এবং আন্দামান সাগরে আরও কম জোরাল কম্পন হয়েছে। ভূমিকম্পের জেরে হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতিরও কোনও খবর নেই। সুনামি সতর্কতাও জারি হয়নি। তবু আতঙ্ক ছড়িয়েছে।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনএসসি) সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভোর ৩টে ৩৯ মিনিট নাগাদ আন্দামান সাগরের ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.৪। ভূমিকম্পের উস্থল ছিল আন্দামান সাগরের ৯৩ কিলোমিটার গভীরে। এর আগে সোমবার ভোরে বঙ্গোপসাগরে ৪.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়। সাগরের ৭০ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। যদিও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই। অন্যদিকে, সোমবার রাত ১১টা ১ মিনিট নাগাদ কেঁপে ওঠে মণিপুরের উখরুল জেলা। এনএসসি সূত্রে খবর, রিখটার স্কেলে মণিপুরে ভূ-কম্পের তীব্রতা ছিল ৫.১। উখরুলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ২০ কিলোমিটার গভীরে এর উৎসস্থল ছিল। তবে ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে সাগরে পরপর ভূমিকম্প এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিন জায়গায় কম্পনের ঘটনায় সুনামি ও বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত, ভূমিকম্পে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে মরক্কোর টিনমেল গ্রাম। সোমবার রাত পর্যন্ত মরক্কোয় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৮৬২। আহত আড়াই হাজারের বেশি। এছাড়া নিখোঁজ বহু মানুষ। ধ্বংসাবশেষের নীচে মানুষের পাশাপাশি বহু পশু চাপা পড়ে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত উদ্ধারকাজ চলছে। বাড়তে পারে মৃতের সংখ্যা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৩সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার, ২৬ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৩সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৩৪ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সান্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৬ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৭০শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার । জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৯মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলতে আপনার মনে এক উজ্জ্বল সুন্দর এবং গৌরবজনক ছবি প্রবেশ করান। শুভদিন হবে।
বৃষভ রাশিঃকাজে এবং ঘরে কিছু চাপ আপনাকে খিটখিটে করে তুলবে। সংসারে শান্তি হবেই আজ
মিথুন রাশিঃদ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুন কারণ এটি আপনার অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে।
কর্কট রাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অনেক
সিংহ রাশিঃকোন সাধুসন্তের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় জ্ঞান আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেবে। কোন নতুন অর্থনৈতিক কাজ।
কন্যা রাশিঃঅতীত উদ্যোগগুলি থেকে আসা সাফল্য আপনার প্রত্যয় বাড়িয়ে তুলবে। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে।শুভ
তুলা রাশিঃযোগব্যায়াম ও ধ্যান আপনাকে মানসিকভাবে ফিট রাখতে এবং থাকতে সাহায্য করবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না- বিশেষ করে বড় আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে।
বৃশ্চিক রাশিঃহতাশাপূর্ণ মনোভাব উপেক্ষা করা উচিত কারণ এটি শুধু যে আপনার সম্ভাবনা হ্রাস করবে তাই নয়, তার পাশাপাশি শারীরিক সমন্বয়কেও নষ্ট করবে।
ধনু রাশিঃপরিশ্রমের বিকল্প নেই
মকর রাশিঃবাড়িতে অতিথি আসতে পারে আসতে পারে আজ
কুম্ভ রাশিঃবিশেষ করে খোলা খাবার খাওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা নেওয়া উচিত। কিন্তু অহেতুক চাপ নেবেন না যেহেতু এটি কেবলমাত্র আপনাকে মানসিক উত্তেজনা শুভদিন।
মীন রাশিঃআপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার ঠাট্টা বোধ এবং আপনার অসুস্থতা নিরাময় করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। আপনি যদি ভবিষ্যতে আর্থিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে চান তবে আপনাকে আজ

সাহায্যের আবেদন জানিয়ে আহত ছাত্রীর চাঁপাদানির বাড়ির দরজায় পোস্টার স্থানীয়দের

বনস্পতি দে, চাঁপদানি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ পলতায় ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত হন হুগলির চাঁপদানির ছাত্রী। সুনীতা বর্মার দুটি পা কাটা পড়ে দুর্ঘটনায়। আহত ছাত্রীকে দেখতে সোমবার আরজি কর হাসপাতালে গিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। ছাত্রীর পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এবার মঙ্গলবার আহত ছাত্রীর চাঁপাদানির বাড়ির দরজায় পোস্টার স্থানীয়দের। সাহায্যের আবেদন জানিয়ে নোটিশ দিলেন স্থানীয়রা। নোটিশে লেখা 'এভরিওয়ান প্লিজ হেল্প সুনীতা বর্মা'। ব্যারাকপুরের মহাদেবানঃদ কলেজের হিঃিদ বিএ অনার্সের ছাত্রী সুনীতা বর্মা। তিনি এই মুহুর্তে ভর্তি উত্তর কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের আইসিইউতে। চাঁপদানির বিএম রোডের আদর্শনগরে তাঁর বাড়ি। ৭ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা দিয়ে ফেরার সময় ঘটে দুর্ঘটনা। চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে পড়ে যান। বাদ যায় একটি পা, আরেকটি পায়ের আঙুল বাদ যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে ব্যারাকপুরের বিএন বসু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার পর থেকে আরজি কর হাসপাতালে পড়ে রয়েছেন তাঁর পরিবারে সদস্যরা। অন্যদিকে আহত ছাত্রীর পরিবার সূত্রে খবর, সুনীতার এক দিদি রয়েছেন, যাঁর বিয়ে হয়ে গিয়েছে অন্যত্র। লিট্টি-ঘুঘনি বিক্রি করে কোনওক্রমে চলে সুনীতাদের অভাবের সংসার। অসহায় এই পরিবারের পাশে দাঁ।য়িেছেন

সুনীতার প্রতিবেশীরা। তাঁর চিকিসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা। প্রতিবেশীরা চাইছেন, যে কোনওভাবে সুনীতাকে সুস্থ করে তুলতে। প্রতিবেশীদের কারও কারও দাবি, সরকার এই অসহায় পরিবারে দায়িত্ব নিক। আহত ছাত্রীকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। ছাত্রীর শারীরিক অবস্থা দেখে চোখে জল চলে আসে বিচারপতির। আহত পড়ুয়াকে দেখে হাসপাতাল থেকে বেরনোর সময় বিচারপতি বলেন, 'ওঁর পা প্রতিস্থাপন সম্ভব হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করব। মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত সহৃদয. মানুষ। তিনি নিশ্চযই বিষয়টি দেখবেন।' অন্যদিকে চাঁপদানি পুরসভার উপপুরপ্রধান বিনয় কুমার এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, 'খুবই দু ঃখের এবং বেদনার ঘটনা। ছাত্রীর পরিবার ও আর্থিকভাবে খুব একটা স্বচ্ছল নয। আমরা খবর পাওযার পরেই পরিবারের পাশে দাঁড়িযেছি। চাঁপদানি পুরসভার প্রত্যেকটা মানুষ তাঁর পাষে রয়েছে। সরকার এই পড়ুয়ার চিকিসার সব দায়িত্ব নিয়েছে। আগামী দিনে আমরা সবরকমভাবে এই পড়ুয়া ও তাঁর পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করব। আশা করি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

আদালতে মানিকের আর্জি খারিজ, পিছিয়ে গেল জামিনের শুনানিও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ নিয়োগ মামলায় কিছুকাল আগেই তাঁর স্ত্রীকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। যিনি সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই একই বিচারপতির এজলাসে নিজের এবং পুত্রের জামিনের আবেদন করেছিলেন বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য। কিন্তু তাঁর মামলাটি শুরুতেই ধাক্কা খেল। মঙ্গলবার বিচারপতি জানিয়ে দিলেন, নিয়োগ মামলায় অভিযুক্ত পিতা-পুত্রের জামিনের আবেদন এদিন শুনবে না আদালত। শুধু তা-ই নয় জামিনের শুনানিতে মানিকবাবু উপস্থিতও থাকতে পারবেন না সশরীরে। বিচারপতি ঘোষ গত আগস্টে মানিক-জায়া শতরূপা ভট্টাচার্যকে নিয়োগ মামলায় জামিনে মুক্তি দিয়েছেন। সেটাই ছিল নিয়োগ মামলায় হওয়া প্রথম জামিন। তার পর থেকেই বিচারপতির এজলাসে একের পর এক জামিনের আবেদন জমা দিতে শুরু করেছেন নিয়োগ মামলায় অভিযুক্তরা। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি মানিক এবং তাঁর পুত্র সৌভিক ভট্টাচার্যও জামিনের আবেদন করেছিলেন বিচারপতি ঘোষের এজলাসে। কিন্তু তাঁদের জামিন পাওয়ার আশা আপাতত অপেক্ষায়। কারণ, বিচারপতি ঘোষ

জানিয়েছেন, পিতা-পুত্র মানিকবাবু এবং সৌভিকের জামিনের আবেদন তিনি শুনবেন এ মাসের শেষে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মানিক এবং সৌভিকের মামলার শুনানির দিন পিছিয়ে দিয়েছেন তিনি। নিয়োগ মামলায় অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিকবাবুর জামিনের আবেদনের প্রথম শুনানি ছিল মঙ্গলবার। হাই কোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে জামিন চেয়ে আবেদন করেন তিনি। নিয়োগ মামলায় অভিযুক্ত মানিক-পুত্রের জামিনের শুনানি অবশ্য এই নিয়ে দ্বিতীয় বার পিছিয়ে গেল হাই কোর্টে। অন্য দিকে, মানিকবাবুর জামিন মামলাটি মঙ্গলবার শুনানির জন্য উঠতেই সেই আবেদনের বিরোধিতা করেন ইডির আইনজীবী। তিনি আদালতকে জানান, তদন্তে আরও অনেক তথ্য প্রমাণ হাতে আসছে ইডির। মানিকবাবুদের মুক্তি দিলে তদন্তে প্রভাব পড়বে। তাঁর মামলার শুনানি তাই আপাতত পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন ইডির আইনজীবী। এর পরেই বিচারপতি ঘোষ মানিকবাবুর জামিনের আবেদন পিছিয়ে দেন।

শিয়ালদহে রেলে গোলযোগ দেখা দেয়, বিঘ্নিত পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার সকাল শিয়ালদহে রেলে গোলযোগ দেখা দেয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে হাজিরা দিতে পারলেন না লোকো পাইলটেরা (ট্রেনচালক)। ফলে প্রায় ৪৩ মিনিট ধরে শিয়ালদহ উত্তর এবং দক্ষিণ শাখায় বিঘ্নিত হয় ট্রেন পরিষেবা। বেশ কিছু ট্রেন দেরিতে চলায় অফিস টাইমে ভোগান্তির মুখে পড়তে হল নিত্যযাত্রীদের। এদিন সকালে শিয়ালদহ স্টেশনে রেলের ক্রু ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (সিএমএস)-এ লিঙ্ক ফেলইওর' হওয়ায় হাজিরা দিতে পারেননি ট্রেনের চালকেরা। সকাল ৯টা ৫৫ মিনিট থেকে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট পর্যন্ত লিঙ্ক ফেলইওর' ছিল। ফলে চালকেরা কাজে যোগ দিতে পারেননি। এই কারণে ওই সময় শিয়ালদহ উত্তর এবং দক্ষিণ শাখায় বেশ কয়েকটি ট্রেন দেরিতে চলে। কাজে যোগ দেওয়ার আগে সিএমএসের মাধ্যমে হাজিরা দিতে হয় চালকদের। ভারতীয় রেলের একটি আইটি অ্যাপ্লিকেশন' এটি। অফিসে কর্মীদের হাজিরা দেওয়ার জন্য যেমন বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা রয়েছে, রেলের সিএমএস খানিকটা তেমনই। সিএমএসের মাধ্যমেই প্রতি দিন হাজিরা দেন চালকেরা। সেখানে ব্রেথ এনালাইজারও থাকে।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষর বদলির জন্য অশান্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ প্রিন্সিপালের বদলি ঘিরে মঙ্গলবার ব্যাপক হট্টগোল হল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে। সন্দীপ ঘোষের বদলি আটকাতে এদিন সকাল থেকেই হাসপাতাল চত্বরে প্রিন্সিপাল অনুগামীদের স্লোগান যেতে নাহি দিব' শুরু হয়। সোমবার সন্ধ্যায়ই তাঁর বদলির নির্দেশিকা জারি করে স্বাস্থ্যভবন। তারপর থেকেই কলেজ চত্বরে চলছে হট্টগোল। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষকে বদলি করা হয়েছে বারাসত মেডিক্যাল কলেজে। অর্থোপেডিক অর্থা অস্থি বিভাগের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হয়েছে। আবার বারাসত মেডিক্যাল কলেজের এক অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আরজি করে আনা হচ্ছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। সূত্রের দাবি, নবান্নের নির্দেশই এই বদলির নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কিন্তু এই নির্দেশিকা ঘিরেই শুরু হয়েছে

হট্টগোল। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা ঘিরে গুঞ্জন শুরু হয়েছে চিকিৎসক ও অধ্যাপক মহলে। তাঁদের একটাই প্রশ্ন, এভাবে আর কতদিন চলবে? সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করার ক্ষমতা কি একজন অধ্যক্ষের আছে? এই প্রথববার নয়। মাস দুয়েক আগেও সন্দীপ ঘোষের বদলির নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। সেই সময় পদে নিযুক্ত এক চিকিৎসক আরজি কর কলেজ হাসপাতাল এসে, সারাদিন অপেক্ষা করেও কাজে যোগ দিতে না পেরে ফিরে যান। সেদিনও একইভাবে হট্টগোল তৈরি হয়েছিল।

আড়াইশো টি নতুন বাস চালানোর সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ গনপরিবহনে সংকট কাটাতে রাজ্য সরকার পুজোর আগেই শহর ও শহরতলির বিভিন্ন রাস্তায় আড়াইশো টি নতুন বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ নিউটাউনে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিষ চক্রবর্তী বলেন আইনি জটিলতায় এখনও ইলেকট্রিক বাস না মেলায় সিএনজি ও ডিজেলচালিত প্রায় আড়াইশো টি বাস জরুরী ভিত্তিতে রাস্তায় নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এক হাজার ১৮০টি ব্যাটারি চালিত বাস সরবরাহের জন্য গত বছর টাটা মোটর্সের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যে চুক্তি হয়েছিল তা অনুযায়ী গত মার্চ মাসের মধ্যে রাজ্যকে ৫৫০টি বাস দেওয়ার কথা থাকলেও তা নিয়ে আদালতে মামলা হওয়ায় সেই বাস এখনও পাওয়া যায়নি। যে সব বাসের যাত্রী আসন ও রঙ চটে গিয়েছে সেগুলিকে দ্রুত সংস্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। দুরপাল্লার বাসের মত শহরতলির বাসেও অনলাইনে টকিট কাটার ব্যবস্থা চালু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান।

যাদবপুরের ধৃত পড়ুয়াদের হেনস্থা, সায় নেটনাগরিকদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ যাদবপুরে প্রথম বর্ষের ছাত্রর মৃত্যুর জেরে ধৃতকে আদালতে হেনস্থা করার ঘটনায় সমর্থন জানালেন অধিকাংশ নেটনাগরিক। সোমবার অভিযুক্ত ১২ পড়ুয়াকে আলিপুরের বিশেষ পসকো আদালতে নিয়ে এলে পুলিশের গাড়ি থেকে নামার পর এক বয়স্ক মহিলা আইনজীবী করেকজন অভিযুক্তকে জামার কলার ধরে বাধাক্কা দিয়ে হেনস্থা করেন। বিষয়টি একটি সংবাদ চ্যানেল সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করলে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ১৪ ঘন্টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৬৭৬, ১৪৬ ও ২০। নেটনাগরিকদের সিংহভাগ, বলা যেতে পারে প্রায় সবাই সমর্থন করেছেন ওই আইনজীবীকে। যদিও ওই আইনজীবী যখন এই খাজ করছিলেন, তাঁকে নিরস্ত ও সমালোচনা করছিলেন সমবেত অন্যরা। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সুমক মিত্র লিখেছেন, একদম ঠিক করেছেন, আর কবে উচিত শাস্তি দেওয়া হবে? অনেক দিন তো হয়ে গেল। এমন শাস্তি দিতে হবে যে ভবিষ্যতে কেউ যাতে না রাগিং করতে পারে। শবরী বসু সেনগুপ্ত লিখেছেন, একদম ঠিক কাজ করেছেন। পুস্পশ্রী ঘোষ লিখেছেন, খুব ভাল করেছেন। এ রকম আগে করলে আরও ভাল হত। শাশ্বতী বিশ্বাস লিখেছেন, একদম ঠিক কাজ করেছেন। নিবেদিতা মৈত্র মুখার্জি লিখেছেন, সরকার যখন সাজা দিতে ব্যর্থ,, তখন মানুষ নিজের হাতেই আইন তুলে নেবে! এটাই স্বাভাবিক। অঞ্জলি ব্যানার্জি লিখেছেন, যা হয়েছে, ঠিক হয়েছে। সৌগত সাহা লিখেছেন, সঠিক কাজ। অনেক ধন্যবাদ আইনজীবীকে। মৌসুমী ভট্টাচার্য লিখেছেন, মানুষের ধৈর্য্যেরো একটা সীমা আছে সেটা যখন অতিক্রম করে তখন কিন্তু ভয়ানক হয়, আইনের ওপরে আস্থা হারিয়ে শেষপর্যন্ত আইন নিজেদের হাতেই তুলে নিতে বাধ্য হয়। প্রণোজি বিশ্বাস লিখেছেন, আমাদের দেশে দোষীদের হয়ে উকিলদের দাঁড়ানো টাই সব চেয়ে দোষের। কৈলাশ দাস লিখেছেন, দারুন হয়েছে, সব কটাকে দরকার এইরকম। সুমিত রায় লিখেছেন, ১০০ ঠিক। ঠিক করেছেন। আর কবে শাস্তি হবে। অনেক দিন তো হলো।

তিশা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির গোডাউনের শুভ শিলান্যাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ সমবায় দপ্তরের আর্থানুকূলে ২৭ লক্ষ টাকা ব্যায় ২০২৩ -২০২৪ তিশা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির। ১০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন গোডাউন , ও অফিস গৃহের শুভ শিলান্যাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বেচারাম মান্না। আগামী দিনে তিশা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি মানুষের জন্য এক নতুন উন্নয়নের ধারা হিসেবে কাজ করবে,এই গোডাউনে রাসায়নিক সার এবং সমস্ত রকম ফসলের বীজ এখান থেকে সাপ্লাই হবে , এই গোডাউনের পর আস্তে আস্তে তিশা সমবায় সমিতি স্বাবলম্বী হবে, আগামী দিনে এই গোডাউন সামুদ্রিক মাছের কোল্ড স্টোরেজ হিসাবে ব্যবহৃত হবে এবং শুধু পার্শ্ববর্তী এলাকা নয় সাড়া পশ্চিমবঙ্গে এই গোডাউন থেকে সামুদ্রিক মাছ সাপ্লাই হবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা দু নম্বর ব্লক ভিডিও অফিসার সৌভিক ভট্টাচার্য। চন্ডীতলা ২ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়দেব রক্ষিত। সহ-সভাপতি কুমোদ দাস। জেলা পরিষদ সদস্য অপর্ণা দাশগুপ্ত সহ, উপস্থিত ছিলেন কাপাসহারিয়া পঞ্চায়েতে প্রধান উপপ্রধান সহ সমস্ত সদস্য বৃন্দ।

গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ, খতিয়ে দেখতে বালিগঞ্জে রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে সি ভি আনন্দ বোসকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে। তা নিয়ে একাধিক বিতর্ক হয়েছে। রাজভবন-নবান্নের মধ্যে জটিলতাও তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে মঙ্গলবার সকালবেলা বালিগঞ্জের ১২ নম্বর রোনাল্ড রোডে গাছ কাটার অভিযোগ পেয়ে একেবারে সরজমিনে তা খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বোস। সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। জানা গিয়েছে, ওই এলাকার দীর্ঘদিনের একটি পুরনো গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। সম্ভবত, প্রমোটিং হচ্ছে সেখানে। অনুমান করা হচ্ছে সেই কারণেই গাছ কাটা হয়েছে। এবার শিক্ষাদফতর ছাড়াও পরিবেশ নিরে রাজ্যপালকে মাথা ঘামাতে দেখা গেল। গাছ কেটে ফেলার প্রতিবাদ করতে দেখা গেল তাঁকে। শুধু তাই নয়, পিপুল গাছের স্মরণে রাজভবনে একশোটি পিপুল চারা রোপণ করবেন রাজ্যপাল বোস। উল্লেখ্য, উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্যের বিরোধ চলছে। এই পরিস্থিতিতেএই ঘটনা আবার নতুন করে বিতর্ক তৈরি করবে কি না তা ভবিষ্যত বলবে। কারণ বেআইনি ভাবে গাছকাটা, প্রোমোটিং এই সবই পৌরসভার তত্ত্বাবধানে থাকে।

দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগামী ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। এই সময়ে মূলত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া, তাপমাত্রাও থাকবে ঊর্ধ্বমুখী। এক থেকে দুই ডিগ্রি তাপমাত্রা বা।তেও পারে। বৃষ্টি থামতেই দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ফের হয়ে উঠেছে অস্বস্তিকর। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আগামী ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় বাড়বে তাপমাত্রা, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও থাকবে। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে আবহাওয়া পরিবর্তনের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই।

বিভিন্ন দাবিতে স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প সমিতির বহড়ু বিডিও অফিসে ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার জয়নগর ১ নং বিডিও অফিস বহড়ুতে স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন জয়নগর ১নং বিডিও অফিস বহড়ুতে স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প সমিতির উদ্যোগে একগুচ্ছ দাবিকে সামনে রেখে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প সমিতির সভাপতি বিজন হাজরা,সমিতির সম্পাদক সমীর সাঁতরা, এ আই ইউ টি সির পক্ষে সুবীর দাস সহ আরো অনেকে। এদিন স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প সমিতির পক্ষ থেকে সোনার দাম বেড়ে যাওয়া, সোনার গহনা তৈরিতে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে গ্রামের শিল্পীদের কাজের বাজার নস্ট হওয়া আটকানো, ইপিএফ,ইএস আই, ভারত সরকারের বৈধ কার্ড থাকা সত্বেও রাজ্যে কাজ না পাওয়া,বয়স্ক ও অক্ষম শিল্পীদের বার্ধক্য ভাতা প্রদান,হাব তৈরি সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এদিন বিডিওর কাছে। জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস এদিন ডেপুটেশন গ্রহন করেন এবং রাজ্য সরকারের কাছে বিষয় টি অবহিত করার আশ্বাস দেন।

মঙ্গলাহাট চলাকালীন বঙ্কিম সেতুর চাঙড় খসে জখম বালিকা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার সকালে হাওড়ায় মঙ্গলাহাট চলাকালীন বঙ্কিম সেতুর চাঙড় খসে জখম হয় এক বালিকা। সে এদিন তার বাবা-মা'র সঙ্গে হাটে এসেছিল। ওই সময় আচমকাই ঘটে যায় ওই ঘটনা। তার মাথায় আঘাত লাগে। খবর পেয়েই হাওড়া ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা সেখানে ছুটে এসে আহত বালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান হাওড়া জেলা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসার পর বালিকাকে বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হাটে ওই সময় উপস্থিত থাকা ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে। ট্রাফিক গার্ড সূত্রে জানা গেছে, হাওড়ায় ঋষি বঙ্কিম সেতু ফ্লাইওভারের আপ ও ডাউন লেনের মাঝের ঠিক গ্যাপ বরাবর অংশে কংক্রিটের একটি চাঁই (প্রায় ২ ইঞ্চি ২ ইঞ্চি) এদিন সকালে আচমকাই খসে পড়ে। তাতে এক বালিকার মাথায় আঘাত লাগে। মাথার কিছুটা অংশ কেটে যায় তার। চিকিসকেরা অবশ্য ওই বালিকার প্রাথমিক চিকিসা করিয়ে তাকে বাড়ি ছেড়ে দেন।

এশিয়ান গেমসে খেলতে চীনে পাড়ি দেবেন চুঁচুড়ার কন্যা তিতাস

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়ান গেমস হবে চীনের হাংঝৌতে। তার আগে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে হবে প্রস্তুতি শিবির। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে সেরার পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেন বাংলার পেসার তিতাস সাধু। এ বার লক্ষ্য সিনিয়র দলেও ভালো পারফর্ম করা। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভারতীয় মহিলা দলের শিবির হবে ১৩-১৬ সেপ্টেম্বর। শিবির শেষে দলের সঙ্গে চীনে পাড়ি দেবেন বঙ্গ কন্যা । মেয়েদের ক্রিকেটেও বিশ্বের অন্যতম সেরা দল ভারত। প্রাপ্তি অনেক কিছুই। শক্তিশালী দল হলেও আইসিসি টুর্নামেঃেট এখনও অবধি ট্রফি নেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের। সিনিয়র দলের কোনও আইসিসি ট্রফি নেই। ওয়ান ডে এবং টি-টোয়েঃিট, দুই ফরম্যাটেই বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে ভারতীয় মহিলা দল। রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। মহিলা ক্রিকেটে আইসিসি ট্রফির খরা কেটেছে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে। বিশ্ব জয়ের ক্ষেত্রে ভারতীয় দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন বাংলার পেসার তিতাস সাধু। সামনেই এশিয়ান গেমস। প্রথম বার দেশের সিনিয়র দলে সুযোগ পেয়েছেন চুঁচুড়ার মেয়ে তিতাস।

কান ধরে উঠবোসের শাস্তি দিয়েছিলেন শিক্ষক, বিরতির সময় তাকেই মারধর

দুরন্ত বার্তা, শ্যামপুর, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে পড়া করে না আসার জন্য দশম শ্রেণীর এক ছাত্রকে ক্লাসের মধ্যে কান ধরে উঠবোসের শাস্তি দিয়েছিল ইংরেজি শ্রেনীশিক্ষক। আর তারই প্রতিফলন হিসেবে স্কুলের স্টাফ রুমে বিরতি নেওয়ার সময় সেই শিক্ষককেই মারধর ছাত্রের অভিভাবকের এমনই এক ভিডিও ছবি ভাইরাল হলো। গতকাল সোমবার ঘটনাটি শ্যামপুর থানার অন্তর্গত আমড়দহ অঞ্চলের নওদা নয়নচন্দ্র বিদ্যাপীঠে। শুধু একজন শিক্ষককে নয়, মারধরের প্রতিবাদ করায় আরও বেশ কিছু শিক্ষকে মারধর করে ওই অভিভাবক সহ কয়েকজন। এমনই এক নিন্দনীয় দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ার পর সেই ভিডিও হয় ভাইরাল। স্বভাবতই স্টাফ রুমে থাকা অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা এই ঘটনায় হতবাক ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অরুনাভ বাজানি বলেন অভিযোগ থাকলে জানাতে পারতেন কিন্তু এভাবে অফিসে গিয়ে মারধর করা ঠিক নয়।

শিক্ষক সমাজের ওপরেই কার্যত দাদাগিরির ছবি ফুটে উঠল এই ঘটনায়।

এমনকি ভিডিও ফুটেছে দেখা যাচ্ছে শিক্ষককে কিলচড় ঘুষির পাশাপাশি

তাকে লাথি ও মারা হচ্ছে।

বিদ্যালযের পক্ষহতে শ্যামপুর থানায় অভিযোগ জানানো হয়, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে রাতে পুলিশ দুজন অভিযুক্তকে আটক করেছে। এদিকে মঙ্গলবার সকাল থেকে বিদ্যালয়ের সামনে প্রহরায় ছিলেন পুলিশ, বিদ্যালয়ের শুরুতে যথারীতি ছাত্রছাত্রীরা ও শিক্ষক শিক্ষিকাগন বিদ্যালয়ে আসেন শিক্ষক শিক্ষিকাগন কালো ব্যাচ পরে ক্লাস বয়কট করেন, যারফলে বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন হয়নি। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা মাইক নিয়ে বিদ্যালয়ের সামনে ঘটনার প্রতিবাদ করেন এবং এলাকায় মিছিল বের করলে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগন ও শিক্ষক শিক্ষিকাগন ক্লাস বয়কট করে মিছিলে সামিল হন। এদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে শ্যামপুর থানার পুলিশ দুজনকে আটক করে উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতে পাঠালে অভিযুক্ত দুজনকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠায়।

প্রতিবেশীকে মারধরের অভিযোগে বহড়ু থেকে ধৃত এক জনকে পাঠানো হলো বারুইপুর মহকুমা আদালতে মঙ্গলবার

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ গত ১১ ই জুলাই প্রতিবেশীকে মারধরের অভিযোগে বহড়ু স্টেশন এলাকা থেকে ধৃত এক জনকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। গত ১১ ই জুলাই জয়নগর থানার বহড়ুর মধ্য মিঠানী এলাকায় প্রতিবেশি সন বরের সাথে বাড়ির রাস্তা নিয়ে বলাই মন্ডলের সাথে প্রথমে বচসা ও পরে মারধরের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় প্রতিবেশি সন বরের চোখে চোট লাগে।তার পরে বলাই মন্ডল পালিয়ে যায়। এদিকে ১২ ই জুলাই

জয়নগর থানায় সন বরের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়। জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে এস আই দিগন্ত মন্ডল তদন্তে নামে এই ঘটনার। ইতিমধ্যে এই ঘটনার পর থেকে থেকে বলাই মন্ডল পলাতক ছিলো। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে বলাই মন্ডল বহু স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে বাড়ির উদ্দেশে যাবার পথে বহড়ু স্টেশন এলাকা থেকে জয়নগর থানার এস আই দিগন্ত মন্ডল ও তাঁর টিমের হাতে গ্রেফতার হয়। ধৃতকে সোমবার রাতেই জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃতের বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ুর মধ্য মিঠানি এলাকায়। ধৃতকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৮৪ সংখ্যা, বুধবার, ২৬ ভাদ্র, ১৪৩০

চিন রাশিয়া বিরোধী জোট

সম্পাদকীয়

নেটো সামরিক ছাড়াও আর একটি চিন রাশিয়া বিরোধী জোট গড়তে আগ্রহী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন। সেই কারণে তিনি উৎসাহী হয়ে নয়াদিল্লিতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন চিন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট না আসছে না জানা সত্ত্বেও। তিনি এবারে নয়াদিল্লিতে এসে আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্পর্কে সুদৃঢ় করে গেলেন। যে নতুন আর্থিক করিডর তৈরি করার কথা বলা হলো তাতে তাঁর সম্মতি রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়াতে চিন রাশিয়া বিরোধী জোট না করতে পারলে আমেরিকার মর্যাদা ক্রমশ ক্ষুন্ন হতে থাকবে সেটা স্পষ্ট। যদিও আমেরিকা এখনও বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে। প্রযুক্তি বিদ্যায় এগিয়ে রয়েছে। তার ফলে তারা সারা বিশ্বকে অতি সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। প্রেসিডেন্ট ভিয়েতনাম সফরে গিয়েছেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চিন বিরোধী একটি বলয় তৈরি করতে। ভারতের সঙ্গে ভিয়েতনামের সম্পর্ক ভালো। যার ফলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সেখানে বেশ প্রাধান্য লাভ করতে পেরেছেন। তিনি বলেছেন যে ভিয়েতনামকে গড়তে আমেরিকা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। আমেরিকা অতীত ইতিহাসকে সমানে রেখে চলে না। সব সময় আমেরিকা বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে গড়তে চেষ্টা করে। বর্তমানে ভিয়েতনাম আমেরিকার একটি বন্ধু রাষ্ট্র। যার ফলে আমেরিকার দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে যে ভিয়েতনামকে সহযোগিতা করার। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ট হতে শুরু করেছে। যার ফলে রাশিয়া বেশ খানিকটা মনোক্ষুন্ন। যদি ভারত থেকে বলা হয়েছে রুশ বন্ধুত্ব নষ্ট হতে দেবে না। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভারতের মানবাধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ভারতের মানবাধিকারের ওপরে জোর দেওয়ার কথাও তিনি নাকি বলেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন লোককল্যাণ মার্গে প্রবেশ করতে গেলে সাংবাদিকদের বাধা দেওয়া হয়েছিল। সেখানে কোনও সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জি-২০ সম্মেলনে কোনও কথা তোলেননি। কারণ সেখানে আর্থিক উন্নয়ন বেশি করে প্রাধান্য লাভ করেছিল। আমেরিকার বিভিন্ন সংস্থা ভারতের সংবাদপত্রের হাল, গণতন্ত্রের হাল এবং সংখ্যালঘুদের ওপরে দমন পীড়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছে। ২০২১ সালে আমেরিকার সাহায্য প্রাপ্ত সংস্থা ফ্রিডম হাউস ভারতকে আংশিক গণতন্ত্র দেশ বলে উল্লেখ করেছে। ভারত সরকার থেকে সেই রিপোর্টকে একপাক্ষিক অনভিপ্রেত বলে উল্লেখ করে উড়িয়ে দিয়েছে। আমেরিকার সফরের সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক করতে রাজি ছিলেন না। তিনি সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সেখানে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কথায় মোদি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। প্রায় নয় বছর পরে মোদি সাংবাদিকদের করা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। জি-২০ সম্মেলনের শেষে মিডিয়া সেন্টারে এসেছিলেন মোদি। কিন্তু তিনি সেখান শুধুমাত্র হাত নেড়ে বিদায় গ্রহণ করেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনও রকম কথা বলতে রাজি ছিলেন না। ভিয়েতনামে সাংবাদিকদের সেখানে বাইডেনের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করতে তাতে কিন্তু সরকার থেকে বেশ কিছুটা আড়াল করে রাখা হয়েছিল। তবে ভিয়েতনামে আমেরিকার কোনও সাংবাদিকদের বাধা দেওয়া হয়নি। সব আমেরিকার সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহ করার ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভিয়েতনামে আমেরিকার কোনও সাংবাদিক বাধা পেলেন না। কিন্তু ভারতের জি-২০ সম্মেলনে আমেরিকার তথা ভারতের সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে দেখা হয়নি। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের ফল কী রকম হয়েছিল তা নিয়ে কোনও রাষ্ট্র নেতারা সাংবাদিকদের সমানে মুখ খোলেননি। তবে তাঁরা স্বদেশে ফিরে গিয়ে নয়াদিল্লিতে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তার ব্যাখ্যা সেখানকার সাংবাদিকদের সমানে রাখছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারতের আসার আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন। আবার তিনি আমেরিকা ফিরে গেলে সাংবাদিক বৈঠক করবেন। এবং এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য থাকেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

পাকিস্তানকে ক্ষমা চাইতে হবে

১৯৭১ সালে পাক সেনারা 'অপারেশন সার্চলাইট' নাম দিয়ে একটি গণহত্যা চালায়। বাংলাদেশের পাক মদতপুষ্ট রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তান সেনারা এই নির্মম হত্যালীলা করতে শুরু করে দিয়েছিল। বহু নিরীহ হিন্দুদের গুলি করে মেরে ফেলা হয়। এমনকী জীবন্ত অবস্থায় সেখানকার হিন্দু নাগরিকরদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বহু লক্ষ হিন্দুরা সেই সময়ে পাকিস্তান সেনাদের হাতে মারা গিয়েছিল। এর বিচার একন ঠিক মতো হয়নি। তাদের বিচার চেয়ে বাংলাদেশ সরকার সবার কাছে আবেদন করতে শুরু করে দিয়েছে। আর্ন্তাজতিক মানবাধিকার আদালতে পাকিস্তানের বিচার হওয়া উচিত বলে মার্কিন সদস্যরা মনে করেন। অর্ধ শতাব্দীর পরে এই সব খলনায়কদের বিচার এখনও হয়নি। তারা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত বলে মনে করেন মার্কিন সদস্যরা। রিপাবলিকান পার্টির সদস্য স্টিভ সাবা বলেছেন, বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিকদের ওপরে যেভাবে অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছিল পাক সেনারা সেটা জার্মানির নাৎসীবাদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নাৎসীরা এইভাবে ইহুদিদের ওপরে অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছিল। কয়েক লক্ষ বাঙালিরা পাকিস্তানী সেনাদের হাতে মারা গিয়েছিল। হিটলার যেভাবে ইহুদিদের হত্যা করতে শুরু করে দিয়েছিল ঠিক একই কায়দায় পাকিস্তানীরা বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছিল। এর জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই দুষ্কর্ম কাজের জন্য পাকিস্তান সরকারকে সবার সমানে ক্ষমা চাইতে হবে। পাকিস্তান সরকারকে বলতে হবে তারা বাংলাদেশে যে গণহত্যালীলা করেছিল তার জন্য দুঃখিত। আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হোক। বহু হিন্দুরা স্বজন হারা হয়েছিল। বহু লোকের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুকুর নদী নালা একেবারে মরদেহে ভরে গিয়েছিল। বন জঙ্গলে মৃতদেহ ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। বহু লোকের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। রাতের বেলায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে বসবাসকারী লোকদের জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। এই সব করেছিল রাজাকাররা পাক সেনাদের সহযোগিতা নিয়ে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

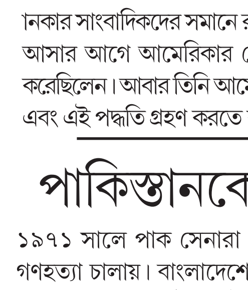

সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানান প্রকারের হতে পারে আর যতটুকু বিস্তারে যা হয় তাই অনুভূতি ও জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির উপর। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না।

কালী সাধক রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ জানতেন, কালীভক্ত রামপ্রসাদ মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানবজাতির উত্তরণকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভক্তিসঙ্গীত রচনা করে মা শ্যামার আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন রামপ্রসাদ। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে রামপ্রসাদ ভক্তিরসকে নিয়ে এসেছিলেন বাংলায়। মা কালীর ভক্তি রসের সঙ্গীত ধারার প্রবর্তন করলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি মা কালীর দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মা কালীর পরম ভক্ত। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা।

শহিদ ভগৎ সিং-এর বিপ্লবী সাথী যতীন্দ্রনাথ দাস

রবীন্দ্রকুমার শীল

(বাংলার বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসের ৯৫ তম মৃত্যু দিন। তাঁকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি ভগৎ সিং এর বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করতেন। বিপ্লবী ভগৎ সিং সহ অন্যান্য বিপ্লবীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে তিনি কারাগারে অনশন করতে শুরু করে ছিলেন। তাঁকে জোর করে ব্রিটিশ পুলিশ খাদ্য খাওয়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অনশনরত অবস্থায় তিনি ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সালে ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগে সুভাষচন্দ্র বোস পর্যন্ত মর্মাহত হন। আজ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সাল। ৯৫ তম তাঁর মহাপ্রয়াণ দিবস। তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেই আজকের প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হল।)

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতায়। পিতার নাম বঙ্কিমচন্দ্র দাস এবং মাতার নাম সুহাসিনী দেবী। ১৯২০ সালে ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউশন থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন এবং কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ১৯২৮-২৯ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ছিলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যতীন্দ্রনাথ দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ ১৯২৯ সালে ১৪ জুন। জেলের ভিতরে রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা লাভের দাবিতে এবং মানবিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারা ১৩ জুলাই থকে ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের সমর্থনে অনশন করতে শুরু করেন। যতীন দাস ছাড়া অনশন আন্দোলন করার ব্যাপারে কারোর কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। বন্দুক দিয়ে লড়াই করার চেয়ে অনশন হচ্ছে আরও কঠিনতম সংগ্রাম। অনশন সংগ্রামীদের তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হয়। সরকার যতদিন না তাঁদের দাবিকে মেনে না নেবে ততদিন অনশন চলবে। লাহোর মামলার বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা অনশন করতে শুরু করে দিয়েছিল তখনও লাহোর মামলা চলছিল।

কলকাতায় যতীন্দ্রনাথ দাসের বিপ্লবী জীবন শুরু হয়েছিল শচীন্দ্রনাথ সান্যাল যখন ভবানীপুরে বিপ্লবী আখড়া তৈরি করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ১৯২৪ সালে তিনি স্বদেশ মন্ত্রে তরুণদের দীক্ষিত করার জন্য 'তরুণ সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সময়ে তাঁকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ ঢাকা জেলে প্রেরণ করে। ঢাকায় জেল কর্তৃপক্ষের আচরণে তিনি ২৩ দিন অনশন করেছিলেন। ১৯২৮ সালের শেষ দিকে অনুশীলন সমিতির অন্যতম নেতা ত্রৈলোক্য মহারাজ, প্রতুল গাঙ্গুলির সঙ্গে ভগৎ সিং এর সাক্ষাৎ হয় কলকাতায়। ভগৎ সিং সেই সময়ে একটি নতুন বিপ্লবী দল তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৮ সালের ৮ এবং ৯ সেপ্টেম্বর ভগৎ সিং সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিদের দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানালেন। চারটি প্রদেশ দিল্লি সভাতে যোগ দিয়েছিল। বাংলা সেই সভায় যোগদান করেনি। বংলার সেই সময়ে কোনও বিপ্লবী সভাতে যোগদান না করতে তা কিন্তু মর্যাদা লাব করতে সারতো না। বাংলা সেই সময়ে বিপ্লবী তীর্থ বলে সারা ভারতে প্রচারিত ছিল। বাংলা যোগ না দেওয়ার ফলে ভগৎ সিং কলকাতায় এসে সরাসরি বাংলার বিপ্লবদের নেতাদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি কলকাতায় এসেই বাংলার বিপ্লবী নেতা ত্রৈলোক্য মহারাজ সহ বিভিন্ন বিপ্লবী দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। সারা ভারত জুড়ে একটি শক্তিশালী সর্বভারতীয় বিপ্লবী দল গড়ে তোলার খুবই প্রয়োজন সেটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন ভগৎ সিং বাংলার বিপ্লবীদের। বাংলার বিপ্লবীরা মত বিরোধী তুলে রেখে ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁরা বিপ্লবী যতীন দাসকে বাংলার প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলেন। যতীন দাস 'এইচএসআরএ' (হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন- আর্মি') যোগদান করতেন বাংলার প্রতিনিধি হয়ে। যতীন দাস সেই 'এইচএসআরএ' সংস্থার বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি

সেই সংস্থার সৈনিকদের বোমা তৈরি করার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন এবং শক্তিশালী অস্ত্র ভাণ্ডার তৈরি করে দিয়েছিলেন। গান্ধিজি কথা দিয়েছিলেন যে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবেন। গান্ধিজির এই কথায় আস্বস্ত হয়ে বিপ্লবীরা বেশ কিছু দিনের জন্য বিপ্লবী আন্দোলন স্থগিত রেখে ছিলেন। তবে সেই সময়ে বিপ্লবীরা তাঁদের সাধ্যমতো গান্ধি আন্দোলনকে সক্রিয় করতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, সুখ বেদব, যতীন দাস, ভগবতী চরণ ভোরা, যশপাল, শিব ভার্মা, ডাক্তার গয়াপ্রসাদ প্রমুখ। গান্ধিজি তাঁর কথা রাখতে পারেননি। বরং তিনি যা করলেন তা দেশের প্রতি চরম অপমান। তিনি ১৯২২ সালে যখন অসহযোগ আদোলন একেবারে তুঙ্গে তখন তিনি একটি সামান্য অজুহাত খাঁড়া করে অন্দোলনকে তুলে নিলেন। বিপান চন্দ্র লিখে ছেন-" গান্ধী যেভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন তাতে যেসব তরুণ তাঁর ডাকে স্কুল কলেজ ছেড়ে, এমন কি ঘর-সংসার ছেড়ে ছুটে এসেছিলেন তাদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ দেখা দিল।" (মতাদর্শের সন্ধানে ভগৎ সিং, পৃষ্ঠা- ৪৯)। ৮ এপ্রিল ১৯২৯ সাল সোমবার ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বার দত্ত কেন্দ্রীয় আইনসভায় উপস্থিত হলেন। আইনসভার গ্যালারি থেকে বোমা ছুঁড়লেন। সেখান থেকে পালিয়ে না গিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভার মধ্যেই তাঁরা স্লোগান দিতে শুরু করেন-' সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' এবং 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'। ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর সার্জেন্ট টেরি এসে তাঁদেরকে গ্রেফতার করেন। বলা যেতে পারে আত্মসমর্পণ করেছিলেন তাঁরা ব্রিটিশ পুলিশের হাতে। ১২ জুন ১৯২৯ সালে অ্যাসেম্বলিতে বোমা মামলার রায় বের হলো। ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বার দত্তের শাস্তি হল যাবজ্জীবন দীপান্তর। ঘটনা এখানেই থেমে থাকলো না। ১৯২৯ জুন ভগৎ সিংকে কুখ্যাত মিয়ানওয়ালি জেরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এর বিরুদ্ধে সারা দেশ জড়ে প্রতিবাদ উচ্চারিত হলে সরকার বাধ্য হয়ে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করে। ভগৎ সিং এর অন্যতম বন্ধু যতীন্দ্রনাথ দাস একটানা ৬৩-৬৪ দিন অনশন চালিয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর প্রাণত্যাগ করেন। এই আত্মত্যাগ সারা ভারতকে আলোড়িত করেছিল। ভগৎ সিং জেলে বসে লিখেছিলেন, "আমরা যখন বলি ' যতীন দাশ দীর্ঘজীবী হোন,' তখন নিশ্চয়ই এটা বোঝায় না যে যতীন দাশ দৈহিকভাবে বেঁচে থাকুন। আমরা যা বলতে চাই তা হল, যে মহৎ জীবনাদর্শ, যে অদম্য প্রাণশক্তি ওই মহান শহিদকে অকল্পনীয় কৃচ্ছ্রসাধনের শক্তি যুগিয়েছে, তাঁকে আদর্শের জন্য চরম আত্মত্যাগের প্রেরণা দিয়েছে, সেটা যেন বেঁচে থাকে।" (ভগৎ সিং- পৃষ্ঠা-১৩-১৪ এবং মতাদর্শের সন্ধানে ভগৎ সিং, পৃষ্ঠা- ৯০) ভগৎ সিং সুখবেদকে লিখেছেন,-' কোনো মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ প্রাণ উৎসর্গ করে, তার সেই আত্মবলিদানকে আত্মহত্যা বলা যায় না। কমরেড যতীন্দ্রনাথ দাশের মতো মৃত্যু আমাদের সকলেরই কাম্য ছিল। এ তো আর নিছক আত্মহনন নয়। শেষ পর্যন্ত আমাদের কঠোর সাধনার ফল ফলেছিল সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছিল এক বিশাল আন্দোলন। আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছিলাম। এই রকম সংগ্রামী মৃত্যুই তো আদর্শ মৃত্যু (ভগৎ সিং, পৃষ্ঠা, ৮৮ এবং মতাদর্শের সন্ধানে ভগৎ সিং, পৃষ্ঠা- ১৪৭) স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, "যতীন্দ্রের "মৃত্যু গোটা দেশে সাড়া ফেলে দেয়। এই ঘটনার ফলে রাজনৈতিক বন্দিদের চিকিৎসার প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। (আত্মজীবনী, নেহরু, পৃষ্ঠা-১৯৪) সুভাষ চন্দ্র বোস যতীন দাসের মৃতদেহ ট্রেনের বিশেষ কামরায় কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য সুভাষচন্দ্র ৬০০ টাকা দিয়েছিলেন। সুভাষ বোস খোলাখুলি স্বীকার করেছিলেন যে যতীন্দ্রনাথের শহীদ হওয়ার ঘটনা ভারতের যুবসমাজকে অণুপ্রেরণা জোগায় এবং সর্বত্র ছাত্র ও যুব সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুখবেদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আটা এর একটি বড় ইতিহাস। শহীদ গোপীনাথ সাহা এবং শহিদ ভগৎ সিংহের ফাঁসি নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তা নিয়ে পড়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ১৯২৯ সালে লাহোর জেলের অন্যতম আসামি হিসাবে তাঁকে গ্রেফতার করে লাহোর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি করে। সেখানে রাজবন্দিদের ওপরে অত্যাচার শুরু হলে তিনি অনশন করতে শুরু করেন। তাঁকে বহুবার জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। ৬৩ দিনের মাথায় তিনি জেলের মধ্যে অনশনরত অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যু হলে রাজনৈতিক বন্দিদের ওপরে অত্যাচার কমতে শুরু করে দিয়েছিল। লাহোর থেকে বীর বিপ্লবীর মৃতদেহ কলকাতায় আনা হলে সুভাষচন্দ্র বোস বিশাল শোক পদযাত্রার আয়োজন করে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে যাঁরা অনশন করে পরলোকগমন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যতীন্দ্রনাথ দাস, মহাবীর সিং, মোহিতমোহন মৈত্র, মোহনকিশোর নমোদাস, মহেন্দ্রলাল বিশ্বাস, হরেন্দ্র মুন্সী, অনিলকুমার দাস, মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত রামরক্ষা সহ আরও অনেকে। ভারতকে স্বাধীন করতে গিয়ে বহু বিপ্লবীদের প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল আজকে তাঁদেরকে কেউ বলতে গেলে মনে রাখে না। মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। (তথ্যসূত্র ঃ মতাদর্শের সন্ধানে ভগৎ সিং, কনিষ্ক চৌধুরী)

স্বাধীনভাবে বাঁচার লড়াই বললেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, এটা হচ্ছে আর একটি স্বাধীনতা সংগ্রাম। কী করে ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হয় তা করে দেখাবে ইউক্রেনের সেনারা। তারা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সব কিছু দিতে প্রস্তুত। রাশিয়া তাদের স্বাধীনতাকে হরণ করতে চায়। কিন্তু ইউক্রেনের জনগণ তা করতে দেবে না. আমি যদি মারা যাই তাহলে ইউক্রেনের মাচিতে মারা যাব। কোনও বিদেশের মাটিতে পা রেখে মারা যাব না। আমাদের লড়াই হচেছ স্বাধীনতা রক্ষা করার লড়াই। এটা চলতে থাকবে যতদিন না শত্রুকে পরাস্ত করতে পারছি। ইউক্রেনবাসীরা আমার মতের সঙ্গে এক মত হয়েছে। তারাও ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। রাস্তায় শুয়ে দিন কাটাচ্ছে ইউক্রেনবাসীরা। পেটে খাদ্য নেই। পানীয় জল পর্যাপ্ত নেই। শিশুদের পথ্য নেই। তবুও স্বাধীনতাকে হাত ছাত্নড় করতে চায় না ইউক্রেনের জনগণ। তারাও খন অস্ত্র ধরতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে। বহু নারীরা ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে অস্ত্র ধরতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এই যুদ্ধ হচ্ছে ইউক্রেনের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এদিকে রাশিয়ার এই আগ্রাসনকে ইতিমধ্যে ইউরোপের অধিকাংশ দেশ ন্যাৎসী জার্মানের সঙ্গে তুলনা দিয়েছে রাশিয়ার। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে হিটলার বলতে ছাড়েনি। পুতিনের মধ্যে হিটলারের ছায়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্ববাসী। ইউক্রেন আক্রমণের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র। তারা এই যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে বিফল হয়েছে। এদিকে রাশিয়া জানে আমেরিকা ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, একেবারে স্তালিন পন্থা লড়াই করছে ইউক্রেন সেনারা। ইউক্রেনে সেনাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রেসিডেন্ট প্রাণ দিতে প্রস্তুত। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কথা হয়েছে। এবারে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে জাপানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে কথা বলেছেন। সেখানে জেলেনস্কির সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রীমূলক আলোচনা করার ওপরে জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়া বাহিনীকে আগে যুদ্ধ থামাতে হবে। কারণ তারাই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল আগে। ইউক্রেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে রাশিয়াকে আগে যুদ্ধ থামাতে হবে। এদিকে রাশিয়ার পক্ষ থেকে জানতে পারা গিয়েছে ইউক্রেন বাহিনী আত্মসমর্পন না করা অবধি রাশিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। রাশিয়া কোনও দিনই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করবে না। রাশিয়ার সিদ্ধান্তে এখন ইউক্রেনকে চলতে হবে বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে পুতিন। ইউক্রেনের রাজধানি কিভতে রুশ বাহিনী কিভ লক্ষ্য করে ক্ষেপনাস্ত্র বর্ষন করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাশিয়ার ট্যাঙ্ক বাহিনীকে লক্ষ্য করে গেরিলা যুদ্ধ করতে শুরু করেছে ইউক্রেনের

সেনারা। তার ফলে রাশিয়ার সেনারা হত হচ্ছে। আচমকা আক্রমণ করে রুশ সেনাদের মেরে ফেলতে শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেনের সেনারা। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন রাশিয়ার সেনা বাহিনী প্রত্যাহার করা হলেই তবে শান্তির বৈঠক করা যেতে পারে। রাশিয়ার সেনারা ইউক্রেন আক্রমণ চালিয়ে যাবে এবং তার মধ্যে শান্তির বৈঠক হবে তা হতে পারে না। একই সঙ্গে যুদ্ধ এবং শান্তির প্রস্তাব হয় না। যুদ্ধ থামিয়ে শান্তি করা সম্ভব। আমেরিকা ব্রিটেন, জার্মান, ফ্রান্স সেনা পাঠায় নি। তারা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আর্থিক অবরোধ গড়ে তোলাই হচ্ছে এখন আমেরিকার মূল লক্ষ্য। রাশিয়াকে আর্থিক দিক দিয়ে দূর্বল করে দিতে পারলে রাশিয়া একেবারে মেরুদণ্ডহীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে। সেই কারণে ব্রিটেন থেকে সেনা পাঠানো হলে তারা কিন্তু ইউক্রেনকে রক্ষা করতে রুশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করছে না। শুধু মাত্র সীমান্ত পাহারা দিতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার সেনা বাহিনী চেষ্টা করছে পার্লামেন্ট দখল করতে। তার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ভবন দখল নেওয়ার। সেটা করতে পারছে না। কারণ উইক্রেনে সেনারা কিভ এর মূল অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বহু রুশ সেনা মারা পড়তে শুরু করেছে। রাশিয়া এখন দখলদারি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ইউক্রেন তাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে সংগ্রাম করতে শুরু করেছে। ফলে দুটো দেশের যুদ্ধে চরিত্র একেবারে আলাদা। ইউক্রন যুদ্ধকে স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ বলে বর্ণনা করতে শুরু করে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি? তিনি মাটি অঁকড়ে পড়ে রয়েছেন। তিনি ইউক্রেন ত্যাগ করে চলে যাননি। ন্যাটো থেকে তার কাছে আবেদন রেখেছিল বিমান পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নিরাপদে বিদেশের মাটিতে তাঁর পা রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইসব আবেদনকে অগ্রাহ্য করে তিনি সেনার পোশাক পরে ইউক্রেন সেনাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদেরকে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। এটা হচ্ছে জন্মভূমির ওপরে একটি প্রবল আকর্ষন। মনের বা অন্তরের টান বলা যেতে পারে।

হংকং-এর মানবাধিকার বিপন্ন

হংকং এর মানবধিকার বিপন্ন। সেখানকার বাসিন্দারা চিনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। জোর করে হংকং তরুণদের চিনা সেনা বিভাগে ভর্তি করানো হচ্ছে। হংকং তরুণদের চিনা সেনায় পরিণত করে সেখানকার মানবাধিকারকে ক্ষুন্ন করা হচ্ছে বলে মনে করে ব্রিটেন। হংকংবাসীদের দমন করতে চিন একটি নতুন আইন তৈরি করেছে। সরকারের বিরুদ্ধে কোনও রকমভাবে প্রতিবাদ মিছিল করা যাবে না। এমনকী বক্তব্য রাখা চলবে না। চিন সরকারের পক্ষে কথা বলতে হবে। নাগরিকদের এইভাবে কথা বলার অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে চিন সরকার তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন ব্রিটেন। ব্রিটেন যখন হংকং ছেড়ে আসে সেখানে চুক্তি হয়েছিল আগামি পঞ্চাশ বছরে হংকংবাসীদের ওপরে চিন কোনও আইনী প্রয়োগ করতে পারবে না। সেই চুক্তিকে উপেক্ষা করে চিন হংকংবাসীদের ওপরে আইনী তৎপরতা দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে আজকে হাজারে হাজারে হংকংবাসীরা রাস্তায় নেমে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। চিন বাধ্য হয়ে সেখানে সেনা বাহিনী পাঠিয়েছে প্রতিবাদীদের দমন করতে। ব্রিটিশ সরকার চিনের এই অমানবিক আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে হংকংবাসীদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হংকংবাসীদের ব্রিটিশ নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চিন সরকার বলেছে ব্রিটিন চিনের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে হংকংবাসীদের মানবাধিকার রক্ষা করতে ব্রিটেন বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ব্রিটেনের এই সিদ্ধান্তে পিছনে হাত রয়েছে আমেরিকার বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে চিন সরকার। চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে চিনের কমিউনিস্ট পার্টিটাকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে আমেরিকা। এমনকী ব্রিটেনের গোয়েন্দা দফতর স্কটল্যাণ্ড এবং আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ'ও রয়েছে এর পিছনে। তারা চিনের কমিউনিস্ট শাসনের অবসান চাইছে। সেই কারণে চিনকে এখন আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চিনকে যদি একবার আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দেওয়া যেতে পারে তাহলে চিন আর শক্তি প্রদর্শন করতে পারবে না। এমনকী তিব্বতে যেভাবে সেখানে স্বৈরাচারি শাসন ব্যবস্থা চালাতে শুরু করে দিয়েছে সেটাও দুর্বল হয়ে পড়বে। তিব্বত বরাবরই চিনের বাইরে ছিল। চিন জোর করে এটা তাদের অংশ বলে ছিনিয়ে নেয়। চিনের ধর্মগুরু দালাই লামা ভারতের একে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় ভিক্ষা করলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দালাই লামাকে আশ্রয় দেন। সেই দিন থেকে তিব্বত নিয়ে একটি আর্ন্তজাতিক বিতর্ক রয়েছে যার মীমাংসা আজও পর্যন্ত হয়নি। ধর্মগুরু দালাই লামা আজও পর্যন্ত চিনকে স্বীকার করে নেয়নি। চিনকে এখনও পর্যন্ত বহিরাগত দেশ বলে মনে করেন ধর্মগুরু দালাই লামা। চিন সেখানে শাসন রাখতে সেনা শিবির তৈরি করেছে। সেনাবাহিনী দিয়ে তিব্বতকে জোর করে রেখে দিয়েছে চিন। ঠিক তেমনি এবারে ভারতের বেশ কয়েকটি সীমান্ত এলাকা দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ভারতের সীমান্ত এলাকা দখল করে নেওয়ার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে চিন। চিনের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের সীমান্ত অঞ্চলগুলো দখল করে নিয়ে সেখান থেকে ভারতের ওপরে নজরদারি ব্যবস্থা করা। তার জন্য ভারত চিন সীমান্তে সেনা বাহিনী মোতায়েন করতে শুরু করে দিয়েছে চিন সরকার।

চিনের আর্মি লিবারেশন ফোর্স ভারত চিন সীমান্তে যুদ্ধ বিমান নামার জন্য বন্দর তৈরি করছে। ভারত সীমান্তে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে চিন গোটা বিশ্বের নজরটা একেবারে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় রত। গালওয়ান উপত্যকায় চিন সেনারা ভারতের বেশ কয়েকটি এলাকা দখল করে নেওয়াতে শুরু হয়েছে গণ্ডগোল। ভারত চিন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখাকে চিনা সেনারা যেভাবে গায়ের জোরে এলাকা দখল করার লড়াই শুরু করে দিয়েছে তার ঢেউ গিয়ে পৌঁছেছে মস্কোতে। সেখানে সংহাই কোআপরেশন অর্গানাইজেশন (এসসি) বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর এবং চিনের বিদেশমন্ত্রী। এবরে জি-২০ সম্মেলনে চিনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চিন ভারত সীমান্ত নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। তবে সার্বভৌমত্বকে অক্ষুন্ন রাখার জি-২০ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে স্থান পেয়েছিল। চিনের সঙ্গে ভারতের যে সীমান্ত বিবাদ শুরু হয়েছে তার সীমাংসা করা একেবারে অসম্ভবে পরিণত হয়েছে।

হেরিটেজ ঃ কলকাতার স্টার থিয়েটার

কলকাতার স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৩ সালে। স্টার থিয়েটার প্রথমে বিডন স্ট্রিটে ছিল। তারপরে সেটা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে উঠে আসে। এই স্টার থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন গিরীশ ঘোষ, নটী বিনোদিনী এবং অমৃতলাল মিত্র এর মতো বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীরা। গিরিশ ঘোষ কথা গিয়েছিলেন যে স্টার থিয়েটারের নামকরণ করা হবে বিনোদিনী নামে। পরে তিনি সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। বিনোদিনীর নামকে বাদ দিয়ে তিনি স্টার থিয়েটার নামটা বেছে নিয়ে ছিলেন। তা নিয়ে মনের মধ্যে একটি ক্ষোভ ছিল নটী বিনোদিনীর। আসলে নটী বিনোদিনী সমাজ প্রতিষ্ঠিত নারী ছিলেন না বলে তাঁর ওপরে অবিচার করা হয়েছিল বলে কথিত আছে। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। নটী সাম্রাজ্ঞী বলে অভিহিত করেন। ১৮৮০ দশকে গিরিশ ঘোষ এখানে নাটক করতে শুরু করেন। এক সময়ে এই স্টার থিয়েটারে নাটক দেখতে এসেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরিচালক হীরালাল সেনের প্রথম ছবি এই গ্রেক্ষাগৃহে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গিরিশ ঘোষের পরিচালনায় 'চৈতন্যলীলা' জনপ্রিয়তা লাভ করছিল। এই থিয়েচার দেখতে এসেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। বিনোদিনী স্টার থিয়েটার ত্যাগ করে চলে যান ১৮৮৭ সালে। তারপর থেকেই স্টার ফিয়েটারে ভিড় কমতে থাকে। গোপাল লাল শীল নামে একজন ব্যবসায়ী এর মালিক হয়েছিলেন। ২৫ মে, ১৮৮৮ সালে 'নশিরাম' যাত্রা শুরু হয়। সেই নাটকে অভিনেত্রী ছিলেন তারাসুন্দরী। এই প্রেক্ষাগৃহটি নির্মাণ করতে সেই সময়ে খরচ হয়েছিল ১.৫ লক্ষ টাকা। ১, ৫০০ দর্শক বসার স্থান ছিল। আগে স্টার থিয়েটারে গ্যাসের আলো দিয়ে আলোকিত করা হতো। তারপরে ১৮৮৭ সালে বিদ্যুৎ এলো। এখানে শিশির ভাদুড়ি অভিনয় করে গিয়েছেন। এখানে 'শ্যামলী' নাটকে অভিনয় করেছিলেন উত্তম কুমার। তিনি ৪৮৪টি শো করেছিলেন। ১৯৯১ সালে স্টার থিয়েটার নষ্ট হয়ে যায়। তারপরে সরকার অধিগ্রহণ করে ২০০৫ সালে সকলের জন্য খুলে দেয়।

অবরোধ ময়ূরাক্ষী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ প্রায় প্রত্যেক দিনই সময়ের থেকে দেরিতে আসছে ময়ূরাক্ষী দুমকা-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেন। এই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার সকালে ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস ট্রেনের সামনে বসে রেল অবরোধ করেন দুবরাজপুরের নিত্যযাত্রীরা। বীরভূম থেকে নিত্য প্রচুর মানুষ কাজের জন্য অন্যত্র যান। স্কুল কলেজ কিংবা অফিসে যাওয়ার জন্য তাঁদের ট্রেনের ওপরেই ভরসা করতে হয়। কিন্তু একাংশ ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ের থেকে অনেক দেরিতে আসায় সমস্যায় পড়তে হয় যাত্রীদের। নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতেই দেরি হয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে ময়ূরাক্ষী ট্রেন দুবরাজপুর স্টেশনে এলে স্টেশনে এসে পড়েন যাত্রীরা। সকালে দেরিতে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই রেললাইনের ওপর বসে পড়েন যাত্রীরা। তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে পৌঁছয় রেল পুলিশ। যান রেলের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরাও। নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন চলাচলের আশ্বাস দিলে নিত্যযাত্রীরা সকাল ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ অবরোধ তুলে নেন। প্রায় দু'ঘণ্টা পর দুবরাজপুর স্টেশন থেকে ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ছাড়ে।

গ্রেফতার বন্ধুকে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ জীবনটা সবে শুরু হয়েছিল। বয়স মাত্র ২৪ বছর। এই বয়সেই না ফেরার দেশে হারিয়ে গেলেন মৃগাঙ্ক চৌধুরী। মৃগাঙ্ক যে নেই তা মানতে পারছেন না তাঁর বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যরা। মৃগাঙ্কের ফেসবুক ওয়ালে শোকপ্রকাশ করছেন পরিচিতরা। ছোটবেলা থেকে গিটারিস্ট হওয়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর। এছাড়াও ছবি তোলারও নেশা ছিল। সেই মৃগাঙ্ককে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। গত শনিবার ফুলবাড়ির তিস্তা ক্যানেলে পড়ে যান মৃগাঙ্ক। এরপর সোমবার দেহ উদ্ধার হয়। কিন্তু মৃগাঙ্কের পরিবারের অভিযোগ তাঁকে খুন করা হয়েছে। পরিবারের তরফে শিলিগুড়ি এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরই সোমবার মৃগাঙ্কের বন্ধু স্বপ্ননীল নন্দীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। স্বপ্ননীলকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। পরিবারের সদস্যদের দাবি, মৃগাঙ্কের দেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সোমবার দেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে। এদিকে স্বপ্ননীলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার রহস্যভেদ করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনায় জখম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। সিমেন্ট বোঝাই একটি লরি স্থানীয় এক মোটরবাইক আরোহীকে চাপা দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মোহিতনগর সংলগ্ন চৌরঙ্গী এলাকায়। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মানুষ। এর ফলে স্তব্ধ হয়ে যায় জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটের সমস্ত যানবাহন চলাচল। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, সিমেন্ট কারখানা থেকে বের হয়ে এই সব লরি রাস্তা দিয়ে যায় তার জন্য মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে এলাকায়। মঙ্গলবার এক মোটরবাইক আরোহীকে চাপা দেয় সিমেন্ট বোঝাই একটি লরি। ঘটনায় গুরুতর জখম বাইক চালককে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে দুর্ঘটনার পর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মানুষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। তারা বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে পথ অবরোধ তুলতে সক্ষম হন। পুলিশ লরিটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এক ঝাঁক নতুন মুখ এল মালদা জেলা পরিষদে কর্মাধ্যক্ষের পদে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ মালদা জেলা পরিষদে স্থায়ী সমিতি গঠনের পর কর্মাধ্যক্ষ পদে এক ঝাঁক নতুন মুখ নিয়ে এলো তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড। পাশাপাশি অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা দপ্তরটি নিজের হাতেই রেখেছেন তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। বাকি জেলা পরিষদের নয়টি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ এবং তিনজন করে স্থায়ী সমিতির সদস্য গঠন করা হয়েছে। মঙ্গলবার মালদা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি এবং কর্মাধ্যক্ষদের নাম ঘোষণা করা হয়। এদিন মালদা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে তৃণমূলের নির্বাচিত ৩৪ জন সদস্যের পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিলেন শাসকদলের বিধায়করাও। সেখানেই স্থায়ী সমিতি গঠন করা হয়। এই স্থায়ী সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে মালদা জেলা পরিষদের প্রতিটি দপ্তরে একজন করে কর্মাধ্যক্ষ এবং তিনজন করে সদস্য রাখা হয়েছে। মালদা জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের দলনেতা করা হয়েছে শামসুল হককে। উপাধ্যক্ষ হয়েছেন মালা রহমান। এছাড়াও জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন কবিতা মন্ডল। পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন ফিরোজ শেখ। শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন ফজলুল হক। কৃষি সেচ কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন রবিউল ইসলাম। শিশু ও নারী উন্নয়ন, জলকল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন পূর্ণিমা দাস বারুই। বন ও বনভূমি হয়েছেন আব্দুল রহমান। খাদ্য সরবরাহ কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন রিতা সিংহ। ক্ষুদ্র শিল্প ও বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন রেজিনা মুর্মু। মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন রেজাউল করিম বক্সী। তবে অর্থ দপ্তরটি আপাতত নিজের হাতে রেখেছেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। এছাড়াও সহকারি সভাধিপতি রয়েছেন রফিকুল হোসেন। এই স্থায়ী সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে অনেক নতুন মুখকে নিয়ে আসা হয়েছে। যাদের মধ্যে রেজাউল করিম বক্সী, রিতা সিংহ, রেজিনা মুর্মু, পূর্ণিমা দাস বারুই, ফিরোজ শেখ, কবিতা মন্ডল এরা প্রত্যেকেই একেবারেই নতুন। এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদ থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে এঁরা বিপুল ভোটে জয়ী হন। তবে নবীন এবং প্রবীণ মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলে নির্বাচিত প্রার্থীদের সমতা বজায় রেখেই বিভিন্ন দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানিয়েছেন, এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলা পরিষদের ৪৩টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৩৪টি আসনে জয়লাভ করে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মালদা জেলা পরিষদ দখল করেছে তৃণমূল। বিরোধী দল বিজেপি, কংগ্রেস বাকি আসনগুলো পেয়েছে। তবে জেলা পরিষদের মূল কাজ গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন। সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে কিছু নতুন মুখকে কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং কিছু প্রবীণ নির্বাচিত নেতারাও রয়েছেন যারা কর্মাধ্যক্ষের পদে থেকে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ করবেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির দেখানো পথেই সকলে মিলেই আমরা মালদা জেলার উন্নয়ন অব্যাহত রাখব।

বহরমপুরে সাব-জুনিয়র জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হল মিজোরাম

দেবাশিস চক্রবর্তী, বহরমপুর, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ মণিপুরকে ৩-০ গোলে হারিয়ে এবছরে ছেলেদের সাব-জুনিয়র জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ী হলো মিজোরাম। মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুর স্টেডিয়ামে বিকেল ৩টের সময় এই আকর্ষণীয় ফাইনাল খেলাটি শুরু হয়। প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যেই খেলাটি উপভোগ করতে স্টেডিয়ামে উপস্থিত হন মুর্শিদাবাদের শত শত ফুটবল প্রেমী মানুষ। মাঠে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন (আইএফএ)-এর সেক্রেটারি অনির্বান দত্ত, মুর্শিদাবাদ জেলার জেলাপরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, মালদার ইংলিশবাজার পৌরসভার পৌরপিতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, বহরমপুর পৌরসভার পৌরপিতা নাড়ুগোপাল মুখার্জি সহ মুর্শিদাবাদ জেলার স্পোর্টস এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। প্রসঙ্গত, এবারের সাব-জুনিয়র (ছেলেদের) ন্যাশনাল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসে পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। আটটি রাজ্য মালদায় অংশগ্রহণ করে আর আটটি রাজ্য মুর্শিদাবাদে। মালদা থেকে উত্তরপ্রদেশকে হারিয়ে মিজোরাম ফাইনালে ওঠে। মুর্শিদাবাদ থেকে অরুণাচল প্রদেশকে হারিয়ে মনিপুর ফাইনালে ওঠে। মঙ্গলবার ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদের বহরমপুর স্টেডিয়ামে। মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বিশ্বজিৎ ভাদুড়ী বলেন, এরকম আন্তঃরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই জেলা, রাজ্য তথা দেশের ফুটবলাররা অনুপ্রাণিত হবে। বড়ো হয়ে এদের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ একদিন রাজ্য বা জাতীয় ফুটবলে মাঠ কাঁপাবে।

ব্রিগেড সভার দেওয়াল লিখন

এজাজ আহম্মদ, কান্দি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ দেশজুড়ে জাতি বিদ্বেষ, ধর্ম, ভাষার বিভেদ বাড়ছে। গোটা দেশের রাজ্যেও একই অবস্থা। নতুন কল - কারখানা হয়নি। পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ছে। করমন্ডলের মত দুর্ঘটনা ঘটছে। এর মধ্যেই বামেদের বড়ো কর্মসূচী আগামী ৭ জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিয়েছে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। প্রায় ১৫ বছর বাদে বাম ছাত্র যুব সংগঠনের ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। এর আগেও বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ২০০৮ সালে শেষবার বাম যুব সংগঠনের ডাকে বিগ্রেড সমাবেশ হয়েছিল। সামনে লোকসভা ভোট, তার আগেই রাজ্যজুড়ে যুব সমাজকে বামেদের দিকে টানতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের নতুন দাওয়াই যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জীকে সামনে রেখে ব্রিগেডে সমাবেশে থেকে ঘুরে দাঁড়াতে একাধিক কর্মসূচী। ইতিমধ্যেই রাজ্যের পাশাপাশি কান্দি মহকুমাজুড়ে দেওয়াল লিখনের শুরু করেছে। জানুয়ারিতে ব্রিগেড। তার আগেও থাকছে একগুচ্ছ কর্মসূচি। আগামী দু'মাস ধরে টানা রাস্তায় নেমে প্রচার চালাবে ডিওয়াইএফআই। জেলায় জেলায় চলবে প্রচার। এরপর আগামী ৩ নভেম্বর ডিওয়াইএফআই প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যজুড়ে পদযাত্রার ডাক দিয়েছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়রা। হাতিয়ার বেকারত্ব দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, শিল্প-কারখানা, কাজে স্থায়ীকরণের দাবি। এই সব ইস্যুগুলিকে সামনে রেখেই মাঠে ময়দানে বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াতে মরিয়া বামেদের যুব শিবিরে শ্বেত পতাকার ধারক-বাহকরা। এ বিষয়ে যুব নেতা জামির মোল্লা বলেন, শিক্ষিত বেকার যুবকেরা স্কুলে থাকার কথা অথচ তারাই বছরের পর রাস্তায়। কেন্দ্রীয় বিজেপির সরকার জাতের নামে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। প্রতি মাসে বেকারের সংখ্যা, বেকারত্বের হার বেড়ে যাচ্ছে। আত্মহত্যা বাড়ছে। যাঁরা নিজেদের জীবন যন্ত্রণার কথা বলছেন, তাঁদের সবাইকে আমন্ত্রণ।

বিষাক্ত গ্যাসে মৃত ৩

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ সেপ্টেম্বরঃ নির্মীয়মান বাড়ির সেফটিক ট্যাঙ্কের সেন্টারিং পাটা খুলতে নেমে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল ৩ জনের। এই ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ আরও ২ জন। মঙ্গলবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি থানার বড়বৈনান এলাকার কয়াল পাড়ায়। অসুস্থদের স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে গেলে তাদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির হলেন জয়দেব মাল, বাড়ি বাঁকুড়া। অশোক সাতরা (১৮) এবং সুন্দরম মালিক(১৯)। যে বাড়িটিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই বাড়ির ছোট ছেলে অর্থাৎ সুন্দরম মালিকও সেফটি ট্যাঙ্কে নেমে আর উঠতে পারেনি। এই ঘটনায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন জগন্নাথ মালিক ও অনুপ মালিক।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, গোরক্ষপুর আহ্বান করছেন ''ওপেন'' ই-টেন্ডার অনলাইন মাধ্যমে (ই-টেন্ডারিং) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ঃ

টেন্ডার নোটিস নং . ঃ ই-এল-এমডব্লুএস-জিকেপি-২০২৩-২৪-০৮, কাজের বিবরণ ঃ ট্রলি সহ ট্রাক্টর ভাড়া দুই বছরের জন্য ছাঁটাই সামগ্রী সরানোর জন্য মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুরে। আনুমানিক মূল্য ঃ ₹ ৩৩,০৯,৭২০ /-, ই.এম.ডি. মূল্য ঃ ₹ ৬৬,২০০ /-, টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ০.০০, সম্পাদনের সময়/ মেয়াদ গ্রহনকারী চিঠি জারি হওয়ার তারিখ থেকে ঃ ২৪ মাস।

- ই-টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে ০৪.১০.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
- বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট-www.ireps.gov.in।

ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ডব্লুএস)
CPRO/Vidyut-138 গোরক্ষপুর

যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ এসএমএসের মোবাইল নং. ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫

''ট্রেনের ছাদ ও পাদানিতে যাত্রা করবেন না''

FORM-C
DRAFT PROFORMA OF NEWSPAPER NOTIFICATIONN

NOTICE is hereby given that Share Certificate No(s) 405428 and 409719 for 3648 and 1459 share(s) and 408771 and 412183 for 1440 and 576 share(s) bearing distinctive nos. 400885779 To 400889426 and 1093727932 To 1093729390 and 412885643 To 412887082 and 1097428960 To 1097429535 (both inclusive) of BERGER PAINTS INDIA LTD., having its Registered Office at Berger House, 129, Park Street, Kolkata, West Bengal – 700017, registered in the name(s) of Rezoo Shamoon Karachiwala Jointly With Late Mrs. Sherbanoo Shamoon Karachiwala and Rezoo Shamoon Jointly With Late Mrs. Sherbanoo Shamoon Karachiwala has/have been lost. I/We, have now applied to the Company for issue of duplicate share certificate(s) in lieu of the above. Any person having any objection to the issue of duplicate Share certificate(s) in lieu of said original share certificate(s), is requested to lodge his/her objection thereto with the Company at the above address or with their Registrars, C B MANAGEMENT SERVICES (P) LTD., P-22, Bondel Road, Kolkata-700 019, in writing, within 15 days from the date of publication of this Notice

Name & Address of the shareholder(s)
Mrs. Rezoo James Joseph
Alias Rezoo Shamoon Karachiwala
Alias Rezoo Shamoon
Late Mrs. Sherbanoo Shamoon Karachiwala
Flat No.23, Maskati Court, 6, Maharshi Karve Road, Opp. Churchgate Station, Churchgate,
Place : Mumbai **Mumbai – 400020**
Date : 13/09/2023

Bidhannagar Municipal Corporation

i) NIQ No 691/PHE(C)/BMC, Dated - 12.09.2023
ii) NIT No.692/PHE(C)/BMC, Dated - 12.09.2023
e-Tender has been invited for i) Supply of 10HP Kirloskar Pump within ward no. 04 ii) Sinking and lowering of hand tubewell and mechanical scrubbing cleaning at different location within ward no. 11 & 3 under BMC.
For details, please follow, [i) Tender Id 2023_MAD_567934_1, ii) 2023_MAD_567864_1 & 2] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board.
Last date of Bid submission - 20/09/2023 up to 3.00 p.m.

Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

ঝালদা পুরসভাকে ফের ইডির চিঠি

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ হাতে গোনা কয়েকদিন হল ঝালদা পুরসভা দখল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ঝালদা পুরসভার পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাধ্যায়-সহ চার কংগ্রেস কাউন্সিলর যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসে। তখনই বদলে যায় এই পুরসভার ক্ষমতার সমীকরণ। আর সেই সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই ঝালদা পুরসভায় চলে এল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের নোটিশ (ইডি)। পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার চিঠি পাঠাল ইডি। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে যত নিয়োগ হয়েছে তার সমস্ত তথ্য জানতে চেয়েছে ইডি। ঝালদা পুরসভার প্রধান করণিক গৌতম গোস্বামী বলেন, এক্সিকিউটিভ অফিসারকে চিঠি পাঠিয়েছে। একসপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। আমরা নথি তৈরি করছি। এদিকে রাজ্যের একাধিক পুরসভাকে আগে নোটিশ পাঠিয়েছিল ইডি। এবার সেই তালিকায় জুড়ল ঝালদা পুরসভা। ঝালদা পুরসভা সূত্রে খবর, ২০১৪ সাল থেকে ৭ জন স্থায়ী কর্মী নিয়োগ হয়েছে এখানে। যার মধ্যে একজন অ্যাসেসমেন্ট ইন্সপেক্টর, একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, দু'জন সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, একজন অফিস সুপারিনটেনডেন্ট এবং একজন অ্যাসেসমেন্ট ইনচার্জ। এই সমস্ত নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে ইডির নোটিশের কথা শুনে ঝালদার বাসিন্দারা বলছেন, নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন থাকলে তা কাকে করবে? কবে যে কে পদে থাকে সেটা কেউ বলতে পারে না। তবে এটাই প্রথম নয়, আগেও ঝালদা পুরসভাকে নোটিশ পাঠিয়েছিল ইডি। ঝালদায় বোর্ড গঠন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ঝালদা পুরসভায় বোর্ড গঠন হয়। এবার আবার দলবদলও হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইডির নোটিশ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস এখানে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দেখতে পাচ্ছে। কারণ এই পুরসভা তৃণমূল কংগ্রেস দখল নেওয়ার পর ইডি সময় নিল না নোটিশ পাঠাতে। ইডির নোটিশ পাওয়ার পর জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে ঝালদা পুরসভায়। এই বিষয়ে করণিক গৌতম গোস্বামী বলেন, সোমবারই আমরা ডাকযোগে এবং ই-মেলে ইডির নোটিশ পেয়েছি। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে যত নিয়োগ হয়েছে, তাদের বায়োডাটা-সহ সমস্ত নথি জমা দিতে বলা হয়েছে। তখন কারা পুরপ্রধান পদে ছিলেন, কার্যনির্বাহী অধিকারিক কারা, পুরসভার কর্মচারিই বা কারা, নাম, ফোন নম্বর সব চাওয়া হয়েছে। আমরাও প্রস্তুত নিচ্ছি। আগের চিঠিতেও একই তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল। তা জানানোও হয়। আবার চিঠি এলো।

দলীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আটকে বিক্ষোভে কর্মী-সমর্থকরা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ অনেকদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির দলীয় কোন্দলে মানুষ বিরক্ত। মঙ্গলবার তা লজ্জাকরভাবে প্রকাশ্যে এল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারকে তালাবন্ধ করে রাখলেন নিজের দলের কর্মীরা। বাঁকুড়ায় বিজেপি পার্টি অফিসের ভিতরে একটি ঘরে তাঁকে ঢুকিয়ে তালা মেরে দেন তাঁরা। সুভাষবাবুর নাম করে 'হায়-হায়' স্লোগানও দেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। প্রায় দু'ঘণ্টা তালাবন্দি হয়ে থাকার পর বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে। মঙ্গলবার সকালে নিজের দলের সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুভাষবাবু। মঙ্গলবার বাঁকুড়ার বিজেপি পার্টি অফিসে সুভাষ ঢুকতেই তাঁকে ঘিরে ধরেন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা। দেওয়া হয় স্লোগান। এর পর সুভাষবাবুকে পার্টি অফিসেরই একটি ঘরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দেন সমর্থকেরা। তার পর বন্ধ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চলতে থাকে স্লোগান। ঘটনার খবর পেয়ে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। কিছুক্ষণ তালাবন্দি থাকার পর পুলিশ সুভাষবাবুকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বিক্ষোভরত কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে সুভাষবাবুর নিরাপত্তারক্ষীদেরও রীতিমতো ধস্তাধস্তি বেধে যায়। খবর পেয়ে পার্টি অফিসে ছুটে আসেন বাঁকুড়ায় বিজেপির জেলা সভাপতিও। তাঁকে ঘিরেও স্লোগান দিতে থাকেন কর্মীরা। বিজেপির নেতাদের একাংশের অভিযোগ, সুভাষবাবু তাঁর পেটোয়াদের দিয়ে দল চালাচ্ছেন। যার ফলে এত দিন ধরে গড়ে তোলা সংগঠন ধরে রাখা যাচ্ছে না। দলে যোগ্যদের সম্মান নেই বলেও অভিযোগ তাঁদের। বিক্ষোভরত কর্মীদের দাবি, তাঁরা দলের খারাপ সময় তৃণমূল এবং সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে সংগঠন তৈরি করেছেন। যার সুফল পাওয়া গিয়েছিল গত লোকসভার ভোটে। কিন্তু সুভাষবাবু নিজের লোকেদের দিয়ে সংগঠন দখল করিয়েছেন। বার বার আপত্তি জানিয়েও কাজ হয়নি। ঘনিষ্ঠদের দিয়ে দল করায়ত্ত্ব করার অভিযোগ সম্পর্কে অবশ্য সুভাষবাবুর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। সুভাষবাবুর প্রতিক্রিয়া পাওয়া না গেলেও জেলা সভাপতির দাবি, যাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা কেউই বিজেপির সদস্য নন। তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। যদিও প্রশ্ন উঠছে, বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বহিষ্কৃত সদস্যেরা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন কী করে?

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই (জি)/ সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর ডিভিসন কর্তৃক নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট যোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন অফলাইন টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোডকৃত টেন্ডার নথি মনোযোগ দিয়ে দেখুন। ক্র.নং-১। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৩-২৪এফওবি-৭। কাজের নাম** ঃ (১) আবাদা ঃ সকল প্ল্যাটফর্ম সংযোগকারী অতিরিক্ত ফুট ওভারব্রিজ (৬.০০ মিটার প্রশস্ত) নির্মাণ। (২) কুলগাছিয়াঃ সকল প্ল্যাটফর্ম সংযোগকারী অতিরিক্ত ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ। (৩) বীরশিবপুরঃ সকল প্ল্যাটফর্ম সংযোগকারী অতিরিক্ত ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ। (৪) মৌড়ীগ্রাম ঃ সকল প্ল্যাটফর্ম সংযোগকারী অতিরিক্ত ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ সম্পর্কিত ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩,১৮,০৫৩.৮০ টাকা। **ইএমডি/বিড সিকিউরিটি** ঃ ৬,৪০০ টাকা। ক্র.নং-২। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৩-২৪আরইয়ার্ড-৯। কাজের নাম** ঃ সাঁতরাগাছি ঃ পিট লাইনের সংস্কার, হাই প্রেশার পাইপ লাইনের ব্যবস্থা, পিটের বাধা দূর করা ও পিট আলোকিতকরণের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১১,৪০,৫১৯.৮৬ টাকা। **ইএমডি/বিড সিকিউরিটি** ঃ ২২,৮০০ টাকা। ক্র.নং-৩। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৩-২৪ এলসিজি-৬। কাজের নাম** ঃ মৌড়ীগ্রাম-বাগনানঃ লেভেল ক্রসিং রোডগুলির (লেভেল ক্রসিং নং ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২১, ২২ ও ২৩) উন্নয়ন ও সংস্কার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২১,২৬,৭০০.১৪ টাকা। **ইএমডি/বিড সিকিউরিটি** ঃ ৪২,৫০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ০৫.১০.২০২৩, সকাল ১১টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডারপত্রের মূল্য (অফেরতযোগ্য)** ঃ শূন্য (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ প্রদত্ত আছে।

(PR-597)

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এন-২০২৩-কে১২, তারিখ ঃ ০৮-০৯-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ঃ এন-২০২৩-কে১২; কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনের ১৫ টি এলসি গেটের (ব্রাঞ্চ লাইন সেকশনে) এবং ১২ টি এলসি গেটের (এবিএস সেকশন ছাড়া) স্ট্যান্ডবাই স্লাইডিং বুম সহ বৈদ্যুতিকভাবে চালিত লিফটিং বেরিয়ারের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৮৭,৫৮,৯০৮.১৮ টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৯৩,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের তারিখ** ও **সময়** ০৩-১০-২০২৩ **তারিখে ১৫:০০** ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য ০৩-১০-২০২৩ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল **শ্রীমতি কল্পনা বনিক,** স্বামী প্রয়াত মন্টু লাল বনিক এবং **শ্রী মধুসূদন বনিক,** পিতা প্রয়াত মন্টু লাল বনিক, নিবাস বেনাচিতি শালবাগান রোড, দুর্গাপুর, জেলা-বর্ধমান হারিয়ে ফেলেছেন আসল নথিবদ্ধ দলিল যার নং. ৩২৬৫ সাল ১৯৯২ এবং দায়ের করেছেন সাধারণ ডায়েরি দুর্গাপুর থানায় তারিখ ০৭-০৯-২০২৩ যার জিডি এন্ট্রি নং. ১৮৬। যদি কোন ব্যক্তির কোন দাবী, অংশ, অধিকার, শিরোনাম, আগ্রহ থাকে এই বিষয়ে বা কোন আপত্তি যাকিছু অবশ্যই তা জানান নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রামান্য নথি সহকারে ৭ দিনের মধ্যে যার পর কোন দাবী থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়া হবে এবং পরবর্তী কোন গ্রাহ্য করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

০৮ ইউনিট কোয়ার্টারের নির্মাণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৯৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৮-০৯-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার নং. ৩২-এপি-II-২০২৩। কাজের নামঃ নিউ বঙ্গাইগাঁওএ এডিইএন ফকিরাগ্রাম জংশনের অধীনে গৌরীপুর স্টেশন কলোনিতে ০৮ ইউনিট কোয়ার্টার টাইপ-II (দ্বৈত তল) এর নির্মাণ। টেণ্ডার রাশিঃ ৩,৭৬,৭৮,১২৫.০৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৩৮,৪০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হবে ০৫-১০-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে ০৫-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সহিত সম্পূর্ণ সবিশেষ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

শিয়ালদহ ডিভিশনে পার্কিং লট চালনার কাজে চুক্তি সম্পাদনের জন্য ই-অকশন

নং ঃ সিডব্লু/পার্ক/ই-অকশন/২০২৩, তারিখ ঃ ১২.০৯.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ (অকশন আয়োজনকারী অফিসার), ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট চালনা।

● **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পার্ক-সেপ-২৩-৩১। **অকশন শুরু ঃ** ১৮.০৯.২০২৩ তারিখে সকাল ১০.৩০টা। **ক্রঃ নং ও লট নং; অবস্থান/ স্টেশন** নিম্নলিখিতমতো ঃ (১) পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওয়াইআই-টিডব্লু-২৪৬-২৩-১; কল্যাণী। (২) পার্কিং-এসডিএএইচ-আইপি-টিডব্লু-২৮০-২৩-১; ইছাপুর। (৩) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএইচ-টিডব্লু-১৪৬-২২-১; নৈহাটি। (৪) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএআই-টিডব্লু-১৫৫-২৩-১; নুঙ্গি। (৫) পার্কিং-এসডিএএইচ-আইপি-টিডব্লু-২৮১-২৩-১; ইছাপুর। (৬) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসইপি-টিডব্লু-১৯৬-২২-২; সোদপুর। (৭) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিআরপি-টিডব্লু-১৮৯-২২-২; বারুইপুর। (৮) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেডিপি-টিডব্লু-৯২-২৩-১; যাদবপুর। (৯) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসএসপি-টিডব্লু-২০৩-২৩-১; সন্তোষপুর। (১০) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএআই-টিডব্লু-২৯৫-২৩-১; নুঙ্গি। (১১) পার্কিং-এসডিএএইচ-পিএলওয়াই-টিডব্লু-২৪২-২২-১; পলাশি। (১২) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিপি-টিডব্লু-২৩০-২২-১; ব্যারাকপুর। (১৩) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসজেপিআর-টিডব্লু-২৫৩-২২-১; সূর্যপুর। (১৪) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএইচ-টিডব্লু-১৫১-২২-১; নৈহাটি। (১৫) পার্কিং-এসডিএএইচ-সিকিউআর-টিডব্লু-২৩৭-২২-১; চাঁপাপুকুর। (১৬) পার্কিং-এসডিএএইচ-জিসিএন-টিডব্লু-১৭৮-২২-২; গোচারণ। (১৭) পার্কিং-এসডিএএইচ-ডিবিটি-টিডব্লু-৬৯-২৩-১; দক্ষিণ বারাশত। (১৮) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিপি-টিডব্লু-২৩১-২২-১; ব্যারাকপুর। (১৯) পার্কিং-এসডিএএইচ-এমএমজি-টিডব্লু-১৩১-২২-১; মধ্যমগ্রাম। (২০) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএইচ-টিডব্লু-২২৪-২২-১; নৈহাটি। (২১) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএইচ-টিডব্লু-১৫০-২২-১; নৈহাটি। (২২) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিপি-টিডব্লু-৩০-২৩-১; ব্যারাকপুর। (২৩) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-৯৯-২৩-১; জগদ্দল। (২৪) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএলএইচ-টিডব্লু-১৭০-২৩-১; বেলঘরিয়া। (২৫) পার্কিং-এসডিএএইচ-কেবিজিবি-টিডব্লু-৩২৪-২৩-১; কোমাগাতা মারু বজবজ। (২৬) পার্কিং-এসডিএএইচ-কেবিজিবি-টিডব্লু-৩২৫-২৩-১; কোমাগাতা মারু বজবজ। (২৭) পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওয়াইআই-টিডব্লু-১২১-২৩-১; কল্যাণী। (২৮) পার্কিং-এসডিএএইচ-কেবিজিবি-টিডব্লু-৩২৬-২৩-১; কোমাগাতা মারু বজবজ। (২৯) পার্কিং-এসডিএএইচ-আরএইচএ-টিডব্লু-১২৬-২৩-১; রানাঘাট। (৩০) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএআই-টিডব্লু-২৯৪-২৩-১; নুঙ্গি। (৩১) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসএসপি-টিডব্লু-২০৪-২৩-১; সন্তোষপুর। (৩২) পার্কিং-এসডিএএইচ-আরএমটিআর-এমএক্স-২৪০-২২-১; রিমাউন্ট রোড।

● **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পার্ক-সেপ-২৩-৩২। **অকশন শুরু ঃ** ২৭.০৯.২০২৩ তারিখে সকাল ১০.৩০টা। **ক্রঃ নং ও লট নং; অবস্থান/ স্টেশন** নিম্নলিখিতমতো ঃ (১) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিজিএল-টিডব্লু-২৫৯-২৩-১; বগুলা। (২) পার্কিং-এসডিএএইচ-জিসিএন-টিডব্লু-১৯৪-২২-২; গোচারণ। (৩) পার্কিং-এসডিএএইচ-এজিপি-টিডব্লু-৩১৩-২৩-১; আগরপাড়া। (৪) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসবিজিআর-টিডব্লু-২১৬-২২-১; সুভাষগ্রাম। (৫) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসএসপি-টিডব্লু-১৬৬-২২-১; সন্তোষপুর। (৬) পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওয়াইআই-টিডব্লু-২৪৩-২৩-১; কল্যাণী। (৭) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএইচ-টিডব্লু-২২৩-২২-১; নৈহাটি। (৮) পার্কিং-এসডিএএইচ-এমআইজে-টিডব্লু-২৬৮-২৩-১; মাজদিয়া। (৯) পার্কিং- এসডিএএইচ-আইপি-টিডব্লু-২৭৯-২৩-১; ইছাপুর। (১০) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএআরইউ-টিডব্লু-১৭৭-২২-১; বহড়ু। (১১) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসবিজিআর-টিডব্লু-২১৫-২২-১; সুভাষগ্রাম। (১২) পার্কিং-এসডিএএইচ-এমআইজে-টিডব্লু-২৬৭-২৩-১; মাজদিয়া। (১৩) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেডিপি-টিডব্লু- ২৫৪-২২-১; যাদবপুর। (১৪) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-১০৯-২২-২; জগদ্দল। (১৫) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএলএইচ-টিডব্লু-২২-২২-১; বেলঘরিয়া। (১৬) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসবিজিআর-টিডব্লু-২১২-২২-১; সুভাষগ্রাম। (১৭) পার্কিং-এসডিএএইচ-আইপি-টিডব্লু-৮৪-২৩-১; ইছাপুর। (১৮) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিজিএল-টিডব্লু-২৫৭-২৩-২; বগুলা।

● **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পার্ক-সেপ-২৩-৩৩। **অকশন শুরু ঃ** ০৩.১০.২০২৩ তারিখে সকাল ১০.৩০টা। **ক্রঃ নং ও লট নং; অবস্থান/ স্টেশন** নিম্নলিখিতমতো ঃ (১) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিডিজেড-টিডব্লু-২৮৮-২৩-১; বাদকুল্লা। (২) পার্কিং-এসডিএএইচ-এজিপি-টিডব্লু-৩০৯-২৩-১; আগরপাড়া। (৩) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-২৮৩-২৩-১; জগদ্দল। (৪) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-৯৭-২২-২; জগদ্দল। (৫) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসবিজিআর-টিডব্লু-২১৪-২২-১; সুভাষগ্রাম। (৬) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএইচ-টিডব্লু-২২১-২২-১; নৈহাটি। (৭) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিকেউজি-টিডব্লু-৩০৬-২৩-১; ভগবানগোলা। (৮) পার্কিং-এসডিএএইচ-এজিপি-টিডব্লু-৩১৭-২৩-১; আগরপাড়া। (৯) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিজিজেটি-টিডব্লু-২৮৬-২৩-১; বাঘাযতীন। (১০) পার্কিং-এসডিএএইচ-এলকেপিআর-টিডব্লু-৩০২-২৩-১; লক্ষ্মীকান্তপুর। (১১) পার্কিং-এসডিএএইচ-এমএমজি-টিডব্লু-২০৭-২২-১; মধ্যমগ্রাম। (১২) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসবিজিআর-টিডব্লু-২০৯-২২-১; সুভাষগ্রাম। (১৩) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসবিজিআর-টিডব্লু-২১৩-২২-১; সুভাষগ্রাম। (১৪) পার্কিং-এসডিএএইচ-এমআইজে-টিডব্লু-২৬৬-২৩-১; মাজদিয়া। (১৫) পার্কিং-এসডিএএইচ-সিএসজেড-টিডব্লু-৩০৫-২৩-১; কাশিমবাজার। (১৬) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসবিজিআর-টিডব্লু-২১১-২২-১; সুভাষগ্রাম। (১৭) পার্কিং-এসডিএএইচ-এমআইজে-টিডব্লু-২৬৪-২৩-২; মাজদিয়া। (১৮) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিডিজেড-টিডব্লু-১১-২৩-১; বাদকুল্লা। (১৯) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-২৮২-২৩-১; জগদ্দল। (২০) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএআরইউ-টিডব্লু-৩০৩-২৩-১; বহড়ু। (২১) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিডিজেড-টিডব্লু-২৯০-২৩-১; বাদকুল্লা। পুনরায় বিশদ বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। (SDAH-189/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এনআইটি/০২/২৩/৩৮, তারিখ ১১.০৯.২০২৩। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার নম্বর; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৬.০৯.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১) ১০২৩৫০১৭;** এসি বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ ইত্যাদির জন্য হাই রিচ প্যান্টোগ্রাফ; ১,২৬,৯৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৮.০৯.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২) ০১২৩১০০৬;** ২০ এনবি হেভি সিমলেস পাইপ ইত্যাদি সংগ্রহ; ৫৬,৭৫০ টাকা। **(৩) ২০২৩১১৩৮বি;** ইএমইউ-এর রেক্টিফায়ার ব্লোয়ারের জন্য ফ্ল্যাঞ্জ মাউন্টেড সিঙ্গল ফেজ এসি মোটর; ৭২,১২০ টাকা। **(৪) ২০২৩২১৪৩;** ইএমইউ/মেমু মোটর কোচেস, এলগি-র তৈরি এয়ার কম্প্রেসর টাইপ টিআরসি-১০০০ডিসিএম, ১৮ মাসের ওভারহলিং কিট; ৫,৫৭,০৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৯.০৯.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৫) ১৬২২১০১২বি;** পোল ভ্যাকুয়াম ইন্টাররাপ্টার সংগ্রহ; ১,৬৪,৭১০ টাকা। **(৬) ২২২৩৫৬১৯;** ইঞ্জ. হিউম্যান ইনসুলিন ৩০:৭০ (সলিউব্‌ল ইনসুলিন হিসেবে ৩০% এবং আইসোফেন ইনসুলিন হিসেবে ৭০%); ০। **(৭) ২২২৩৫৬২০;** ইঞ্জ. ইনসুলিন গ্লারগিন (আর-ডিএনএ অরিজিন) - ১০০ আইইউ/এমএল, ৩ এমএল কার্ট্রিজ; ০। **(৮) ২২২৩৫৬২১;** ট্যাব/ক্যাপ মেটফর্মিন এসআর/এক্সএল ১ গ্রাম; ০। **(৯) ২২২৩৫৬২৩;** ট্যাব/ক্যাপ সেফিউরোজাইম ৫০০ এমজি; ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০২.১০.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১০) ১৯২২১০৩৮;** সিওডব্লু ডিস্ট্রিবিউটর ভাল্‌ভ ইত্যাদি সংগ্রহ; ১,৬৪,৪০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.১০.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১১) ১০২৩২৪১৭এ;** সাসপেনশন অ্যারেঞ্জমেন্টের সেট; ৫,১৭,৫৫০ টাকা। **(১২) ১৬২২১১০৪বি;** পোর্সেলিন ৯ টন ইনস্যুলেটর ইত্যাদি; ১,১২,৫৭০ টাকা। **(১৩) ২১২৩১২৫১এ;** বিওএক্সএন ওয়াগন ইত্যাদির জন্য টপ সাইড বেয়ারার লাইনার সংগ্রহ; ১,৫৬,৫৯০ টাকা। **(১৪) ২২২৩৫৬২৪;** ট্যাব/ক্যাপ অ্যাটরভাস্টাটিন ১০ এমজি; ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.১০.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৫) ০১২৩১৪৩২;** ডেন্সিফায়েড থার্মাল বন্ডেড পলিয়েস্টার ব্লক ইত্যাদি সংগ্রহ; ৮৫,৭৬০ টাকা। **(১৬) ২১২৩১৫২২;** আপগ্রেডেড হাই ক্যাপাসিটি ড্রাফ্ট গিয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট; ৩,১৯,২৮০ টাকা। **(১৭) ২১২৩১৫২৭এ;** বিওএক্সএনআর ওয়াগন ইত্যাদির জন্য বডি সাইড অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিট সংগ্রহ; ১,৮৭,৮৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৬.১০.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৮) ০১২৩১৫১০;** ফ্লেক্সিব্‌ল পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) ফ্লোরিং শিট ইত্যাদি সংগ্রহ; ১৭,৪৫,৮২০ টাকা। **(১৯) ০১২৩১৫১১;** ফ্লেক্সিব্‌ল পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) ফ্লোরিং শিট ইত্যাদি সংগ্রহ; ৩,১৬,০৪০ টাকা। **(২০) ২১২৩১২৬২;** এয়ার ব্রেক হোস কাপলিং সাপোর্ট ইত্যাদি; ৩,০০,২৯০ টাকা। **(২১) ২১২৩১৫১৭এ;** সেন্টার পিভট টপ ব্র্যাকেট ইত্যাদি সংগ্রহ; ৫৬,৪৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.১০.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২২) ১০২৩২৪৪৫এ;** প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (পিসিবি) ইত্যাদি সংগ্রহ; ০। **(২৩) ২০২২৫০৩৬এ;** যা সংগ্রহ করতে হবে - অক্সিলিয়ারি কনভার্টার ইত্যাদি সহ মেধা-র তৈরি ৩ ফেজ ইএমইউ রেকের জন্য ইসিসি এবং অক্সিলিয়ারি কনভার্টার; ৫১,২৩০ টাকা। **(২৪) ২১২৩১১১৮;** ডিস্ট্রিবিউটর ভাল্‌ভ কমপ্লিট ইত্যাদি; ৩,০৩,২০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১০.১০.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৫) ১৫২৩৫০৯৭;** ইওটি ক্রেন, ক্ষমতা ঃ ৫ টন ইত্যাদি; ১,৪৭,৯২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১১.১০.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৬) ০৪২৩৫০৩৮;** অ্যানেক্সার-৯ অনুযায়ী পুরনো ডিজাইনের ক্রেন (৬৫টি আইটেম)-এর জন্য অন্যান্য হাইড্রলিক ও নিউম্যাটিক ফিটিংস সংগ্রহ; ১,৮৭,৬২০ টাকা। **(২৭) ১১২৩১৭৮৫বি;** স্টেনলেস স্টিল পাইপের সেট; ৫৫,৬৭০ টাকা। **(২৮) ১১২৩১৮০৩;** আর্দিং রেজিস্টর; ৬০,৬৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.১০.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৯) ১৫২৩৫০৩২বি;** হাইড্রলিক প্রেস ভার্টিক্যাল সংগ্রহ; ৭৯,৪৪০ টাকা। **(৩০) ১৫২৩৫০৭০;** ২৫ টন ক্ষমতার ইওটি ক্রেন সংগ্রহ, স্থাপন ও চালুকরণ (সংলগ্ন টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী); ২,৪০,০০০ টাকা। **(৩১) ২০২৩৫০০৩এ;** আইসিএফ ড্রইং নং ইএমইউ/এম/৩পিএইচ-০৩-০০১ অল্ট-সি বা সাম্প্রতিক, আরডিএসও এসপিইসিএন সি-৯২০২ (রিভ-২) এবং আইসিএফ/এমডি/এসপিইসিএন/১৪৭, ইস্যু স্টেটাস ০১, রিভ-০২ তৎসহ অ্যামেন্ডমেন্ট স্লিপ নং ০১ তারিখ ১২.০২.২০০৭ অনুযায়ী ৩-ফেজ ইএমইউ মোটর কোচগুলির জন্য কমপ্লিট বগি ফ্রেম অ্যারেঞ্জমেন্ট; ০। **(৩২) ২০২৩৫০৩৩;** ইএমইউ ইত্যাদির জন্য ইলেক্ট্রো-নিউম্যাটিক ব্রেক ইউনিট কমপ্লিট সংগ্রহ; ৪,১৫,৯৫০ টাকা। **টেন্ডার** [illegible]

(STORES-34/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-13/2023-24** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 03(Three) no. works/Scheme under RIDF-XXIX Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in** Reference **Tender ID: 2023_DM_566913_1 to 2023_DM_566913_3.** Document download/sell starting from **11.09.2023 up to 22.09.2023 4.00 PM.** Bid submission starting from **11.09.2023 up to 22.09.2023 at 04:00 pm.** And Opening on **25.09.2023 at 04:05 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Raghunathpur Gram Panchayat
P.O- Baga, Dist- Bankura

The Pradhan, Raghunathpur Gram Panchayat hereby invites sealed e- Tender from the resourceful and experienced biddersfor the execution of work(s) of the following e-NITs, **e-NIT No. 01/2023-24 Dated:08/09/2023.** All information available **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Raghunathpur Gram Panchayat

Hirbandh Gram Panchayat
Vill : Tilaboni P.O.- Bauridiha P.S.- Hirbandh, Dist.- Bankura
Memo No : 342 / HirGP / 2023 Dated: 11 / 09 / 2023
NIT No-04/HirGP/2023-24 (2nd Call)

Pradhan, Hirbandh Gram Panchayat invites Tenders of seven Construction works in Hirbandh GP area details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Hirbandh Gram Panchayat, PO-Bauridiha, Dist.- Bankura.

Sd/-Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

Office of The Block Development Officer
Joypur Development Block, Joypur, Purulia
Memo No-2954/B.D.O./J.D.B, Dated:- 12/09/2023
NOTICE INVITING TENDER NO.-NIeT-02/23-24/B.D.O/J.D.B

E-Tenders are invited by the undersigned from the bonafied contractors as indicated in the "Eligibility" column of "List of work" categorically for 2 nos. different construction work at different school under Joypur Development Block. Period of downloading of bid documents **12/09/2023 to 27/09/2023 up to 11.00 A.M.** Period for submission of bid documents **up to 11.00 AM. of 27/09/2023** & the time & date of opening of Technical bid on **29/09/2023 at 11.00 A.M.** The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtendersd.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development Officer
Joypur Development Block

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 2195/BDO/JLD-II, Dated: 11/09/2023
Notice

Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: **NIeT No.-3(e)/BDO/JLD-II/2023-24 dt. 11/09/2023,** for 1 nos. scheme **(Tender ID 2023_MAD_567166_1)** within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is **26.09.2023 up to 5-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Jhalda-II Development Block

CORRIGENDUM NOTICE

Corrigendum Notice for Date of extension for the work "House Service Connection under AMRUT 2.0" **Vide eNIT No. MAD/ULB/COOCH BEHAR/PHE/06 / 2023-24 (2nd Call) Dt. 05-08-23.** eTender submission end date -16/09/23. Details information will be available from the website –

(i) **http://wbtenders.gov.in**
(ii) **www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/- Chairman,
Cooch Behar Municipality.

হাওড়া পৌর নিগম

[illegible]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

২০৩০-এর মধ্যে ভারতে ডিজিটাল ব্যবহারের পরিমাণ ৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে যাবে

TiE দিল্লি-এনসিআর, জাতীয়ভাবে শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত করা একটি শীর্ষস্থানীয় সংস্থা, প্রযুক্তি শিল্পের উজ্জ্বল মনকে একত্রিত করে তার ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট- ইন্ডিয়া ইন্টারনেট ডে (iDay)-এর দিল্লি পর্বের আয়োজন করেছিল। ২৪ আগস্ট বেঙ্গালুরুতে TiE বেঙ্গালুরুর অংশীদারত্বে ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টের সূচনার প্রায় কাছাকাছি সময়ে এটি হয়েছিল। iDay-এর ১২তম সংস্করণের থিম 'এআই পাওয়ারড ইন্ডিয়া' ঃ আমাদের দেশের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপার সম্ভাবনা ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করার লক্ষ্যে 'ভিশন অ্যান্ড রিয়েলিটি'। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভিভেক জৈন, সিওও এবং প্রেসিডেন্ট- নেটওয়ার্ক গভর্ন্যান্স, ওএনডিসি বলেন, ওএনডিসির ভারতের ডিজিটাল ব্যবহারে পাঁচ গুণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৫০ বিলিয়নের বেশি হবে। ভারত ইন্টারনেট দিবস TiE দিল্লি-এনসিআর-এর প্রতিশ্রুতির অংশ যেখানে প্রযুক্তিবিদ এবং বিনিয়োগকারীরা ভারতের প্রযুক্তি ল্যান্ডস্কেপকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একত্রিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ভারতের অগ্রগতির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর রূপান্তরমূলক ক্ষমতা অন্বেষণের জন্য একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ মঞ্চ প্রদান করা হয়। লেন্সকার্টের কো-ফাউন্ডার এবং চিফ এক্সিকিউটিভ এবং পিপল অফিসার পীযূষ বনসাল বলেন, এআই শুধু একটি শব্দ নয়, স্টার্টআপগুলিকে অবশ্যই এটি ব্যবসা গড়ে তুলতে ব্যবহার করতে হবে। এই সম্মেলনে এআই এবং কনটেন্ট, এসএএএস এবং ফিনটেক নিয়ে গভীর আলোচনা হয়। এর ফলে, এআই-এর রোমাঞ্চকর জগতে প্রবেশের সুযোগ পাওয়া যাবে এবং ভারতের ভবিষ্যত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। আমাদের দেশের জন্য কৃত্রিম মেধার যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে, তা উন্মোচন করাই ছিল আলোচনার মূল বিষয়। এই সময় বক্তব্য রাখেন, মিসেস গীতিকা দয়াল, নির্বাহী পরিচালক, TiE দিল্লি এনসিআর, বলা, তিনি বলেন, ১২ দীর্ঘ বছর ধরে, TiE দিল্লি-এনসিআরের ভারত ইন্টারনেট দিবস ভারতের ইন্টারনেটের বৃদ্ধি ও রূপান্তরের পিছনে একটি চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেছে, প্রযুক্তি, এবং উদ্যোগী বাস্তুতন্ত্র। iDay ভারতে ইন্টারনেট এবং মোবাইল শিল্পের পুরো সমষ্টিকে অন্য কোনও ফোরামের মতো হোস্ট করে না। প্রসঙ্গত, এর

সূচনা থেকে শুরু করে iDay একটি নেতৃত্বের সম্মেলন হতে চলেছে যা ২০২৫ সালের ভিশন নিয়ে আলোচনা করবে। ভারতের ইন্টারনেট সম্প্রদায়ের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর সমাবেশগুলি শক্তিশালী বিষয়বস্তু সরবরাহ এবং সম্ভাবনাগুলি প্রদর্শন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা ইন্টারনেটে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য ধারণ করে। এই সম্মেলনে দেশের সব বড় ও প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন। ইন্ডিয়া ইন্টারনেট ডে ২০২৩ কো-চেয়ার্স - অঙ্কুর ওয়ারিকু, অভিষেক গুপ্তার সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা গিল ও সুপ্রিয়া পাল, অলোক মিত্তল, অরবিন্দ ঝা, দীপ কালরা, দেব খারে, গৌতম গান্ধী, করণ মোহলা, লতিকা পাই, মিতেন সম্পত, প্রশান্ত কে রায়, রাজন আনন্দন, রজত গর্গ, রাজেশ সাহনি, রবি গুরুরাজ, শেরিন ভান, সুচিতা সালওয়ান এবং বাণী কোলা ভারতের ইন্টারনেট শিল্পের কণ্ঠস্বর হিসেবে উঠে আসা এই সম্মেলনকে একত্রিত করার পথিকৃত্। এই অনুষ্ঠানের বক্তাদের মধ্যে রয়েছেন প্রতিষ্ঠানের নির্মাতা, উদ্যোক্তাদের মতো শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিবিদ, দেশের শীর্ষ বিনিয়োগকারী এবং নীতি নির্মাতারা। বিশেষজ্ঞদের প্যানেলে থাকবেন প্রিয়ঙ্ক খাড়গে-সহ তথ্যপ্রযুক্তিবিটি এবং গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত রাজের মাননীয় মন্ত্রী, কর্ণাটক সরকার । ভবেশ আগরওয়াল - সহ-প্রতিষ্ঠাতা, ওলা ক্যাব ও ওলা ইলেকট্রিক। রানা বড়ুয়া- গ্রুপ সিইও, হাওয়াস ইন্ডিয়া। বাণী কোলা - এমডি, কালারি ক্যাপিটাল । অঙ্কুর ওয়ারিকু - প্রতিষ্ঠাতা, ওয়েবেবেদা । প্রিয়াঙ্কা গিল - গ্রুপ কো-ফাউন্ডার, গুড গ্লাম গ্রুপ এবং সিইও - গুড মিডিয়া কো। পিযুষ বনসাল - সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী এবং পিপল অফিসার, লেন্সকার্ট । দীপ কালরা - প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, মেক মাই ট্রিপ । রাজন আনন্দন - এমডি, পিক এক্সভি পার্টনার্স অ্যান্ড সার্জ । আশিস মহাপাত্র - সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও, অফবিজনেস ও ওক্সিজো। অংশু শর্মা - সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও, ম্যাজিকপিন এবং আরও অনেক কিছু। iDay ২০২৩ ভারতের ইন্টারনেট শিল্পের কে তার সাথে একাধিক স্তরে সংযুক্ত করার জন্য একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে। এটি প্রতিষ্ঠাতাদের জন্য অর্থবহ সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করতে এবং শিখতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপনের একটি সুযোগ। স্টার্টআপের প্রতিষ্ঠাতারা সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারী, সহযোগীদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সুযোগ পান। 'ব্যাংক অন ব্রেকফাস্ট', 'লাঞ্চ উইথ লিডারস' এবং 'লাঞ্চ উইথ ইনভেস্টরস'-এর মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, এ বছর ভারতে থেকে বাছাই করা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্টার্টআপগুলি তাদের প্রযুক্তি এবং বিঘ্নিত সমাধানগুলি একটি বৈদ্যুতিক প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে উপস্থাপন করার সুযোগ তৈরি করেছে। এই সম্মেলনে স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, হাভাস মিডিয়া নেটওয়ার্ক ইন্ডিয়া, PeakXV, মাইক্রোসফট, ভ্যাকো বাইনারি সেমেন্টিক্স, এসএপি, এডব্লিউএস, লুফথানসা, সিআরইডি, STPi এবং ওড়িশা সরকার সহযোগিতা করছে। TiE দিল্লি-এনসিআর প্রসঙ্গে TiE দিল্লি-এনসিআর TiE নেটওয়ার্কের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় এবং প্রাণবন্ত অধ্যায়গুলির মধ্যে রয়েছে। গত দুই দশক ধরে এটি ক্রমাগতভাবে উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান ইতিবাচক ইকোসিস্টেম তৈরিতে নেতৃত্ব দিয়েছে। একটি শক্তিশালী পরামর্শদাতা সমর্থন ভিত্তি, মার্কি ইভেন্ট এবং সারা বছর ধরে কেন্দ্রীভূত কর্মশালার সাথে এটি দিল্লি TiE দিল্লি- এনসিআর উদ্যোক্তাদের সহায়তা করার জন্য একটি বিস্তৃত কর্মসূচি পরিচালনা করে। এর মধ্যে রয়েছে TiEcon টি, স্টার্টআপ এক্সপো, TiE ইনস্টিটিউট, TiE টি তরুণ উদ্যোক্তার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহের গোষ্ঠী।

জি-২০ সম্মেলন ভারতের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা, অর্থনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করেছে ঃ জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রযুক্তিগত ক্ষমতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক শক্তিও প্রদর্শন করা হয়েছে। সোমবার নয়াদিল্লিতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স কমিউনিকেশন অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ-এর 'ওয়ান উইক ওয়ান ল্যাব' (ওডব্লুওএল) প্রোগ্রামের উদ্বোধনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথাই বলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানান। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তত্ত্বাবধানে এই সরকার ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং অত্যাধুনিক আধুনিক প্রযুক্তির মধ্যে সংমিশ্রণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। আমাদের একটি ঐতিহ্যগত জ্ঞান প্রযুক্তি যা এখন টিকেডিএল নামে পরিচিত। প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেন, ভারত মণ্ডপম এবং আরও যেসব কাঠামো এই সরকার নির্মাণ করেছে সেগুলিতে রয়েছে পরম্পরাগত ঐতিহ্যের সঙ্গে সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমত্তা, প্রযুক্তি ও স্থাপত্যের সর্বোত্তম সংমিশ্রণ। আমি আনন্দিত যে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর অধীনে ভারত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের নেতৃত্ব দিয়েছে।

রামমন্দিরের উদ্বোধনে গোধরার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, আশঙ্কা উদ্ধব ঠাকরের

উত্তরপ্রদেশ, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ রামজন্মভূমি আন্দোলনের অন্যতম শরিক শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা বালাসাহেব ঠাকরের উত্তরসূরী উদ্ধব ঠাকরের আশঙ্কা, অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের পরে গোধরা-পরবর্তী পরিস্থিতি তৈরি করা হতে পারে। বস্তুত, আগামী বছরের জানুয়ারিতে অযোধ্যার রামমন্দিরের উদ্বোধন হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ওইসময় দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে বহু হিন্দু তীর্থযাত্রী উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় যাবেন। রবিবার কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা শিবসেনা (ইউবিটি) সুপ্রিমো আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ওই তীর্থযাত্রীরা অযোধ্যা থেকে ফেরার সময় গোধরার মতো পরিস্থিতি হতে পারে। প্রসঙ্গত, ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি গুজরাতের গোধরা স্টেশনের কাছে সবরমতি এক্সপ্রেসের এস-৬ কামরায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় ৫৯ জন যাত্রী অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। ট্রেনটিতে অযোধ্যা থেকে করসেবকরা ফিরছিলেন। এরপরেই গুজরাতে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ে এক সমাবেশে উদ্ধব বলেন, সরকার (কেন্দ্র ও উত্তরপ্রদেশ) রামমন্দির উদ্বোধনের সময় সমাবেশের জন্য বিপুল সংখ্যক লোককে এটি একটি সম্ভাবনা যে সরকার বাস এবং ট্রাকে রাম মন্দির উদ্বোধনের জন্য বিপুল সংখ্যক লোককে বাস ও ট্রাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে এবং তাদের ফিরতি যাত্রায়, গোধরার মতো ঘটনা ঘটতে পারে। বিজেপি নির্বাচনে জয়ের জন্য সবকিছু করতে পারে। ঠাকরে এদিন বিজেপি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে আক্রমণ করে বলেন, ওদের নিজস্ব কোনও 'আইকন'নেই। নিজেরা কোনও প্রতিমূর্তি তৈরি করতে না পেরে কখনও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, কখনও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো কিংবদন্তিকে নিজের মতো করে ব্যবহার করে। তারা এখন আমার বাবা বাল ঠাকরের উত্তরাধিকার দাবি করার চেষ্টা করছে। বস্তুত, মহারাষ্ট্রে ২০১৯ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পরে কংগ্রেস এবং এনসিপির সাঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠনের পরে বাল ঠাকরের আদর্শ ত্যাগ করেছেন বলে বিজেপি প্রায়শই উদ্ধবের দিকে আঙুল তোলেন। গত জুনে শিবসেনা ভাগ হওয়ার পরে আক্রমণ আরও তীব্র করেছে বিজেপি ও শিবসেনা (শিন্ডে)। উভয় দলই নিজেদের শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে দাবি করা শুরু করেছে।

দীর্ঘ সপ্তাহান্তে রেল টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে ঃ বাঙালিরা কোথায় যাচ্ছেন?

কলকাতা , ১১ সেপ্টেম্বর ঃ যদি আপনি সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের থেকে শুরু করে ২ অক্টোবর ২০২৩ অবধি টানা ছুটির সুবাদে ট্রেনে ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার টিকিট বুক করুন, কারণ আগাম বুকিং দ্রুতগতিতে চলছে। ভ্রমণকারীরা ২৮.৯.২৩ তারিখে ঈদের ছুটি থেকে ০২.১০.২৩ তারিখে গান্ধী জয়ন্তী পর্যন্ত সপ্তাহান্তে বাড়ি যাচ্ছে বা অবসর কাটানোর পরিকল্পনা করছে। বাঙ্গালী সবসময় খাবার এবং ভ্রমণের সাথে জড়িত তাদের আবেগের জন্য পরিচিত এবং তাদের খ্যাতি অবিসংবাদিত রাখার জন্য তারা ২৯.০৯.২৩ তারিখে একটি মাত্র ছুটি ব্যয় করে দীর্ঘ সপ্তাহান্তে (২৮.০৯.২৩ থেকে ০২.১০.২৩) নিজেদেরকে একটি একটি সুন্দর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উপহার দিতে চাইবে। ২৭ এবং ২৮ সেপ্টেম্বর নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত দূরপাল্লার ট্রেনগুলির আসন সংরক্ষণের পরিসংখ্যান (প্রধানত ১২৩৪৩ দার্জিলিং মেল এবং ১২৩৭৭ পদাতিক এক্সপ্রেসে) মোট ৪৭৯ ওয়েটিং লিস্ট (সমস্ত শ্রেণী সহ)। শ্রী কৌশিক মিত্র, পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বলেন, রেল কামনা করে যে, যাত্রীরা ২ অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহান্তে ছুটির দিনে তাদের পছন্দসই জায়গায় ভ্রমণের জন্য তাদের যাত্রা উপভোগ করুন। পূর্ব রেল. যাত্রীদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উন্নতির জন্য ২৪ ঘন্টা কঠোর পরিশ্রম করছে।

সুমিত সরকার পূর্ব রেলের নতুন অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব নিলেন

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ শ্রী সুমিত সরকার ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

তারিখে পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। শ্রী সুমিত সরকার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের ভারতীয় রেলওয়ে পরিষেবার ১৯৮৮ ব্যাচের অন্তর্গত এবং জামালপুর থেকে স্পেশাল ক্লাস রেলওয়ে অ্যাপ্রেন্টিস কোর্স শেষ করার পর ১৯৯০ সালে ভারতীয় রেলে যোগদান করেন। তিনি মেকানিক্যাল অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক। পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক হিসেবে যোগদানের আগে শ্রী সরকারকে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে কাজ করেছেন যেমন চিফ ওয়ার্কশপ ইঞ্জিনিয়ার পূর্ব রেল, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, আসানসোল পূর্ব রেলওয়ে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, এনএফ রেলওয়ের কাটিহার, চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, লিলুয়া ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, জেনারেল ম্যানেজার আরআইটিইএস এবং জয়েন্টের সিইও।

কাঁচরাপাড়া রেল হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট খোলা হয়েছে

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে (আইসিইউ) সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বৈদ্যুতিক কাজ এবং বেশ কিছু আধুনিক চিকিৎসা গ্যাজেট সংযোজন করে সংস্কার করা হয়েছে। এই আপগ্রেড করা আইসিইউটি শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার পূর্ব রেলওয়ে ০৯.০৯.২০২৩ তারিখে কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে হাসপাতালে তার পরিদর্শনের সময় চালু করেছেন।

আইসিইউতে একটি কেন্দ্রীয় মনিটরিং সিস্টেম রয়েছে যা সমস্ত ৮ টি শয্যাকে সংযুক্ত করে। কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে হাসপাতালের আইসিইউতে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের জন্য একটি নিবেদিত সুবিধা রয়েছে যাদের আক্রমণাত্মক এবং অ-আক্রমণকারী জীবন সমর্থন, উচ্চ স্তরের চিকিৎসা ও নার্সিং পরিষেবা প্রয়োজন। আইসিইউ-তে রোগীদের অত্যাবশ্যক ফাংশনগুলির ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা রয়েছে এবং হাসপাতালের অন্য জায়গাগুলির তুলনায় এই ফাংশনগুলিকে আরও দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে সমর্থন করতে পারে। কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে হাসপাতালের এই আইসিইউটি একটি মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি আইসিইউ। এই আইসিইউ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সুসজ্জিত ১) কেন্দ্রীয় মনিটরিং স্টেশন।২) এবিজি বিশ্লেষক। ৩) ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর। ৪) বিআইপিএপি ভেন্টিলেটর। ৫) উচ্চ প্রবাহ অনুনাসিক অক্সিজেন। ৬) অক্সিজেন ঘনীভূতকারী। ৭) কার্ডিয়াক ডিফিব্রিলেটর। ৮) সিরিঞ্জ পাম্প ইনফিউশন। ৯) কেন্দ্রীয় অক্সিজেন লাইন। ১০) সাকশন মেশিন। ১১) পোর্টেবল এক্স-রে ইউনিট।

নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক কেরলে

কেরল, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ কেরলে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে নিপা ভাইরাস। পরপর দু'টি 'অস্বাভাবিক মৃত্যু'র পরে সেখানে জারি হল সতর্কতা। কোঝিকোড়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে জ্বর নিয়ে ভর্তি হন ওই দু'জন। কিন্তু এরপরই তাঁদের মৃত্যু হয়। এদিকে এখনও সেখানে একই উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছে ৪ জন। তাদের মধ্যে তিনজন শিশু রয়েছে। সব মিলিয়ে আতঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে। ভর্তি থাকা রোগীদের মধ্যে একজন রয়েছেন আইসিইউয়ে। শিশুদের মধ্যে দু'জনের বয়স ৪ ও ৯ বছর। আরেকজন শিশুর বয়স ১০ মাস। ইতিমধ্যেই পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি তথা এনআইভিতে পাঠানো হয়েছে নমুনা। মঙ্গলবার সন্ধ্যের পর রিপোর্ট পেলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে মৃতরা নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন কিনা। ইতিমধ্যেই সরকারি উদ্যোগে আপৎকালীন বৈঠক শুরু হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি কৃষকদের অধিকার নিয়ে প্রথম বিশ্ব সম্মেলনের উদ্বোধন করেন

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিজ্ঞান পরিসরে কৃষকদের অধিকার নিয়ে প্রথম বিশ্ব সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ৫৯ টি দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও কৃষকরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্বের কৃষক সম্প্রদায়ই শস্য বৈচিত্র্যের প্রকৃত অভিভাবক। এ দিকে কৃষকদের রয়েছে অসাধারণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব। তিনি অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রজাতি রক্ষা ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কৃষকদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত একটি বিশাল বৈচিত্র্যের দেশ। যদিও এর আয়তন বিশ্বের মাত্র ২.৪ শতাংশ, বিশ্বের জৈবিক প্রজাতির ৭ থেকে ৮ শতাংশ এখানে রয়েছে। ভারতের সমৃদ্ধ কৃষি- জীববৈচিত্র্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে একটি ধন। তিনি বলেন, আমাদের কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম ও উদ্যোক্তার মাধ্যমে স্থানীয় জাতের গাছপালা সংরক্ষণ করেছেন। দেশীয়ভাবে উপযোগী বন্য গাছপালা তৈরি করা এবং ঐতিহ্যগত জাতের চারা লালন করা। রাষ্ট্রপতি বলেন, কৃষি গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে ভারত ১৯৫০-৫১ সাল থেকে খাদ্যশস্য, উদ্যানপালন, মৎস্য, দুধ এবং ডিমের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য এর সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে কৃষি- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষক এবং পরিশ্রমী কৃষক, বিজ্ঞানী এবং নীতিনির্ধারকদের প্রচেষ্টা, সরকারি সহায়তার সাথে মিলিতভাবে, দেশে বেশ কয়েকটি কৃষি বিপ্লব পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি আস্থা ব্যক্ত করেন যে, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ঐতিহ্যগত জ্ঞানের কার্যকর সংরক্ষণকারী এবং বর্ধক হিসেবে কাজ করে যাবে।

মরক্কোয় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩০০০ ছুঁইছুঁই, শুধুই কান্নার আওয়াজ

মরক্কো, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ মরক্কোয় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে প্রায় তিন হাজার। উদ্ধারকাজ যত এগোচ্ছে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা। গত শুক্রবার ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মরক্কো। উৎসস্থল ছিল মরক্কোর মারাকাশের ৭১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৮। সরকারি হিসাব অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ২,৮৬২। আহত কমপক্ষে আড়াই হাজার। মরক্কোর উদ্ধারকারীদের সাহায্য করছে বিদেশী দল। সোমবার তারা জানিয়েছে, শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর পাহাড় সংলগ্ন গ্রামগুলিতে উদ্ধারকাজ চালাতে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সংবাদ সংস্থা এএফপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে প্রাণের সন্ধানে জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। আহতদের উদ্ধার করে হেলিকপ্টারে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। এই কাজে মরক্কোর উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে স্পেনের একটি দল । যেখানে রয়েছেন ৩০ জন দমকলকর্মী, ডাক্তার ও নার্স রয়েছেন। ভূমিকম্পের জেরে মুহূর্তে খেলনা বাড়ির মতো ভেঙে পড়ে ছোট বড় অসংখ্য ইমারত। কিছু বোঝার আগেই ভারী কংক্রিটের নিচে চাপা পড়ে মারা যান অসংখ্য মানুষ। বিধ্বংসী এই কম্পনের জেরে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে UNESCO হেরিটেজ হিসেবে চিহ্নিত ঐতিহাসিক মারাকেশ শহরকে ঘিরে থাকা লাল দেওয়াল। উল্লেখ্য, মরক্কোর এই ভয়াবহ বিপর্যয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে প্রায় সকল রাষ্ট্র। আর্থিক সাহায্য থেকে উদ্ধারকার্যে প্রযুক্তিগত সাহায্যে এগিয়ে এসেছে তারা। শোকপ্রকাশ করেছেন তাবড় রাষ্ট্রনেতারা। শোকপ্রকাশের জন্য শনিবার প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। অন্ধকারে ঢেকেছিল গোটা আইফেল টাওয়ার। শুধু শোকপ্রকাশ নয়, প্যারিস প্রায় ৫ লক্ষ ইউরো আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছে। এমনকী, মরক্কোর 'শত্রু' প্রতিবেশী আলজিরিয়া। দুবছর আগে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমের ছোট্ট রাষ্ট্র মরক্কোর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল তারা। কিন্তু এমন দুর্দিনে তারাও এগিয়ে এসে মরক্কোর পাশে দাঁড়িয়েছে বলে খবর। সেখান থেকে ত্রাণসামগ্রী এসেছে। শুক্রবার জি-২০ সম্মেলন থেকে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জীবনের উন্নতির জন্য বড় পদক্ষেপ, ৫ টি রূপান্তরমূলক প্রোগ্রাম উন্মোচন প্রতিমা ভৌমিকের

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী কুমারী প্রতিমা ভৌমিক সোমবার ডঃ আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে (ডিএআইসি) ৫টি রূপান্তরমূলক কর্মসূচির উন্মোচন করেছেন। এর ফলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে একটি উদ্যোগ শুরু হয়েছে। ৫টি প্রোগ্রামের অধীনে, ব্যাচেলর অফ আর্কিটেকচার প্রোগ্রামের অধীনে ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেসিবিলিটি কোর্স চালু করার জন্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ স্থাপত্য পরিষদের (সিওএ) সঙ্গে চুক্তি করেছে। স্থপতি এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য একটি প্রত্যয়িত পাঠ্যক্রম তৈরি করা হবে, যা তাদের বর্তমান পরিবেশে অ্যাক্সেসিবিলিটি অডিট পরিচালনা করার দক্ষতা শেখাবে। এরসঙ্গে গবেষণার উদ্দেশ্যে হল, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন আইডি (ইউডিআইডি) পোর্টালের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ বেনামী তথ্য প্রকাশ করবে। তৃতীয় কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ পিএম ডিএকেএসএইচ-ডিইপিডব্লুডি পোর্টাল চালু করেছে। এটি একটি বিস্তৃত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ খোঁজার ক্ষমতায়নের জন্য তৈরি করা হয়েছে। পোর্টালটি ইউডিআইডি- এর মাধ্যমে নির্বিঘ্ন নিবন্ধন, অবস্থান ভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের বিকল্পগুলিতে অ্যাক্সেস, সারা ভারত থেকে বিস্তৃত কর্মসংস্থান তালিকা এবং সুবিন্যস্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলি অফার করে। ভবিষ্যতে পিএম ডিএকেএসএইচ-ডিইপিডব্লুডি পোর্টালে বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য ২৫ হাজার শূন্যপদ অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছে। চতুর্থ কর্মসূচির অধীনে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ একটি পুস্তিকাতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের অধিকার সম্পর্কিত ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের প্রধান রায়গুলি সংকলন করেছে। এটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং ক্ষেত্রের স্টেকহোল্ডারদের জন্য একটি মূল্যবান রেফারেন্স গাইড হিসাবে কাজ করবে। পঞ্চম কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য প্রধান কমিশনার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অভিযোগগুলি পরিচালনা করার জন্য একটি অত্যাধুনিক অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে। এটি পুরো প্রক্রিয়াটিকে সুগম, কাগজবিহীন এবং দক্ষ করে তুলবে। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল, নির্বিঘ্ন অনলাইন অভিযোগ দায়ের, স্বয়ংক্রিয় অনুস্মারক এবং সাধারণ শুনানির প্রক্রিয়া।

অগ্নিগর্ভ মণিপুর, মৃত ৩

ইম্ফল, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ মণিপুরে নতুন করে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত হয়েছেন গ্রাম সুরক্ষা বাহিনীর তিন সদস্য। সূত্রের খবর, মণিপুরে সহিংসতার এক নতুন ঘটনায় আজ মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৮.২০ মিনিট নাগাদ ইমফল পশ্চিম এবং কাংপপকি জেলার সীমান্তবর্তী কাংগুই এলাকার ইরেং ও করম ভাইফেইয়ের মধ্যবর্তী গ্রামে অতর্কিত হামলা চালানো হয়। সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের অতর্কিত হামলায় অসামরিক নাগরিকদের নিয়ে গঠিত গ্রাম সুরক্ষা বাহিনীর তিন সদস্য নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সূত্রটি। অতর্কিত হামলায় নিহত অসামরিক নাগরিকদের কে পোনলেনের সাতনিও তুবোই, কে পোনলেমের এনগামিনলুন লোভুম এবং লাংকিচোইয়ে এনগামিনলুন কিপগেন বলে শনাক্ত করা হয়েছে। নিহতরা কুকি-জো সম্প্রদায়ভুক্ত বলে সূত্রটি জানিয়েছে। জানা গেছে, গ্রামে হামলাকারী দুর্বৃত্তদের ধরতে চিরুণি তালাশি চালিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা।

বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে প্রিয়াঙ্কা

চণ্ডীগড়, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করতে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী হিমাচল প্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে স্বামী রবার্ট বঢরার সঙ্গে চণ্ডীগড় পৌঁছেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এখান থেকে তিনি হিমাচল প্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করবেন প্রিয়াঙ্কা। চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু এবং কংগ্রেস সভাপতি প্রতিভা সিং। চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে পৌঁছে প্রিয়াঙ্কা অনেক যাত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এবং সেলফিও তোলেন। চণ্ডীগড় ও মোহালি প্রশাসন সোমবার গভীর রাতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর আসার খবর পায়।

যুবকের দেহ উদ্ধার

রাঁচি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার ঝাড়খন্ডের মেসরা ওপি এলাকার কেদাল পঞ্চায়েত এলাকায় কুঁয়ো থেকে উদ্ধার নিখোঁজ যুবকের দেহ। ওই যুবকের নাম দীপক কুমার মাহাতো। তিনি কেদাল পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। গত চারদিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। ইনচার্জ সুমিত জানান, দুই দিন আগে পরিবারের লোকজন যুবকের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ করেছিল। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রিমসে পাঠিয়েছে।

বানিহালে খাদে গড়িয়ে গেল ট্রাক, মৃত ৪

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলার বানিহালে পাথরে ধাক্কা খেয়ে পিছলে খাদে পড়ে গেল একটি ট্রাক। ঘটনায় মৃত্যু হল ৪ জনের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে। ভূমিধস ও এই দুর্ঘটনার জেরে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজট হয়েছে। ঘটনার জেরে আপাতত ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বানিহালের শের বিবির কাছে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ভূমিধস পড়ে থাকা একটি বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে ট্রাকটি গড়িয়ে খাদে পড়ে যায়। ট্রাকটিতে চালক-সহ মোট ৪ জন ছিলেন। তাঁদের বয়স ২৯ বছর থেকে ৪২ বছরের মধ্যে। ঘটনাস্থলেই সকলের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন রামবানের ডেপুটি কমিশনার। প্রসঙ্গত, এদিন সকালে হঠাৎ করে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ভূমিধস নামার ফলেই ট্রাকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের দাবি। খবর পেয়েই দুর্ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল।

Name Change

I, SUNIT KUMAR MUKHERJEE (old name) S/O MANOJ KUMAR MUKHERJEE Presently residing at 662, Sarat Chatterjee Road, Shibpur, Howrah-711102 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUNIT MUKHERJEE, vide an affidavit sworn before The Ld. Judicial Magistrate 1 st Class at Howrah on 05/09/2023. SUNIT KUMAR MUKHERJEE and SUNIT MUKHERJEE both are same and one identical person.

Name Change

I, ABDUR RAHIM MOLLA (old name) S/O SAHAJUDDIN MONDAL Presently residing at Vill: Sundepukur, Bara Gachhia, Chandpur, Deganga, North 24 Parganas, Pin-743424 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) ABDUR RAHIM MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 12/09/2023. ABDUR RAHIM MOLLA and ABDUR RAHIM MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, TAMIJUDDIN SK (old name) S/O SK SHEROO Presently residing at 40 Prince Rahimuddin Lane, PS-Charu Market, Kolkata-700033 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) TAMIJUDDIN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 12/09/2023. TAMIJUDDIN SK and TAMIJUDDIN both are same and one identical person.

Name Change

I, HAIDAR ALI (old name) S/O SUKUR ALI MOLLA Presently residing at Santoshpur Bazar Para, PS-Maheshtala, Diamond Harbour, Pin-700141 West Bengal -700135 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) HAIDER ALI MOLLA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 12/09/2023. HAIDAR ALI and HAIDER ALI MOLLA both are same and one identical person.

Name Change

I, AKRAM ALI (old name) S/O SIRAJ ALI Presently residing at Madhya Bhagabatipur, PO- Bhagabatipur, PS-Chanditala, Hooghly, Pin-712701 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) AKRAM MALLIK (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/09/2023. AKRAM ALI and AKRAM MALLIK both are same and one identical person.

Name Change

I, NOOR HOSSAIN TARAPDAR alias NOOR HOSAN TARAFDAR (old name) S/O HABIBULLA TARAFDAR Presently residing at Q-156/A, Sim Pukur Lane, PO-Garden Reach, PS-Metiabruz, Kolkata-700024 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NOOR HOSSAIN TARAFDAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 12/09/2023. NOOR HOSSAIN TARAPDAR, NOOR HOSAN TARAFDAR and NOOR HOSSAIN TARAFDAR both are same and one identical person.

Name Change

I, CHANDRA SHEKHAR BANDYOPADHYAY (old name) S/O MAHADEB BANERJEE Presently residing at GM 7, East Rajdanga Main Road, PO-EKT, Kolkata, Pin-700107 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) CHANDRA SHEKHAR BANERJEE, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 12/09/2023. CHANDRA SHEKHAR BANDYOPADHYAY and CHANDRA SHEKHAR BANERJEE both are same and one identical person.

Name Change

I, SRIJEET DE Presently residing at EKAPARNIKA 3RD FR,FLAT 301, 40A/8 AND 40A/9 K.C.C, MITRA STREET PS BELGHORIA, Barrackpore, 700056 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my son's actual name NIILANJAN DE instead of NEELANJAN DE, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 12/09/2023. NIILANJAN DE and NEELANJAN DE both are same and one identical person.

Name Change

I, PUE MONDAL alias PUE MANDAL (old name) W/O SANDEEP DEYASHI Presently residing at BL-6, FL-34, Kankurgachi 2nd Lane, PO-Kankurgachi, PS- Phoolbagan, Dist-Kolkata, Pin-700054 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PIU DEYASHI (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/09/2023. PUE MONDAL, PUE MANDAL and PIU DEYASHI both are same and one identical person.

Name Change

I, PRASENJIT DEY (old name),SON OF R N DEY Presently residing at 123/2/H/39, A.P.C Road, Kolkata-700006 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PROSENJIT DE, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 12/09/2023. PRASENJIT DEY and PROSENJIT DE both are same and one identical person.

Name Change

I, SWAGATA LAKSHI BISHNU (old name) W/O SADDAM HOSSAIN Presently residing at Choto Finga, North Dum Dum, PO-Nimta, Dist-North 24 Parganas-700049, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SAFIA KHATUN, vide an affidavit sworn before The Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore on 08/09/2023. SWAGATA LAKSHI BISHNU and SAFIA KHATUN both are same and one identical person.

দুধ আনতে বেরিয়ে নিখোঁজ শিক্ষক, ৪ দিন পর ডোবায় মিলল দেহ

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ৪ দিন নিখোঁজ থাকার পর গতকাল বিকেলে দেহ উদ্ধার শিক্ষকের। পরিবারের অভিযোগ, চড়া সুদে ঋণ নেওয়ার ফলে বার বার হুমকি দিচ্ছিল সুদের কারবারীরা। সেই কারণেই আত্মহত্যা করেছেন ওই শিক্ষক। তবে খুন না আত্মহত্যা, তার তদন্ত নেমেছে কালনা থানার পুলিস। আজ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরপুর পারুলডাঙা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক দয়াল মালিক। কালনা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে তাঁর পরিবার। পুলিস সূত্রে খবর, ৭ সেপ্টেম্বর ভোরে মেয়ের জন্য দুধ আনতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন কালনা শহরের কাঁসারিপাড়া এলাকার বাসিন্দা বছর বিয়াল্লিশের ইংরেজির শিক্ষক দয়াল। তারপর তিনি আর ফেরেননি। ওই স্কুলের শিক্ষক সপ্তর্ষি মিত্র জানান, এ বার শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে নানা দায়িত্ব পালন করেছেন দয়াল। তারপরই হঠাৎ করে দয়াল নিখোঁজ হয়ে যান। তিনি নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর পরিবার ও সহকর্মীরা। এরপরই গতকাল কালনার বাসস্ট্যান্ড এলাকার একটি ডোবা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে কালনা থানার পুলিস। সহকর্মী শিক্ষকদের অভিযোগ, মৃত্যুর পরও তাঁর ফোনে সুদের কারবারীরা বারবার হুমকি দিয়ে ফোন করছে। পরিবারও অভিযোগ করেছে, সুদ কারবারীরা বার বার হুমকি দিচ্ছিল বলে। প্রসঙ্গত, লকডাউনের পর থেকে কালনা, কাটোয়া সহ পূর্ব বর্ধমানের একাধিক জায়গায় চড়া সুদে কারবার চলছে। সুদ কারবারীরা মাথা চাড়া দেওয়াতেই বিভিন্ন জায়গায় এই ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পণ্য লোডিং প্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্থির অগ্রগতি বহাল

মালিগাঁও, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ পণ্য লোডিংয়ের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ধারাবাহিক অগ্রগতি বজায় রেখেছে এবং ২০২৩- এর আগস্ট মাসে ০.৮২৪ মিলিয়ন টন (এমটি) পণ্য লোড করেছে, যার ফলে বর্তমান অর্থবর্ষ ২০২৩- ২৪-এর আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৪.১৪৪ মিলিয়ন টন (এমটি) পণ্য লোডিং হয়েছে। পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় ২০২৩-এর এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত অন্যান্য বিভিন্ন সামগ্রীর লোডিং বৃদ্ধি সহ খাদ্য শস্য ও কন্টেনার-এর লোডিং ভালো মার্জিনের সাথে অগ্রগতি লাভ করেছে। এই সময়ে খাদ্য শস্য লোডিং ৩৪.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কন্টেনার-এর লোডিং ৯.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থ বর্ষের একই সময়ের তুলনায় ব্যালাস্ট-এর মতো বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর লোডিংয়েও ৪১ বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত সবগুলি ডিভিশনে পণ্য লোডিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি অর্জন করেছে, যার ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পণ্য লোডিং রাজস্ব উৎপন্ন হয়েছে। অবশেষে, পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি অঞ্চলটির অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিকাশকেই নির্দেশ করে।

বরুণ সেনগুপ্ত স্টেশনের নির্মাণ কাজ (অরেঞ্জ লাইন) পুরোদমে চলছে

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ কবি সুভাষ- বিমানবন্দর (বিমানবন্দর) করিডোর (অরেঞ্জ লাইন) এর বরুণ সেনগুপ্ত মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। এই স্টেশনের কংক্রিটিংয়ের কাজ প্রায় শেষ। স্টেশন ও প্লাটফর্মের ছাদের স্ক্যাফোল্ডিংয়ের কাজ বর্তমানে চলছে ছাদের আচ্ছাদনের পাশাপাশি। কনকোর্স থেকে প্ল্যাটফর্ম এলাকায় এসকেলেটর বসানোর কাজও পুরোদমে চলছে। মেঝেগুলো গ্রানাইট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে এবং সেই কাজও প্রায় শেষের দিকে। বরুণ সেনগুপ্ত স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এই স্টেশনে ০৮টি এসকেলেটর, ০৩টি লিফট দেওয়া হবে। এগুলি ছাড়াও এখানে ০৮টি সিঁড়িও পাওয়া যাবে। বরুণ সেনগুপ্ত স্টেশনে ১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম এবং ০৪ টি টিকিট কাউন্টার, ০৬টি বসার বেঞ্চ, ০১টি প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ থাকবে। এগুলি ছাড়াও যাত্রীদের সুবিধার্থে মহিলাদের জন্য একটি, সাধারণ লোকের জন্য একটি এবং দিব্যাঙ্গজনের জন্য একটি টয়লেট থাকবে। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে, যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ০২টি ওয়াটার কুলার স্থাপন করা হবে। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, যাত্রীদের সুবিধার্থে জরুরী আলোর ব্যবস্থা, অন্ধদের জন্য স্পর্শকাতর ফ্লোর ইন্ডিকেটরসহ আরও কিছু অতিরিক্ত সুবিধা থাকবে এখানে। নন-ফেয়ার রেভিনিউ সেগমেন্ট থেকে মেট্রোর আয় বাড়ানোর জন্য, সম্পত্তি উন্নয়ন এলাকা হিসাবে এখানে ১০৭৭ বর্গমিটার জায়গা পাওয়া যাবে। এই স্টেশনটি চালু হলে এই এলাকাটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে।

দক্ষিণ ভারত দর্শনের জন্য গোড্ডা থেকে বিশেষ ট্যুরিস্ট ট্রেন চলবে

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বরঃ ভারত গৌরব স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেন ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা স্টেশন থেকে ২৫ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে ৫ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারত দর্শনের জন্য চলবে। ভারত গৌরব স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেন হল ভ্রমণ উৎসাহীদের জন্য আইআরসিটিসি দ্বারা চালিত এই ধরনের প্রথম পর্যটন বিশেষ ট্রেন। এটি ভারত সরকারের উদ্যোগ এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এবং দেখো আপনা দেশ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। দক্ষিণ ভারত দর্শনের জন্য বিশেষ ট্যুরিস্ট ট্রেনটি তিরুপতি, মীনাক্ষী মন্দির, রামেশ্বরম, কন্যাকুমারী এবং ত্রিবান্দ্রমকে কভার করবে। ট্রেনটি গোড্ডা স্টেশন থেকে আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করবে এবং ১১ রাত এবং ১২ দিন ধরে তীর্থযাত্রীদের অভিজ্ঞতা চালিয়ে যাবে। যাত্রীদের বোর্ডিং এবং ডি-বোর্ডিংয়ের জন্য ভাগলপুর-কাহালগাঁও -সাহিবগঞ্জ-বারহারওয়া- পাকুর-রামপুর হাট-বোলপুরশান্তিনিকেতন-বর্ধমান-কলকাতা-খড়গপুর- বালাসোর-ভদ্রক-কটক-ভুবনেশ্বর-খুরদা রোড স্টেশনগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্যাকেজটিকে ৩টি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে যেমন ইকোনমি , স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস এবং কমফোর্ট ক্লাস। ইকোনমিতে নন এসি বাজেট হোটেলে থাকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত, যেখানে স্ট্যান্ডার্ড এবং কমফোর্ট ক্যাটাগরি এসি হোটেলে থাকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে। ইকোনমি এবং স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস উভয়ের জন্য বাসে ধোয়া ও পরিবর্তন এবং পরিবহন নন-এসি হবে তবে ধোয়া ও পরিবর্তনের জন্য এসি রুম এবং এসি বাসগুলি কেবল কমফোর্ট ক্লাসের জন্য প্রযোজ্য হবে। পুরো ট্রিপে সকালের চা, প্রাতঃরাশ, দুপুরের খাবার এবং রাতের খাবার সরবরাহ করা হবে। এই পরিষেবাগুলি ছাড়াও, ট্রেনটিতে পেশাদার ট্যুর এসকর্ট, নিশ্চিত নিরাপত্তা, সমস্ত যাত্রীদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তার জন্য আইআরসিটিসি ট্যুর ম্যানেজারদের কাছ থেকে ক্রমাগত সহায়তা এবং ভ্রমণ বীমা থাকবে। এই সমস্ত পরিষেবা ইকোনমি ক্লাসের জন্য জনপ্রতি টাকা ২১,৩০০-, স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসের জন্য টাকা ৩৩,৩০০- এবং কমফোর্ট ক্লাসের জন্য টাকা ৩৬,৪০০- জনপ্রতি সাশ্রয়ী মূল্যে প্রদান করা হবে। ভারতীয় রেলওয়ে ভারত গৌরব ট্রেন প্রকল্পের অধীনে রেল পর্যটনের প্রচারের জন্য প্রায় ৩৩ ছাড় দিচ্ছে। উপরোক্ত মূল্য ছাড়ের অন্তর্ভুক্ত।

বেপরোয়া লরির ধাক্কা যাত্রী বোঝাই টোটোতে, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হলো চারজন কৃষকের এবং আহত ২

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ বেপরোয়া লরির ধাক্কা যাত্রী বোঝাই টোটোতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হলো চারজন কৃষকের । আহত হয়েছেন দুইজন। তাদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে। লরির ধাক্কায় দুমড়ে মুচরে গেছে টোটোটি। মঙ্গলবার সাতসকালে মর্মান্তিক এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার আহোড়া শ্যামনগর এলাকার ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনার পর লরি নিয়ে পালিয়ে যায় চালক। এরপরই ওই এলাকার জাতীয় সড়কে তীব্র যানজট বেঁধে যায় । দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় গাজোল থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা নিয়ে টোটো চালক সহ মোট ৬ জনকে উদ্ধার করে প্রথমে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে চারজনের মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেন কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। বাকি দুইজন গুরুতর জখম হওয়ায় তাদের মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , মৃতদের নাম দীপেন রায় , সুরঞ্জন বিশ্বাস, পরান বিশ্বাস এই তিনজনের বাড়ি গাজোলের আহোড়া সংলগ্ন গৌরাঙ্গপুরে। অপর একজনের নাম ননিগোপাল বিশ্বাস (৫০)। তার বাড়ি আহোড়া সংলগ্ন কালিনগর এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আহোড়ার কমল বিশ্বাস (৫০) ও টোটো চালক সুনীল মণ্ডল (৫০)। তাদের বাড়িও আহোড়া এলাকায় । আহতদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে , এদিন গাজোলের আহোড়ার গৌরাঙ্গপুর এলাকার চার কৃষক একটি টোটোতে ঢেঁড়শ বোঝাই করে গাজোল কিষাণ মান্ডি নিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই টোটোর সামনে চালকসহ আরো এক যাত্রী ছিল। কিষান মান্ডি যাওয়ার পথে গাজোলের শ্যামনগর সংলগ্ন ৫১২ নং জাতীয় সড়কে তারা ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। শিলিগুড়িগামী একটি পণ্য বোঝায লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোতে সজোরে ধাক্কা মারে। সেই ধাক্কায টোটোটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছে, টোটোটি যাত্রী নিয়ে জাতীয় সড়ক দিয়ে সঠিকভাবে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ বিকট আওয়াজের পর দেখা যায় রাস্তার ধারে টোটোটি দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে। আর সেখানেই ওই যাত্রী চালকেরা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এলাকার লোকজন গিয়ে টোটোর যাত্রীদের উদ্ধার করে। গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃত চারজনই পেশায় কৃষক। প্রতিদিনের মতো এরা এদিন টোটোতে ঢেঁড়স বোঝাই করে গাজোলের কিষাণ মান্ডি যাচ্ছিল। তখনই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনার পর লরি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে চালক। ঘাতক লরি ও চালকের খোঁজ শুরু করা হয়েছে।

কফিনবন্দি দেহ ফিরল মালদায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া আরও এক শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ ফিরল মালদায়। আজ সকালে তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরে এসেছে কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের শেরশাহী গ্রামের ২৯ বছরের তরতাজা যুবক আকিদুল শেখের মৃতদেহ। মাসখানেক আগে হায়দ্রাবাদে ভবন নির্মাণের কাজ করতে গিয়েছিলেন তিনি। গত শনিবার লোহার মাচায় দাঁড়িয়ে ড্রিল মেশিন দিয়ে কাজ করার সময় ওই মাচা কোনও কারণে বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। ময়নাতদন্তের পর আজ তাঁর দেহ ঘরে ফিরে এসেছে। কিন্তু যেভাবে তাঁর মৃতদেহ এসে পৌঁছেছে, তাতে ক্ষুব্ধ শেরশাহী গ্রামের মানুষজন। তাঁদের বক্তব্য, মৃতদেহের প্রতি সবার সম্মান জানানো প্রয়োজন। কিন্তু আকিদুলের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। ঠিকমতো দেহ সংরক্ষণও করা হয়নি। দেহতে পচন ধরেছে। প্রবল দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এভাবে কারও মৃতদেহ পাঠানো ঠিক নয়। স্থানীয় বাসিন্দা ভিকু মোমিন জানাচ্ছেন, 'তিনটি নাবালক সন্তান আর স্ত্রীকে ঘরে রেখে হায়দ্রাবাদে কাজে গিয়েছিল আকিদুল। দুর্ঘটনাবশত পাঁচদিন আগে তার মৃত্যু হয়। খুব গরিব পরিবার। ওর স্ত্রী আর সন্তানদের এখন কীভাবে চলবে জানা নেই। সরকার এই পরিবারটিকে সাহায্য করলে খুব ভালো হয়।' একই বক্তব্য স্থানীয় রেজাউল হোসেনের। তিনি বলছেন, 'প্রায়শই ভিনরাজ্যে গিয়ে মালদার শ্রমিকরা মারা যাচ্ছে। কিন্তু ভিনরাজ্য থেকে যেভাবে তাদের মৃতদেহ ঘরে ফেরাচ্ছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। আজ আকিদুলের মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। মাথা থেকে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। এমনটা কেন হবে! এক্ষেত্রে ওই রাজ্যের সরকার কিংবা যে কোম্পানিতে সে কাজ করছিল, তাদের কি কোনও দায়িত্ব নেই? আমি চাই, আকিদুলের পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দিক। এখানে কাজ না পেয়েই আকিদুল কিংবা ওর মতো শ্রমিকরা বাইরে কাজে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তাই দুর্ঘটনায় পরিযায়ীদের মৃত্যু হলে তাদের পরিবারকে চালানোর দায়িত্ব সরকার এবং শ্রমিক সরবরাহকারী ঠিকাদার সংস্থার।'

কর্মসূচির আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি শহরের রেললাইন ও রেললাইন সংলগ্ন এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় বাড়ছে মাদক পাচার ও মাদকাশক্তদের সংখ্যা। এরই প্রতিবাদে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করলো একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। মঙ্গলবার সকালে টাউন স্টেশন, হাশমি চক সহ বিভিন্ন জায়গায় হাতে ব্যানার নিয়ে পদযাত্রা করে এই সংগঠন।

কৌশিকী অমাবস্যা, ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীদের পেটে লাথি অমানবিক রেলের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ কৌশিকী অমবস্যার দু'দিন আগে থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের সমাগম হয় তারাপীঠে। অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে পূর্ব রেল রামপুরহাট স্টেশনসহ গোটা রাজ্যের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনকে ঝাঁ চকচকের নামে ব্যাপক বেসরকারিকরণ করছে। এরফলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পেট লাথ মারছে রেল। দীর্ঘদিন তৃতীয় রেল লাইন সম্প্রসারণের নামে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। ব্যাবসায়িক মুনাফার কারণে রেলওয়ে ট্রেন পরিষেবা চালু হয়েছে আটই সেপ্টেম্বর থেকে। ১৪ সেপ্টেম্বর কৌশিকী অমাবস্যা। ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ট্রেনে বহু ভক্ত সমাগম ঘটে। তার আগেই রেলওয়ের তরফে সুচতুরভাবে ভেণ্ডারদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, বেসরকারি সুখ সাগর সংস্থার স্বার্থ রক্ষার জন্য রেলওয়ে দফতর কৌশিকী অমাবস্যা এবং দুর্গা পূজার আগে এতটা অমানবিক হয়েছে। এখানে রামপুরহাট স্টেশনের রেলওয়ে আর পি এফ ইন্সপেক্টরের নিহিত স্বার্থ জাতি আছে। ভেণ্ডাররা বসলেই তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে কেস দেওয়া হচ্ছে। রেলওয়ের অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত ঠেলাগাড়ি থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা রামপুরহাট স্টেশন ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীদের পক্ষে শাহজাদা কিনু বলেন, সুখ সাগর ফুড প্লাজার স্বার্থে ঠেলাগাড়ি ব্যাবসায়ীদের উপর অমানবিক আচরণ করছে রেল। বোলপুর, হাওড়া সর্বত্র ঠেলাগাড়ি বসতে দেওয়া হয়। এরা কেউ চোর ডাকাত নয়। আজ স্মারকলিপি দেওয়া হলো। কাল থেকে ঠেলাগাড়ি বসবে। আপনারা কেস দেবেন। না খেয়ে থাকার থেকে, আপনাদের হাতে কেস খেয়ে মরা ভালো। এই পরিবারগুলো খাবে কী?

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil/HQ), KMC** invites online tender percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/040/2023-24, Dated: 12/09/2023

Name of the Work: **Necessary gunitting work at the damaged beams, slabs etc. of the cantilever portion of Hogg Building, Ground Floor.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 3,16,478.00.** Earnest Money: **Rs. 6,400.00.** Period of Completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **23.09.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Civil), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/114/024/23-24/R

Name of the Work: **Maintenance of road by providing hot mix from 35 to 125 Gangapuri Road and surrounding areas (near Puja Pandal) in Ward No. 114.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,01,275.25.** Earnest Money: **Rs. 8,050.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **27.09.2023 at 12 noon.** The tender will be opened on: **29.09.2023.** The bid forms and other details are available on and from **18.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil, Br.-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/DUCT/1A/23-24 (1st Call)

Name of the Work: **Excavation of trial trenches for feasibility study to lay U.G. cable duct along C.I.T. Road from Beliaghata Main Road to Peerless Pedestrain Over Bridge at Ultadanga Main Road in Ward No. 30, 31, 32, 33, 35 and restoration the same.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,91,387.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/33/14/23-24 (1st Call)

Name of the Work: **Restoration of passage from 4/44A to 4/49 Rammohan Mullick Garden Lane and sorrounded area in Ward No. 33 disturbed by PU Agencies.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,080.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **19.09.2023 upto 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** Date and time of opening of bid: **22.09.2023 after 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/33/15/23-24 (1st Call)

Name of the Work: **Restoration of passage at 106 Beliaghata Main Road and 50, C. P. Road and surrounded area in Ward No. 33 disturbed by W/S Department.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,23,091.00.** Earnest Money: **Rs. 4,500.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **20.09.2023 upto 12 noon.** Date and time of opening of bid: **22.09.2023 after 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **13.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(4) NIT No. : KMC/EE-III/33/16/23-24 (1st Call)

Name of the Work: **Urgent repairing of sewer line at P296 CIT Scheme-IV M52/1A Surah East Road, 12/1, 18, 35/A Suren Sarkar Road and other places in Ward No. 33.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,44,058.00.** Earnest Money: **Rs. 4,900.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **22.09.2023 upto 12 noon.**

(5) NIT No. : KMC/EE-III/30/12/23-24 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of footpath from 223 to 233 M. M. Road in Ward No. 30.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,89,152.72.** Earnest Money: **Rs. 9.800.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **23.09.2023 upto 12 noon.** Date and time of opening of bid: **25.09.2023 at 12 noon [For Sl. No. 4 & 5].** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 4 & 5].**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-V, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/049/012/2023-2024

Name of the Work: **Repairing of concrete passages at B. K. Road (2nd Lane) etc. in Ward No. 19.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,79,048.05.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/16/2023-2024/BUSTEE

Name of the Work: **Renovation of bustee privy at 1 Ramkanai Adhakary Lane, 59, 67 P. C. Boral Street and etc. places in Ward No. 48.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,41,418.04.** Earnest Money: **Rs. 9,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/20/2023-2024/BUSTEE

Name of the Work: **Development of bustee drainage system with allied civil works at 113/H/7 B. B. Ganguly Street Bustee area in Ward No. 48.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,48,142.52.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **40 days.** The bid forms and other details are available on and from **13.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/050/016/2023-2024/D

Name of the Work: **Restoration of IPS passages 20 Golap Sastri Lane and surrounding due to urgent cutting of Water Supply Department (KMC) and different PU Agency in Ward No. 50.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,72,281.48.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/11/2023-2024

Name of the Work: **Repairing of paver block footpath at Rabindra Sarani in Ward No. 41.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,09,519.15.** Earnest Money: **Rs. 6,200.00.** Period of Completion: **45 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/17/2023-2024

Name of the Work: **Repairing of Labour Quarter at 18, Arpuli Lane in Ward No. 40.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,59,823.94.** Earnest Money: **Rs. 3,200.00.** Period of Completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/050/017/2023-2024/D

Name of the Work: **Relaying of kerb/channel along Dr. Debprasad Row from 117 A. J. C. Bose Road to 7/1D Dr. Debprasad Row in Ward No. 50.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,22,776.59.** Earnest Money: **Rs. 4,500.00.** Period of Completion: **45 days. Last date and time of submission of bid: 23.09.2023 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 7]. Date and time of opening of tender: 25.09.2023 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 7].** The bid forms and other details are available on and from **14.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 4 to 7].**

The **Executive Engineer (Civil)/ Br.- IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/IX/076/019/2023-2024

Name of the Work:**Supply, Fitting and Fixing bustee pit cover, G.P cover, C.P. covere, Yard gully cover at different bustee area in Ward No.-76.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,078.07.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **90 Days.** Last date and time of submission of bid: **21.09.2023 at 12 noon.** Tender will be opened on **23.09.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/ Br.- XII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/102/05/23-24

Name of the Work: **Urgent protection of pond side road by providing Eucalyptus Bullah Pilling near Premises No. C/56A, C/58 etc. Baghajatin Colony in Ward No.-102.** Estimated Amount: **Rs. 4,81,658.10.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **75 Days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/24/23-24 (2nd Call)

Name of the Work: **Repairing of road damaged by utility agency near 704 Naskarhat Tagore Park Block C and different places etc. in Ward No. 107.** Estimated Amount: **Rs. 2,45,138.06.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **120 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/029/23-24

Name of the Work: **Maintenance of road by providing hot mix near Premises No. 45/A S.P. Hospital Road in Ward No.-106.** Estimated Amount : **Rs. 3,48,998.71.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/044/23-24

Name of the Work: **Emergency maintenance of manhole to avoid any accident at Nayabad Main Road from Mini Bus Stand to Eden Woods Apartment in Ward No.-109.** Estimated Amount: **Rs. 3,49,319.79.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.** Period of Completion: **75 Days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/28/23-24

Name of the Work: **Renovation of road providing hot mix near Swarup Kalika Places and different places etc. in Ward No.-107.** Estimated Amount: **Rs. 2,10,274.81.** Earnest Money: **Rs. 4,500.00.** Period of Completion: **120 Days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/23/23-24

Name of the Work: **Maintenance of road by providing hot mix near Sarat Bose Colony, Jadavgarh Colony-3 etc. in Ward No.-105.** Estimated Amount : **Rs. 1,51,439.77.** Earnest Money : **Rs. 3,100.00.** Period of Completion: **240 Days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/19/23-24

Name of the Work: **Maintenance of road near Premises No. 1 P.N.Kundu Lane, 15K K.P. Roy Lane etc. in Ward No.-105.** Estimated Amount : **Rs. 1,72,968.08.** Earnest Money : **Rs. 3,500.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/054/23-24

Name of the Work: **Maintenance of road near Premises No. D/78, A/85 etc. Dinesh Nagar in Ward No.-109.** Estimated Amount : **Rs. 2,98,146.49.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **90 Days.**

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/48/23-24

Name of the Work: **Restoration of B/Top Road at Chowbagha Main Road damaged by laying CESC Cable near Urbana. in Ward No.-108.** Estimated Amount : **Rs. 2,46,044.74.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/51/23-24

Name of the Work: **Emergency repairing of collapse canel side road near West Chowbagha China Mandir in Ward No.-108.** Estimated Amount: **Rs. 2,77,014.92.** Earnest Money: **Rs. 5,600.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/43/23-24

Name of the Work: **Desiltation of open channel at Chowbagha in Ward No.-108.** Estimated Amount: **Rs. 2,92,218.25.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(12) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/41/23-24

Name of the Work: **Cleaning and renovation of nonadanga Pond including removal of weeds, water Hyacinth etc. for Chat Puja Purpose. in Ward No.-108.** Estimated Amount : **Rs. 1,82,852.62.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(13) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/059/23-24

Name of the Work: **Maintenance of C.C. Road at 18/2 Kalikapur near H/O Sikha Barui, Kaberi Mondal etc. in Ward No.-109.** Estimated Amount : **Rs. 2,43,811.79.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **90 Days.** Last Date and time of submission of bid : **23.09.2023 at 11 a.m[For Sl. No. 1 to 13].** Date and time of opening of bid : **25.09.2023 at 11 a.m[For Sl. No. 1 to 13].** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 13].**

The **Executive Engineer (Civil)/ Br.-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1)NIT No. : KMC/XIII/117/015/23-24 (1st Call)

Name of the Work: **Maintenance of C.C. pavement at K.P.Lane bye Lane near Premises No.-66 and Jyotish Roy Road bye Lane near Premises No.- 42/1, 5 in Ward No.-117.** Estimated Amount : **Rs. 2,32,132.93.** Earnest Money : **Rs. 4,700.00.** Period of Completion: **21 Days.**

(2) NIT No. : KMC/XIII/118/022/23-24/C (1st Call)

Name of the Work: **Improvement of Road/Passage with C.C. pavement works at bye lane of A.G.Road and Sahapur Main Road near Premises No.-30K and 3 in Ward No.-118.** Estimated Amount : **Rs. 1,98,961.81.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **28 Days.**

(3) NIT No. : KMC/XIII/117/013/23-24 (1st Call)

Name of the Work: **Maintenance of road by laying hot mix and C.C. work at B.S.T. Main Road Bye Lane near Premises No. 6/R, 35, 9/7G, 9A/1 in Ward No.-117.** Estimated Amount : **Rs. 2,20,561.00.** Earnest Money : **Rs. 4,500.00.** Period of Completion: **21 Days.**

(4) NIT NO. : KMC/XIII/119/011/23-24 (1st Call)

Name of the Work: **Replacement of broken and missing cover of M.H., G.P., C.P. etc at different places in Ward No.-119.** Estimated Amount : **Rs. 2,98,667.10.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(5) NIT No. : KMC/XIII/119/009/23-24 (1st Call)

Name of the Work: **Construction of sanitary latrines at 41/13 Madhab Halder Road, 24 Shil Thakur Bari Road and 5/1A Barick Para Road in Ward No.-119.** Estimated Amount : **Rs. 2,99,415.50.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **23.09.2023 (upto 11 a.m.) [For Sl. No. 1 to 5].** Tender will be opened on: **25.09.2023 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 5].** The bid forms and other details are available on and from **14.09.2023 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 5].**

(6) NIT No. : KMC/XIII/116/021/23-24/C (1st Call)

Name of the Work: **Maintenance of Sirity Burning Ghat Crematorium Hall and Public toilet with various civil works in Ward No.-116.** Estimated Amount : **Rs. 2,52,962.58.** Earnest Money : **Rs. 5,200.00.** Period of Completion: **28 Days.** Last date and time of submission of bid: **25.09.2023 (upto 11 a.m.).** Tender will be opened on: **27.09.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2023 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/ Br.- XV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1)NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/029/2023-2024/R

Name of the Work: **Repairing works of IP/C. Con passages near Kanthal Beria Bye Lane in Ward No.-140.** Estimated Amount(Including GST and CESS) : **Rs. 3,99,859.89.** Earnest Money : **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **75 Days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/033/2023-2024/R

Name of the Work: **Repairing of the passage with ancillary work near Premises No.- Y-294, Khaldhari Road in Ward No.-140.** Estimated Amount (Including GST and CESS) : **Rs. 3,49,737.23.** Earnest Money : **Rs. 7,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/070/2022-2023/R (2nd Call)

Name of the Work: **Repairing of Chairman's Room (Portion) in Ward No.-134.** Estimated Amount (Including GST and CESS) : **Rs. 2,73,981.26.** Earnest Money : **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last Date and Time of submission of bid : **30.09.2023 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3].** Date and time of Opening of Tender : **03.10.2023 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **19.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The **Executive Engineer (Civil)/ Br.- XVI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/027/23-24

Name of the Work: **Construction of cement concrete road at 22 Bigha Bye Lane near Premises No.-57/4 in Ward No.-143.** Estimated Amount (including GST and CESS): **Rs. 4,80,873.05.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **23.09.2023 at 12 noon.** The tender will be opened on: **25.09.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

718/23-24

এশিয়ান গেমসে সোনার পদকের সংকল্প
সিনিয়র দলে যোগ দিলেন বাংলার পেসার তিতাস

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বরঃ মেয়েদের ক্রিকেটেও বিশ্বের অন্যতম সেরা দল ভারত। প্রাপ্তি অনেক কিছুই। শক্তিশালী দল হলেও আইসিসি টুর্নামেন্টে এখনও অবধি ট্রফি নেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের। কথাটা অবশ্য অসম্পূর্ণ থাকল। আরও পরিষ্কার করে বললে, সিনিয়র দলের কোনও আইসিসি ট্রফি নেই। ওয়ান ডে এবং টি-টোয়েন্টি, দুই ফরম্যাটেই বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে ভারতীয় মহিলা দল। রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। মহিলা ক্রিকেটে আইসিসি ট্রফির খরা কেটেছে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে। বিশ্ব জয়ের ক্ষেত্রে ভারতীয় দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন বাংলার পেসার তিতাস সাধু। সামনেই এশিয়ান গেমস। প্রথম বার দেশের সিনিয়র দলে সুযোগ পেয়েছেন চুঁচুড়ার মেয়ে তিতাস। এশিয়ান গেমসে কী লক্ষ্য তাঁর? কলকাতা ছাড়ার আগে সবটাই জানালেন। এশিয়ান গেমস হবে চীনের হাংঝৌতে। তার আগে বেঙ্গালুরুতে হবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের শিবির। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে সিনিয়র দলের সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দিতে বেঙ্গালুরু গিয়েছেন তিতাস। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে সেরার পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেন। এ বার লক্ষ্য সিনিয়র দলের হয়ে ভালো পারফর্ম করা। হাংঝৌ এশিয়ান গেমস থেকে সোনার পদক জেতার সংকল্প নিয়েই কলকাতা ছাড়েন। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারতের মহিলা দলে তিতাস ছাড়া বাংলা থেকে রয়েছেন রিচা ঘোষ। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভারতীয় মহিলা দলের শিবির হবে ১৩-১৬ সেপ্টেম্বর। শিবির শেষে দলের সঙ্গে চীনে পাড়ি দেবেন বঙ্গ তনয়া তিতাস। চুঁচুড়া থেকে রওনা হওয়ার আগে লক্ষ্য সম্পর্কে তিতাস বলেন, ''এশিয়ান গেমসে সুযোগ পেয়েছি। আমরা সকলেই চেষ্টা করব নিজেদের সেরাটা দেওয়ার। আশা করব, যেন গোল্ড মেডেল নিয়ে ফিরতে পারি। আমার প্রস্তুতি যথেষ্ঠ ভালো হয়েছে। কিন্তু এত বড় গেমসের জন্য কখনোই প্রস্তুতি এ ভাবে সম্পূর্ণ হয় না। ওখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপরও কিছুটা নির্ভর করবে। ওখানে পৌঁছে কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারি সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ একটা ধাপ। পরের আর একটা ধাপ হল সিনিয়র দলে খেলা। সিনিয়র দলে যাতে জায়গা ধরে রাখতে পারি, পারফরম্যান্সে সেই চেষ্টাই করব।'' তিতাসের বাবা রনদীপ সাধু বলেন, ''একদিনের ক্রিকেট কিংবা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ কিংবা অন্যান্য প্রতিযোগিতার থেকে এশিয়ান গেমস আলাদা। একটা বড় মঞ্চ। এশিয়ার সব থেকে ভালো ক্রীড়াবিদরা থাকবে। তাদের সঙ্গে দেখা হবে। নতুন অভিজ্ঞতাও হবে তিতাসের। এশিয়ান ক্রিকেটে ভারত অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। তবে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানও ভালো। সিনিয়র দলে সুযোগটা তিতাসের প্রাপ্য ছিল। যদিও সেই সুযোগ এত তাড়াতাড়ি আসবে, ভাবিনি। আশা করি, ও দেশের হয়ে পদক আনতে পারবে।''

জ্যোতিষীর পরামর্শে বাছতেন টিম
স্টিমাচকে নিয়ে তীব্র বিতর্ক ভারতীয় ফুটবলে!

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় ফুটবলে নয়া বিতর্ক। আর তার কেন্দ্রে কোচ ইগর স্টিমাচ। গত বছর এশিয়ান কাপের যোগ্যতা পর্বে কম্বোডিয়া, আফগানিস্তান ও হংকংয়ের বিরুদ্ধে খেলেছিল ভারতীয় ফুটবল টিম। ওই তিন ম্যাচ এবং জর্ডনের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি খেলেছিলেন সুনীল ছেত্রীরা। ওই চারটে ম্যাচের জন্য একাদশ বাছতে এক জ্যোতিষীর পরামর্শ নিয়েছিলেন স্টিমাচ। প্রথম টিমে কারা খেলবেন, তা হিসেব কষে ঠিক করে দিতেন ওই জ্যোতিষী। খেলার মাঠে বিতর্কের শেষ নেই। কিন্তু এমন আশ্চর্য ঘটনা কখনও দেখা যায়নি। স্টিমাচের এই জ্যোতিষী কাণ্ডে হতবাক হয়ে গিয়েছে ভারতীয় ফুটবল। কেন এমন করলেন বিদেশি কোচ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। একটি ইংরেজি দৈনিকের খবর অনুযায়ী, গত বছর জুন-জুলাই মাসে ভূপেশ শর্মা নামে এক জ্যোতিষীকে কাজে লাগিয়েছিলেন স্টিমাচ। দু'মাস ভূপেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে ছিলেন জাতীয় কোচ। সে সময় এশিয়ান কাপের যোগ্যতা পর্বের ম্যাচে কোন এগারো ফুটবলারকে মাঠে নামাবেন স্টিমাচ, সেটা ঠিক করে দিতেন ভূপেশ। তার জন্য নাকি ১২-১৫ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন ভূপেশ। জাতীয় কোচ ও জ্যোতিষীর মধ্যে ১০০টা মেসেজ চালাচালি হয়েছিল। ভূপেশকে একটি মেসেজে স্টিমাচ লিখেছেন, 'হাই ভূপেশ, আপনার সঙ্গে দেখা করে কথা বলে ভালো লেগেছে। যে যে প্লেয়ারের নাম পাঠালাম, তাদের ব্যাপারে আপনার মতামত কী, জানাবেন।' ভূপেশকে চার ফুটবলারের জন্ম তারিখ, মাস, বছর আর জন্মস্থান পাঠিয়েছিলেন স্টিমাচ। খবরে তুলে ধরা হয়েছে ৯ জুন ২০২২ সালের কথা। তার দু'দিন পর যুবভারতীতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা পর্বের ম্যাচ ছিল ভারতের। সে দিন স্টিমাচ ১১ ফুটবলারের একটি তালিকা পাঠিয়েছিলেন ভূপেশকে। ফুটবলারদের জন্মের তারিখ থেকে শুরু করে ম্যাচ শুরুর সময় পর্যন্ত দিয়েছিলেন স্টিমাচ। ওই তালিকায় ভূপেশ আবার মন্তব্য দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাতে জ্যোতিষী লিখেছেন, 'ভালো, খুব ভালো করতে পারে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থেকে বেরোতে হবে, মাঝারি মানের দিন, ওর জন্য খুব ভালো দিন, আজকের ম্যাচের জন্য ঠিক নয়।' ঘটনা হল, ভূপেশের সঙ্গে স্টিমাচকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন কুশল দাস। তখন তিনি ছিলেন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সচিব। তিনিও স্বীকার করে নিয়েছেন, ''এশিয়ান কাপে ভারত যোগ্যতা অর্জন করবে কিনা, তা নিয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। পরিস্থিতি ঠিকঠাক ছিল না। সেই কারণে আমি ভূপেশকে বলেছিলাম স্টিমাচের সঙ্গে যোগাযোগে থাকতে। যদি স্টিমাচের ভালো লাগে, তোমার সঙ্গে কাজ করবে।'' জ্যোতিষী বিতর্কে স্টিমাচ মুখ খোলেননি। বিদেশি কোচ সম্প্রতি নানা ব্যাপার নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এই বিতর্কে কী বলেন, মুখিয়ে রয়েছে ভারতের ফুটবল মহল।

'সিন্ধুর ওপর প্রত্যাশা রাখবেন না' বলছেন কোচ

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বরঃ সামনেই এশিয়ান গেমস। ব্যাডমিন্টনে ভারতের প্রত্যাশা থাকবে বেশ কিছু পদকের। তার মধ্যে পিভি সিন্ধু নিঃসন্দেহে একজন। দেশের অন্যতম সেরা। বিশ্বেরও অন্যতম সেরা। অলিম্পিকে জোড়া পদক জিতেছেন। সেই পিভি সিন্ধুর ওপর এশিয়ান গেমসে প্রত্যাশা রাখতে মানা করছেন খোদ ভারতীয় দলের কোচ! অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। আত্মবিশ্বাসের দিক থেকে সিন্ধু একেবারেই ভালো জায়গায় নেই বলেই মনে করেন কোচ। সেই যে চোট থেকে ফিরেছিলেন সিন্ধু, ছন্দ আর খুঁজে পাননি। একের পর এক টুর্নামেন্টে হতাশা নিয়ে ফিরেছেন। সাফল্যের পথে ফিরতে ব্যক্তিগত কোচও বদলেছেন। জাতীয় দলের কোচ অবশ্য তাঁর ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না। কী বলছেন ব্যাডমিন্টনে ভারতীয় দলের কোচ বিমল কুমার? গত বছর অগস্টে বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জয়ের

পথে চোট পেয়েছিলেন পিভি সিন্ধু। প্রায় পাঁচ মাস বাইরে ছিলেন এই ভারতীয় শাটলার। ফর্মে ফিরতে মরিয়া সিন্ধু গত সপ্তাহে বেঙ্গালুরুতে প্রকাশ পাড়ুকোন অ্যাকাডেমিতে গিয়েছিলেন সিন্ধু। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর তথা জাতীয় দলের কোচ বিমল কুমার বলেন, ''ওর প্রস্তুতি দেখেছিলাম। প্রকাশ ওর সঙ্গে কথা বলে। প্রেরণা জোগানোর চেষ্টা করে। ওর কোচ মহম্মদ হাফিজ হাসিমের সঙ্গে কথাও বলেছি। আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছে সিন্ধু। ওর অনেক উন্নতি প্রয়োজন। এশিয়ান গেমসে ওর কাছে খুব বেশি প্রত্যাশা না রাখাই শ্রেয়।'' ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের উজ্জ্বল তারকা সিন্ধু। ২০১৯ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। এ বছর সাতটি বিডব্লুএফ ইভেন্টে প্রথম রাউন্ডেই হেরেছেন! কানাডা ওপেনে সেমিফাইনালে উঠেছিলেন। ইউএস ওপেন সুপার ৩০০ ও অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সুপার ৫০০, এই দুটি ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন। এ বছর সিন্ধুর সাফল্য বলতে এটাই। কয়েক মাস আগে নিজেই হতাশার কথা পোস্ট করেছিলেন সিন্ধু। তাঁকে দীর্ঘ সময় কাছ দেখে দেখার সুযোগ হয়েছে কোচ বিমল কুমারের। জাতীয় দলের কোচ বলছেন, ''নিঃসন্দেহে ও বড় প্লেয়ার। ওকে একটু সময় দেওয়া প্রয়োজন। হয়তো কয়েকটা মাস লাগবে।''

মেসি-রোনাল্ডোর সঙ্গে তুলনা নিয়ে যা বললেন হলান্ড

ম্যানচেস্টার, ১২ সেপ্টেম্বরঃ 'আজ দুজনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে গেছে বেঁকে'-বিরহের সুরে গাওয়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানটির মতো লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর পথও বেঁকে গেছে। মেসি গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে, রোনাল্ডো যোগ দিয়েছেন সৌদি আরবের আল নাসরে। একবিংশ শতাব্দীর সেরা দুই ফুটবলার দুই মহাদেশকে নিজেদের নতুন ঠিকানা হিসেবে বেছে নেওয়ায় দীর্ঘ দেড় দশকের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াইটা যে শেষ হয়ে গেছে, সেটা কয়েক দিন আগে এক সাক্ষাৎকারে নিজেই স্বীকার করেছেন রোনাল্ডো। মেসি-রোনাল্ডোর প্রস্থানে এখন ইউরোপীয় ফুটবলে রাজত্বের ব্যাটনটা যে দুজনের হাতে উঠতে যাচ্ছে বলে ফুটবলপ্রেমীরা মনে করছেন, তাঁরা হলেন কিলিয়ান এমবাপে ও আর্লিং হলান্ড। দুজনের বয়স, গোল করা ও করানোর সামর্থ্যও সেই কথা বলছে। তবে হলান্ড এখনই মেসি-রোনাল্ডোর জায়গায় নিজেকে ও এমবাপেকে দেখছেন না। ম্যানচেস্টার সিটির নরওয়েজীয় স্ট্রাইকার মনে করেন, মেসি-রোনাল্ডোর ফুটবলকে দেওয়ার মতো আরও বাকি আছে। ইউরোপ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদিতে গিয়ে দুজন দেশ দুটির ফুটবল ইতিহাসও বদলে দিয়েছেন বলে মত তাঁর। সিটির হয়ে অভিষেক মরসুমটা স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর কেটেছে হলান্ডের। একের পর এক গোলে রেকর্ড বইয়ে যেমন ঝড় তুলেছেন, দলকে ট্রেবল জেতাতেও রেখেছেন অসামান্য অবদান। মেসি আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ এনে দিলেও এবারের ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে তাই হলান্ডকেই এগিয়ে রাখছেন অনেকে। বর্ষসেরা ফুটবলারের স্বীকৃতিটা কে পাবেন, সেটা জানা যাবে আগামী ৩০ অক্টোবর। সেই ব্যালন ডি'অর প্রদানকারী ফরাসি সাময়িকী 'ফ্রান্স ফুটবল'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারেই মেসি-রোনাল্ডোর দীর্ঘ দিনের উপভোগ্য লড়াই আর তাঁদের জায়গায় নিজেকে ও এমবাপেকে দেখা, না-দেখা নিয়ে আলোচনা করেছেন হলান্ড। বলেছেন, ''সবাই এটা (মেসি-রোনাল্ডোর জায়গা নেওয়া) মনে করেন। কিন্তু আপনাকে জোর গলায় বলতেই হবে, (ইউরোপে) মেসি ও রোনাল্ডো কতটা অবিশ্বাস্য ফুটবল খেলে গেছেন। আপনাকে এটাও মনে রাখতে হবে, এই বয়সেও তাঁরা নিজেদের কাজ করে যাচ্ছেন। এখনও তাঁরা অসাধারণ খেলোয়াড়।'' পিএসজি তারকা এমবাপের সঙ্গে দ্বৈরথ নিয়ে বলেছেন, ''আমি অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা করি না। ব্যাপারটাকে আমি ওভাবে দেখিও না। আমার সব মনোযোগ প্রতিদিন আরেকটু উন্নতি করায়, খেলাটাকে উপভোগ করতে থাকায়। আমি নিজ সংস্করণের সেরা হতে চাই।'' এ বছর ব্যালন ডি'অর জয়ের সম্ভাবনা দেখেন কি না-এমন প্রশ্নে হলান্ড জানিয়েছেন, তিনি নিজেকে বিশ্বসেরা মনে করেন না। তা ছাড়া কোথায়-কী কথা বলতে হবে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁর মিডিয়া ম্যানেজার।

ব্রুনো ফের্নান্ডেজের 'হ্যাটট্রিক'-এ সবচেয়ে বড় জয় পর্তুগালের!

লিসবন, ১২ সেপ্টেম্বরঃ নির্বাসনের কারণে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো জাতীয় টিমে নেই। তাতে কী, ইউরো কাপের যোগ্যতা পর্বে বিরাট ব্যবধানে জয় পেল পর্তুগাল। লুক্সেমবার্গকে ৯-০ উড়িয়ে দিলেন ব্রুনো ফের্নান্ডেজ, গন্সালো রামোস, গন্সালো ইনাসিওরা। ন'গোলের ম্যাচে সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্রুনো। তিনি হ্যাটট্রিক করেছেন। তবে গোলের নয়, অ্যাসিস্টের। সঙ্গে একটা গোলও করেছেন। পর্তুগালের ফুটবল ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় জয়। আর এই ঐতিহাসিক ম্যাচে জড়িয়ে থাকতে পারলেন না সিআর সেভেন। তাঁর অভাব অবশ্য বুঝতে দেননি পর্তুগিজ তারকারা। লুক্সেমবার্গের বিরুদ্ধে টিমের হয়ে গোলের খাতা খুলেছিলেন ইনাসিও। ১২ মিনিটের মাথায় তিনি গোল করতেই পর্তুগাল পুরো ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। পর পর জোড়া গোল করেন পিএসজির তারকা গন্সালো রামোস। প্রথমার্ধেই ৪-০ করে ফেলেছিল পর্তুগাল। ইনজুরি টাইমে হেডে দ্বিতীয় গোল ইনাসিওর। বিরতির পরও থামেনি পর্তুগাল। দ্বিতীয়ার্ধেও বিধ্বংসী ফুটবল খেলে রবের্তো মার্তিনেজের টিম। ব্রুনোর পাস থেকে বিরতির পরই গোল করেন লিভারপুলের তারকা দিয়োগো জোটা। তাঁর গোলের ২০ মিনিট পরেই ষষ্ঠ গোল রিকার্ডো হোর্তার। টিমের হয়ে সপ্তম গোল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মিডফিল্ডার ব্রুনোর। বাকি দু'গোল জোয়াও ফেলিক্স ও জোটার। এই দুরন্ত জয়ের ফলে জে গ্রুপে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পর্তুগাল। দু'নম্বর টিম স্লোভাকিয়ার থেকে ৫ পয়েন্ট এগিয়ে। আগামী বছরের ইউরো কাপে যোগ্যতা অর্জনের জন্য এক কদম এগিয়ে গেলেন ব্রুনোরা। এই জয়ে ইউরো ২০২৪-এর বাছাইপর্বে অপরাজিতই থাকল পর্তুগাল। শুধু তাই নয়, এখন পর্যন্ত পর্তুগাল প্রতিপক্ষের জালে বল জড়িয়েছে ২৪ বার। বিপরীতে হজম করেনি এক গোলও। এখন পরের ম্যাচ দিয়েই জার্মানিতে অনুষ্ঠিতব্য ইউরোর টিকিট নিশ্চিত করে ফেলতে পারে পর্তুগাল। এই ম্যাচ শেষে পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেজ বলেন, ''গনসালো রামোস দেখিয়েছে সে কী করতে পারে। দিয়েগো জোতাও একই কাজ করেছে। আমাদের এমন খেলোয়াড় প্রয়োজন, যারা ম্যাচ জেতাতে পারে। এই দল বিশেষ। তাদের নিয়ে তুলনা করার দরকার নেই। ক্রিস্টিয়ানো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একইভাবে তাঁকে ছাড়াও আমাদের দল জিততে প্রস্তুত।''

ভারতীয় ক্রিকেটারের ১০ বছরের জেল

দেহরাদূন, ১২ সেপ্টেম্বরঃ এক মহিলা ক্রিকেটারের মৃত্যুতে পরোক্ষ ভাবে যুক্ত থাকায় ভারতের এক প্রাক্তন অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটারকে ১০ বছরের জেলের সাজা শুনিয়েছে আদালত। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ বি দলের হয়ে খেলেছিলেন সেই ক্রিকেটার। দেহরাদূনের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের অতিরিক্ত বিচারক পঙ্কজ তোমর এই সাজা শুনিয়েছেন। ১০ বছরের জেলের পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে সেই ক্রিকেটারকে। দেহরাদূনের অতিরিক্ত জেলা সরকারি আইনজীবী কিশোর সিংহ জানিয়েছেন, ২০১৭ সালের ৯ ডিসেম্বর ১৭ বছরের এক কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনার পরে ১৫ ডিসেম্বর ওই কিশোরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন কিশোরীর বাবা-মা। প্রমাণ হিসাবে কিশোরীর সঙ্গে ওই ক্রিকেটারের হোয়াটস্অ্যাপ কথোপকথন পুলিশের কাছে জমা দেন তাঁরা। কথোপকথন থেকে পরিষ্কার ছিল যে দীর্ঘ দিন ধরে সেই কিশোরীকে হেনস্থা করছিলেন কিশোর। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৫ নম্বর ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়।

মেসি-ম্যানিয়া
মায়ামিতে পাওয়া যাচ্ছে মেসি চিকেন, মেসি বার্গার, মেসি বিয়ার

ফ্লোরিডা, ১২ সেপ্টেম্বরঃ 'আমি ইন্টার মায়ামিতে যাচ্ছি'-লিওনেল মেসির এক ঘোষণাতেই যেন বদলে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল। জনপ্রিয়তার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এত দিন ধরে পিছিয়ে থাকা খেলাটিই চলে আসে আলোচনার কেন্দ্রে। প্রায় তিন মাস ধরে মাঠ ও মাঠের বাইরে মেসি-ম্যানিয়ায় উন্মাতাল হয়ে আছে মার্কিন মুলুক। এরই মধ্যে ইন্টার মায়ামির মাঠের খেলায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন মেসি। তাঁর হাত ধরে ইন্টার মায়ামি পেয়েছে নিজেদের প্রথম শিরোপার দেখা। নিশ্চিত করেছে আরেকটি টুর্নামেন্টের ফাইনাল। এমনকি মেজর লিগ সকারেও (এমএলএস) তলানি থেকে উঠে এসে প্লে-অফ নিশ্চিত করার স্বপ্ন দেখছে মায়ামি। এ তো গেল মাঠের অবস্থা, মাঠের বাইরে পরিস্থিতি আরও উন্মাতাল। পুরো দেশেই পড়েছে মেসি-ইফেক্ট। কদিন আগেও মায়ামির গোলাপি রঙের যে জার্সি ছিল অতি সাধারণ, এখন সেটি যেন যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলের প্রতীক হয়ে উঠেছে। সব জায়গাতেই দেখা মিলছে মায়ামির ১০ নম্বর জার্সিতে মেসির মুখ। দানবীয় দেয়ালচিত্র, বিলবোর্ড, গণপরিবহন, টেলিভিশন বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে সবকিছুতে যেন মেসি আর মেসি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, দোকানে এবং ক্রীড়াসামগ্রী বিক্রির স্থানগুলোয় ঠাঁই পেয়েছে মেসিকেন্দ্রিক জিনিসপত্র। সমুদ্রসৈকতের বারগুলোয় বিক্রি হচ্ছে মেসি পানীয়, দ্য হার্ড রক ক্যাফেতে বিক্রি হচ্ছে মেসি চিকেন স্যান্ডউইচ ও মেসি বার্গারও। এমনকি স্থানীয় বিয়ার বিক্রেতারাও এখন ক্যানে করে বিক্রি করছেন মেসি নামের বিয়ার। মায়ামির জার্সির আদলে বানানো ক্যানগুলোর ওপরে লেখা জিওএটি (গ্রেটেস্ট অব অল টাইম) ১০ (মেসির জার্সি নম্বর)। মেসিকে ঘিরে তৈরি হওয়া এমন পরিস্থিতি নিয়ে ফ্লোরিডা আটলান্টিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া ইতিহাস ও আফ্রিকান-আমেরিকান স্টাডিজের অধ্যাপক জার্মেইন স্কট বলেছেন, ''আক্ষরিক অর্থেই যেন এক রাতের মধ্যে সব বদলে গেছে। এমন কিছু আগে কখনো দেখিনি।'' মেসি আসার পর থেকে ইন্টার মায়ামির ম্যাচ মানেই টিকিট বিক্রির ধুম। এরই মধ্যে প্রতি ম্যাচে সব টিকিট বিক্রি হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি টিকিটের দামেও দেখা মিলেছে নতুন নতুন রেকর্ডের। আর মেসি-ম্যানিয়া দেখা যাচ্ছে গ্যালারির ভিআইপি স্ট্যান্ডের দিকে তাকালেও। কিম কার্ডাশিয়ান, লেব্রন জেমস, সেরেনা উইলিয়ামস, পাফ ড্যাডি, ডিজে খালেদ, লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও, প্রিন্স হ্যারি ও সেলেনা গোমেজদের মতো তারকারা মেসির খেলা দেখতে মাঠে গেছেন। টিকিট বিক্রির অনলাইন সাইট টিকপিক বলছে, মেসির আসর পর টিকিটের দামে অস্বাভাবিক উল্লম্ফন দেখা গেছে। টিকিটের গড় দাম ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে ১১০ ডলার থেকে ৬৯০ ডলারে গিয়ে ঠেকেছে। সর্বশেষ লস অ্যাঞ্জেলেসের বিপক্ষে ম্যাচের টিকিটের কথাই ধরা যাক। ম্যাচটির টিকিটের মূল্য বেড়েছিল ৫২৭ শতাংশ। সেদিন এমএলএসের ইতিহাসে টিকিট বিক্রিতে নতুন রেকর্ড দেখা গিয়েছিল, যেখানে সবচেয়ে সস্তা টিকিটের দামও ছিল প্রায় ৯০০ ডলার। একই অবস্থা দেখা গেছে জার্সি বিক্রিতেও। বাজারে আসার পর মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল সব জার্সি। এমনকি ১৭ হাজার টাকা অগ্রিম পরিশোধ করেও অর্ডারের জার্সির জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে অক্টোবর পর্যন্ত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও মেসির আগমনের প্রভাব ছিল বৈপ্লবিক। গ্রীষ্মের শুরুতে মেসি আসার ঘোষণা করার আগেপর্যন্ত ইনস্টাগ্রামে ইন্টার মায়ামির ফলোয়ার ছিল ১০ লক্ষ। এখন সেটি ১ কোটি ৫০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। এটা শুধু লিগ প্রতিদ্বন্দ্বীদেরই নয়, বরং আইস হকি, বেসবল বা আমেরিকান ফুটবলকেও ছাড়িয়ে গেছে। মেসির হাত ধরে বদলে গেছে এমএলএসের ব্যবসায়িক ধ্যানধারণাও। মেসির অভিষেকে এক দিনে সবচেয়ে সাবস্ক্রিপশন হয়েছে অ্যাপল টিভি এবং এমএলএস স্ট্রিমিং পরিষেবায়। এর পর থেকে এই সংখ্যা বেড়েছে ত্বরিত গতিতে। মেসির আগমন এমএলএসের সঙ্গে অ্যাপলের চুক্তিকে লাভের নতুন চূড়ায় নিয়ে গেছে। এটা অবশ্য মেসিকেও সুবিধা দিয়েছে। কারণ তাঁর চুক্তিতে এখানকার লভ্যাংশও যুক্ত আছে। মেসির মায়ামিতে আসাকে ২০১০ সালে লেব্রন জেমসের মায়ামি হিটে যোগ দেওয়ার পর যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল, সেটার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। তবে ফুটবলের বৈশ্বিক জনপ্রিয়তার কারণে এই উন্মাদনা শুধু মায়ামিতেই আটকে থাকেনি বিশ্বজুড়ে এখন মেসিকে ঘিরে মায়ামির উত্তাপ টের পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে স্কট বলেছেন, ''আমি জেমসের প্রভাবকে খাটো করতে চাই না। সেটা ছিল আমেরিকান ফেনোমেনন। কিন্তু মেসি যখন এখানে এল, আমরা গোটা দুনিয়াকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করলাম। এটা গোটা দুনিয়া এবং মায়ামিকে এমনভাবে যুক্ত করেছে, যা আগে কখনো দেখা যায়নি। এই মুহূর্তে এমন সমর্থন দেখাটা অবিশ্বাস্য।'' মায়ামির সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে লম্বা সময় ধরে এই শহরকে ঘিরে নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত ছিল। তাদের অনেক কিছুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। মাদক, সহিংসতা ও সংঘবদ্ধ অপরাধ কার্যক্রম চলে আসছিল ১৯৭০-এর দশকে কোকেন কাওবয়েজের (মাদক সাম্রাজ্যের নাম) সময় থেকে। একসময় মায়ামিকে দেখা হতো ব্যর্থ শহর হিসেবে। এই শহর, এখানকার সন্ত্রাসজগৎ ও মাদককে ঘিরে তৈরি হওয়া চলচ্চিত্রগুলোতেও ফুটে উঠত শহরটির ভয়াবহতা। এমন নয় যে সবকিছু একমুহূর্তে বদলে গেছে। তবে মেসির আগমন এই শহর নিয়ে প্রচলিত ধারণাকে অনেকটাই পেছনে ঠেলে দিয়েছে। ২০০১ সাল থেকে মায়ামিতে বাস করছেন আর্জেন্টাইন চিত্রশিল্পী অগাস্তো এসকিভেল। তিনি বলেছেন, ''এটা (মেসির আগমন) আমাদের বৈধতা দিয়েছে। এ জন্য নয় যে সে অসাধারণ খেলোয়াড় বরং এ জন্য যে সে একজন ভালো মানুষ এবং পারিবারিক মানুষ। সে এখানে ইতিবাচক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।''

চোট বিতর্কে নয়া মোড়, ফিট হয়েও আবার 'আনফিট' শ্রেয়স

কলম্বো, ১২ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিরাট জয়ের পরও অস্বস্তি ভারতীয় শিবিরে। বাবর আজমের টিমের বিরুদ্ধে জোড়া সেঞ্চুরি করেছেন বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুল। কুলদীপ যাদব নিয়েছেন ফাইফার। দু'দিন ধরে চলা ভারত-পাক ম্যাচে ব্যাটে-বলে গ্রিন আর্মিকে পরাস্ত করেছে ভারত। এরই মাঝে ভারতীয় শিবিরে বড় ধাক্কা। পিঠে অল্প চোটের কারণে, পাক ম্যাচে খেলতে পারেননি শ্রেয়স আইয়ার। তাঁর পরিবর্তে একাদশে সুযোগ পান লোকেশ রাহুল। আজ কলম্বোতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেও তিনি খেলতে পারলেন না। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে তাঁর মেডিকেল আপডেট শেয়ার করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে পিঠে সামান্য ব্যথা রয়েছে শেয়স আইয়ারের। তাই তাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এশিয়া কাপের পর রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ। যে কারণে বার বার ক্রিকেট মহলে বলা হচ্ছিল, চোট পাওয়া ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে তাড়াহুড়ো করার প্রশ্নই নেই। চলতি বছরে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির আমেদাবাদ টেস্টের সময় পিঠে চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। সেই চোট এতটাই মারাত্মক ছিল যে, মার্চ মাস থেকে মাঠের বাইরে শ্রেয়স। কোনও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট ম্যাচে খেলেননি তিনি।

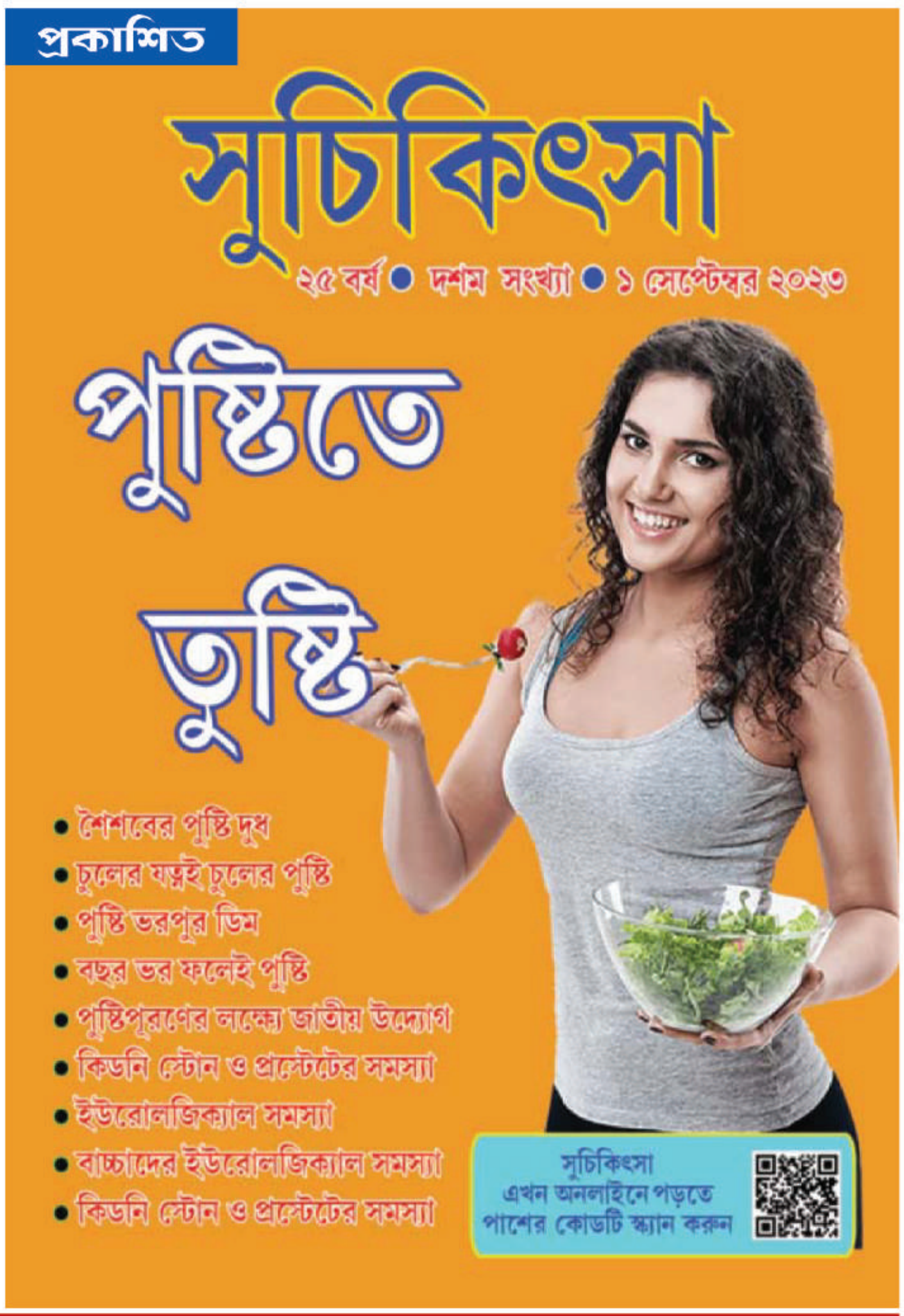

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501